বোর্ড প্রশ্ন
ও উত্তরমালা
২০২৫

অর্থনীতি

ঢাকা বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 4 1**

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. বিকালের মাছের বাজার কোন ধরনের বাজার?
ক অতি স্বল্পকালীন খ স্বল্পকালীন গ দীর্ঘকালীন ঘ একচেটিয়া

২. আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্য কোনটি?
ক হিমায়িত চিংড়ি খ মোটা চাল গ মাংস ঘ তরল দুধ

৩. নিচের কোনটি জিডিপি-এর হিসাবের অন্তর্ভুক্ত?
ক মাধ্যমিক দ্রব্য খ চূড়ান্ত দ্রব্য গ অবাধলভ্য দ্রব্য ঘ বেআইনি কাজ

৪. বাংলাদেশে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে জিডিপি গণনা করা হয়?
ক উৎপাদন পদ্ধতি খ আয় ও ব্যয় পদ্ধতি
গ উৎপাদন ও আয় পদ্ধতি ঘ উৎপাদন ও ব্যয় পদ্ধতি

৫. $Y = C + I + G + (X - M)$; সমীকরণটিতে $(X - M)$ হলো –
ক আমদানি – রপ্তানি খ রপ্তানি – আমদানি
গ আমদানি – বিনিয়োগ ঘ রপ্তানি – বিনিয়োগ

৬. নিট জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় –
i. চূড়ান্ত দ্রব্য ii. চূড়ান্ত সেবা
iii. মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. অর্থের প্রধান কাজ কয়টি?
ক ২টি খ ৩টি গ ৪টি ঘ ৫টি

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব সালাম একজন ব্যাংকার। তাঁর ব্যাংক যে হারে আমানতকারীদের সুদ দেয় তার চেয়ে বেশি হারে ঋণ গ্রহীতাকারীদের নিকট হতে সুদ আদায় করে।

৮. সালাম সাহেবের ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক?
ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ সমবায় ব্যাংক ঘ বিশেষায়িত ব্যাংক

৯. সালাম সাহেবের ব্যাংকের মূল লক্ষ্য কী?
ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ খ মুনাফা অর্জন
গ মুদ্রা প্রচলন ঘ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

১০. বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান –
ক সবচেয়ে কম খ সবচেয়ে বেশি
গ শিল্প খাতের চেয়ে বেশি ঘ সেবা খাতের চেয়ে বেশি

১১. উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন –
i. উন্নত চাষপদ্ধতি ii. প্রচলিত বীজ iii. পর্যাপ্ত মূলধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. নিচের কোনটি অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য –
ক কৃষিনির্ভর অর্থনীতি খ মূলধনের স্বল্পতা
গ উদ্যোক্তার অভাব ঘ প্রকট বেকারত্ব

১৩. জনাব ফারুক বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এনজিও (NGO) তে চাকরি করেন। জনাব ফারুক নিচের কোন এনজিও (NGO) তে চাকরি করেন।
ক আশা খ প্রশিকা গ গ্রামীণ ব্যাংক ঘ ব্র্যাক

১৪. দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রের কারণ –
i. মূলধনের স্বল্পতা ii. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
iii. স্বল্প বিনিয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. নিচের কোনটি মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন?
ক জনসংখ্যা খ অবকাঠামো
গ জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘ বৈদেশিক সাহায্য

১৬. কোনটি করবহির্ভূত রাজস্ব?
ক টোল ও লেভি খ আবগারি শুল্ক গ সম্পূরক শুল্ক ঘ আমদানি শুল্ক

১৭. 'ভূমিবাদ' মতবাদটি কারা প্রচার করেন?
ক ভারতীয়রা খ ইংরেজরা গ ফরাসিরা ঘ ইতালিয়রা

১৮. কোন ধরনের অর্থব্যবস্থায় কী উৎপাদন হবে এবং কার জন্য উৎপাদন হবে তা সরকার নির্ধারণ করে?
ক ধনতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক গ মিশ্র ঘ ইসলামি

১৯. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় –
i. ক্রেতা ও বিক্রেতা দ্বারা ii. চাহিদা ও যোগান দ্বারা
iii. সরকার দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. জনাব আকাশ ব্যবসা করার জন্য একটি দোকানঘর ভাড়া নিল। এখানে দোকানঘর কোন ধরনের সম্পদ?
ক প্রাকৃতিক সম্পদ খ মানবিক সম্পদ
গ সমষ্টিগত সম্পদ ঘ উৎপাদিত সম্পদ

২১. কোন জেলায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহৃত জ্বালানি পাওয়া যায়?
ক খুলনা খ সিলেট গ জয়পুরহাট ঘ শেরপুর

২২. মধ্যবর্তী দ্রব্য –
ক সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয় খ প্রকৃতিতে অবাধলভ্য
গ চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় ঘ একাধিকবার ব্যবহার করা যায়

২৩. $S = Y - C$; এটি কীসের সূত্র?
ক সঞ্চয় খ আয় গ ভোগ ঘ যোগান

২৪. উপযোগ হলো –
i. সম্পদের একটি বৈশিষ্ট্য ii. যা অভাব মেটায়
iii. একটি মানসিক ধারণা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. ভোগের পরিমাণ বাড়লে, মোট উপযোগ –
ক ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে খ ক্রমহ্রাসমান হারে কমে
গ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে ঘ সমহারে বাড়ে

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ফজল মিয়া ২০ কেজি আলু এবং ১৫ কেজি টমেটো নিয়ে বাজারে যান। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র ১০ কেজি আলু ও ৫ কেজি টমেটো বিক্রয় করেন। কাঙ্ক্ষিত মূল্য না পাওয়ায় অবশিষ্ট সবজিগুলো নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন।

২৬. উদ্দীপক অনুসারে বাজারে সবজির যোগান কোনটি?
ক ২০ কেজি আলু ও ১৫ কেজি টমেটো খ ২০ কেজি আলু
গ ১৫ কেজি টমেটো ঘ ১০ কেজি আলু ও ৫ কেজি টমেটো

২৭. বাজারে সবজির যোগান প্রভাবিত হয়েছিল –
i. দাম দ্বারা ii. চাহিদা দ্বারা iii. নির্দিষ্ট সময় দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. বাংলাদেশে উৎপাদনের কোন উপকরণটির যোগান তুলনামূলক বেশি?
ক ভূমি খ মূলধন গ শ্রম ঘ সংগঠন

২৯. কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান উপকরণ বাবদ দৃশ্যমান যে ব্যয় করেন এদের সমষ্টিকে কী বলে?
ক প্রকাশ্য ব্যয় খ অপ্রকাশ্য ব্যয় গ প্রকৃত ব্যয় ঘ মোট ব্যয়

৩০. প্রান্তিক উৎপাদন কী হলে মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ হয়?
ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক গ শূন্য ঘ সর্বোচ্চ

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। মি. দীপন 'P' দেশের একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। যেখানে সরকার জনগণের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত। সেখানে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের কোনো সুযোগ নেই। তার ছোট ভাই নিজ দেশ 'Q' তে একটি বিস্কুট ফ্যাক্টরির মালিক। সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর উৎপাদন কার্যক্রম স্বাধীনভাবে পরিচালনা করেন।

ক. অর্থনীতির জনকের নাম কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ২

গ. 'P' দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'Q' দেশের অর্থব্যবস্থায় আয় বৈষম্য এবং সরকারের ভূমিকা তুলে ধর। ৪

২। **প্রেক্ষাপট-১ :** কেরামত আলী একজন দরিদ্র কৃষক। তার বাড়ির পাশে একখণ্ড জমি রয়েছে। উক্ত জমিতে শুধু ধান চাষ করলে উৎপাদন হয় ২০ মণ। তবে গম চাষ করলে উৎপাদন হয় ১৫ মণ। এ অবস্থায় তিনি গম চাষ না করে ধান চাষের সিদ্ধান্ত নিলেন।

প্রেক্ষাপট-২ :

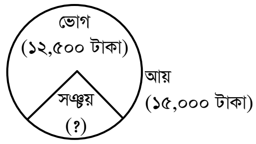

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. সূর্যের আলোকে সম্পদ বলা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রেক্ষাপট-২ এর তথ্য ব্যবহার করে সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. 'প্রেক্ষাপট-১ এ অর্থনীতির যে ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে তা মানবজীবনের সকল স্তরে প্রযোজ্য' – তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩।

ভোগের পরিমাণ (Q)	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
১	?	২৮
২	৪৯	?
৩	?	১৪
৪	৭০	?
৫	?	০
৬	?	– ৭

ক. অর্থনীতিতে উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. যোগান রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে (?) চিহ্নিত স্থানগুলো পূরণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ছকে "প্রান্তিক উপযোগের মানগুলো অর্থনীতির যে বিধিকে নির্দেশ করে তা কতিপয় শর্তের উপর নির্ভরশীল"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪।

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (QD)	যোগানের পরিমাণ (QS)
৭	৭৫	২৫
১৪	৫০	৫০
২১	২৫	৭৫

ক. অর্থনীতিতে ভোক্তা কাকে বলে? ১

খ. শুধু মাত্র কোন দ্রব্য নিঃশেষ করাকে ভোগ বলা যায় না– কেন? ২

গ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে চাহিদা রেখা অংঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্দেশ কর। ৪

৫।

শ্রম (L) একক	মোট উৎপাদন (TP)
১	৪
২	১০
৩	১৪
৪	১৭
৫	১৯

ক. রূপগত উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বেশি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য, উৎপাদনের কোন বিধিকে সমর্থন করে? সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ৪

৬। লিপু ও টিপু দুইজন প্রতিবেশী। লিপু সকাল বেলায় নিকটস্থ বাজার হতে দুধ, সবজি ও মাছ ক্রয় করেন। অন্যদিকে টিপু গ্যাস সিলিন্ডার ক্রয় করার জন্য দোকানে গেলে দেখতে পান যে গ্যাস সিলিন্ডারের দাম আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ জানতে চাইলে দোকানী জানায় যে উক্ত গ্যাস সিলিন্ডার একটি মাত্র কোম্পানি আমদানি করে। ফলে তারা নিজের ইচ্ছামত দাম বৃদ্ধি করে থাকে।

ক. অর্থনীতিতে বাজার কাকে বলে? ১

খ. তৈরি পোষাকের বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সময়ের প্রেক্ষিতে উদ্দীপকে লিপুর বাজারটি কোন ধরনের বাজারকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে গ্যাস সিলিন্ডার ক্রয়ের ঘটনা দ্বারা যে বাজার নির্দেশিত হয়, সে বাজারে নতুন বিক্রেতা প্রবেশ করতে পারে না "তুমি কি বিষয়টিকে সমর্থন কর"? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। A → রমিজ মিয়া একজন কৃষক। তিনি তাঁর নিজের জমিতে চাষাবাদ করেন। বর্তমানে তিনি জমিতে উন্নত বীজ ব্যবহার করেন। এতে তার উৎপাদনও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। ফলে কৃষি থেকে তার আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

B → মোট দেশজ উৎপাদন = খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা

ক. নিট জাতীয় আয় বলতে কী বুঝায়? ১

খ. মোট জাতীয় আয় ও মোট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে "B" সমীকরণ দ্বারা জাতীয় আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি নির্দেশিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক "A" এর উন্নত বীজ দ্বারা "GDP"-র যে নির্ধারকটি ফুটে উঠেছে, "উৎপাদন বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য" মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। **দৃশ্যকল্প-১ :** প্রাচীনকালে মানুষ এক দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য বিনিময় করে অভাব পূরণ করত। কিন্তু এতে নানান সমস্যা সৃষ্টি হত। তাই বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে এমন একটি দ্রব্যের আবির্ভাব ঘটে, যা যে কোনো দ্রব্যের বেচা/কেনায়/ঋণ গ্রহণে সবাই গ্রহণ করতে রাজি থাকে।

দৃশ্যকল্প-২ : মি. রিজন এমন একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন যা বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে স্বল্প; মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এটি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত।

ক. সমবায় ব্যাংক কাকে বলে? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আন্তঃ দেনা-পাওনা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে নিস্পত্তি করে? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে সৃষ্ট নতুন বস্তুটি কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে মি. রিজনের প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯।

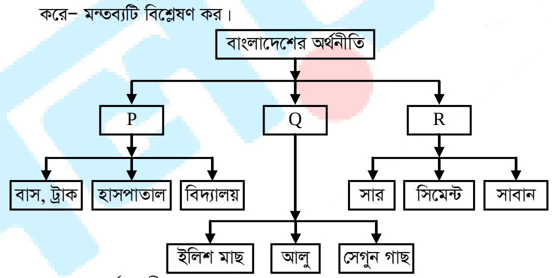

ক. EPZ এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'P' খাত দ্বারা বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'Q' ও 'R' খাতের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

১০। **ঘটনা-১ :** এম.এ. পাস করে মি. পিয়াস তার নিজ গ্রামে একটি কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ায় তিনি খামার বন্ধ করে দেন এবং চাকরির সন্ধানে শহরে চলে যান। প্রায় তিন মাস পর তিনি একটা চাকরিতে যোগদান করেন।

ঘটনা-২ : 'ক' রাষ্ট্রের সরকার তার দেশের জনগণের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বিনামূল্যে ICT কোর্স চালু করেছে। ফলে কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক. উন্নয়নশীল দেশ কাকে বলে? ১

খ. দারিদ্রের দুষ্ট চক্র কীভাবে দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ পিয়াসের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বেকারত্ব প্রতিফলিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ যে পদ্ধতিটি নির্দেশিত হয়েছে মানব সম্পদ উন্নয়নে সেটি কীভাবে ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

১১।

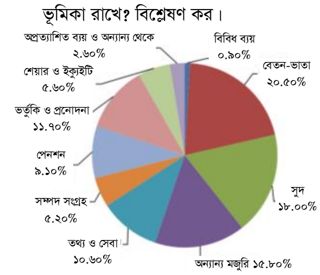

চিত্র-১

'ক' দেশের অসম বাজেট
(অর্থবছর : ২০২৩-২৪)
মোট আয় = ৪৩৫০০০ কোটি টাকা
মোট ব্যয় = ৫১০২১০ কোটি টাকা

চিত্র-২

ক. উন্নয়ন বাজেট কাকে বলে? ১

খ. 'আবগারী শুল্ক ধার্যের উদ্দেশ্য শুধু রাজস্ব সংগ্রহ নয়'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ দ্বারা কোন ধরনের বাজেটকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ দ্বারা নির্দেশিত বাজেটের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক তুলে ধর। ৪

উত্তরমালা (ঢাকা বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ক	২	ক	৩	খ	৪	ঘ	৫	খ	৬	ক	৭	গ	৮	খ	৯	খ	১০	খ	১১	গ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	গ
	১৬	ক	১৭	গ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ঘ	২১	খ	২২	গ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ মি. দীপন 'P' দেশের একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। যেখানে সরকার জনগণের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত। সেখানে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের কোনো সুযোগ নেই। তার ছোট ভাই নিজ দেশ 'Q' তে একটি বিস্কুট ফ্যাক্টরির মালিক। সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর উৎপাদন কার্যক্রম স্বাধীনভাবে পরিচালনা করেন।

ক. অর্থনীতির জনকের নাম কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ২

গ. 'P' দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'Q' দেশের অর্থব্যবস্থায় আয় বৈষম্য এবং সরকারের ভূমিকা তুলে ধর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০২ **প্রেক্ষাপট-১ :** কেরামত আলী একজন দরিদ্র কৃষক। তার বাড়ির পাশে একখন্ড জমি রয়েছে। উক্ত জমিতে শুধু ধান চাষ করলে উৎপাদন হয় ২০ মণ। তবে গম চাষ করলে উৎপাদন হয় ১৫ মণ। এ অবস্থায় তিনি গম চাষ না করে ধান চাষের সিদ্ধান্ত নিলেন।

প্রেক্ষাপট-২ :

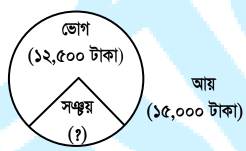

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. সূর্যের আলোকে সম্পদ বলা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রেক্ষাপট-২ এর তথ্য ব্যবহার করে সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. 'প্রেক্ষাপট-১ এ অর্থনীতির যে ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে তা মানবজীবনের সকল স্তরে প্রযোজ্য' – তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব দ্রব্য উৎপাদনের পর সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয় সেগুলোই চূড়ান্ত দ্রব্য।

খ কোনো জিনিসকে অর্থনীতিতে সম্পদ হতে হলে তার উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা এ চারটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। এগুলোর কোনো একটি ছাড়া কোনো দ্রব্য বা সেবাকে সম্পদ বলা যাবে না। সূর্যের আলোর উপযোগ ও বাহ্যিকতা রয়েছে। কিন্তু অপ্রাচুর্যতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা নেই। তাই সূর্যের আলোকে সম্পদ বলা যায় না।

গ প্রেক্ষাপট-২ এর তথ্য ব্যবহার করে সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো–
মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। ধরো, তোমার বাবা এক মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। নয় হাজার টাকা তোমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। এখানে তোমার বাবা এক হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের এ ধারণাটি সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন : $S = Y - C$ (যখন $Y > C$)

এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়।

প্রেক্ষাপট-২ এ আয়ের পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা ও ভোগের পরিমাণ ১২,৫০০ টাকা। সঞ্চয় সমীকরণ হলো $S = Y - C$, বা S = ১৫,০০০ – ১২,৫০০ = ২৫০০ টাকা। অতএব সঞ্চয়ের পরিমাণ ২৫০০ টাকা।

ঘ 'প্রেক্ষাপট-১ এ অর্থনীতির সুযোগ ব্যয় ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে, এটি মানবজীবনের সকল স্তরে প্রযোজ্য'– আমি উক্তিটির সাথে একমত।

একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়ার জন্য অপর দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু ছেড়ে দিতে হয় তাকেই সুযোগ ব্যয় বলে। অর্থাৎ একজন মানুষের পক্ষে এক সঙ্গে সবকিছু পাওয়া সম্ভব হয় না। একটি পছন্দের কিছু পেতে গেলে অন্য একটি পছন্দ তাকে ত্যাগ করতে হয়। এভাবে একটি দ্রব্যের উৎপাদন পাওয়ার জন্য অপর দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু ছেড়ে দিতে হয়, সেই ছেড়ে দেওয়ার পরিমাণ হলো সুযোগ ব্যয়। সীমিত সম্পদের সাহায্যে একটি দ্রব্য বেশি উৎপাদিত করতে হলে অন্য দ্রব্যের উৎপাদন কিছু ত্যাগ করতে হয়।

মনে করো, তুমি একজন শিক্ষার্থী। তুমি কি প্রতিদিন সব কাজ করতে পারবে? যেমন : তুমি একই সঙ্গে অর্থনীতি পরীক্ষা এবং মাঠে ক্রিকেট খেলা দেখতে পারবে না। তুমি যদি একটি কাজ করতে চাও তবে অবশ্যই ঐ সময়ে অন্য কাজটি করা সম্ভব হবে না। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, মনে করো তোমাদের এক বিঘা জমি আছে। এ জমিতে ধান চাষ করলে বিশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। ঐ জমিতে ধান চাষ না করে যদি পাট চাষ করতে চাও তবে দশ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যেত। এক্ষেত্রে বিশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো দশ কুইন্টাল পাট।

সুতরাং বলা যায়, সুযোগ ব্যয় ধারণাটি মানবজীবনের সকল স্তরে প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ▸ ০৩

ভোগের পরিমাণ (Q)	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
১	?	২৮
২	৪৯	?
৩	?	১৪
৪	৭০	?
৫	?	০
৬	?	–৭

ক. অর্থনীতিতে উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. জোগান রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে (?) চিহ্নিত স্থানগুলো পূরণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ছকে "প্রান্তিক উপযোগের মানগুলো অর্থনীতির যে বিধিকে নির্দেশ করে তা কতিপয় শর্তের উপর নির্ভরশীল"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের বা সেবার দ্বারা ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

খ দামের সাথে জোগানের সমমুখী সম্পর্কের কারণে জোগান রেখা বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী হয়।

সাধারণত দাম বাড়লে জোগান বাড়ে এবং দাম কমলে জোগান কমে। জোগান রেখার লম্ব অক্ষে থাকে দাম এবং ভূমি অক্ষে থাকে জোগানের পরিমাণ। দাম যত বেড়ে উপরের দিকে আসে, জোগানের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পেয়ে ভূমি অক্ষের ডানদিকে সরতে থাকে। ফলে জোগান রেখা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

গ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে। অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বা সেবা ভোগ করে যে অতিরিক্ত উপযোগ বা তৃপ্তি পাওয়া যায়, তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে। সূচিতে '?' চিহ্নিত স্থানসমূহে মোট ও প্রান্তিক উপযোগ বসিয়ে পূরণ করা হলো –

ভোগের পরিমাণ (Q)	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
১	২৮	২৮
২	২৮ + ২১ = ৪৯	৪৯ – ২৮ = ২১
৩	৪৯ + ১৪ = ৬৩	৬৩ – ৪৯ = ১৪
৪	৬৩ + ৭ = ৭০	৭০ – ৬৩ = ৭
৫	৭০ – ০ = ৭০	৭০ – ৭০ = ০
৬	৭০ – ৭ = ৬৩	৬৩ – ৭০ = –৭

উপরের সূচিতে দেখা যায়, কোনো দ্রব্যের ১ম এককের প্রান্তিক উপযোগ যখন ২৮ তখন তার মোট উপযোগও ২৮। ২য় এককের মোট উপযোগ ৪৯ কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ ২১। এভাবে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ এককের মোট উপযোগ যথাক্রমে ৬৩, ৭০, ৭০ ও ৬৩ কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে ১৪, ৭, ০ ও –৭। এক্ষেত্রে মোট উপযোগ বাড়ার সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হয়। মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য (০)। মোট উপযোগ হ্রাসমান হলে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়।

ঘ উদ্দীপকের ছকে "প্রান্তিক উপযোগের মানগুলো অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে নির্দেশ করে, এ বিধিটি কতিপয় শর্তের উপর নির্ভরশীল" – মন্তব্যটি যথার্থ।

ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে, তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমে যেতে থাকে। ভোগের একক বাড়ার ফলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যাওয়ার এ প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কতগুলো শর্তের উপর নির্ভরশীল। এই শর্তগুলোর ব্যতিক্রম ঘটলে বিধিটি কার্যকর হয় না।

উদ্দীপকের সূচিটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির সাথে সম্পর্কিত। এ বিধিটি কার্যকর হওয়ার জন্য কিছু শর্ত মেনে চলে। তা হলো– ১. ভোক্তা হবে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন; ২. ভোক্তা চাইলে দ্রব্যের উপযোগ অর্থ দিয়ে পরিমাপ করতে পারে; ৩. দ্রব্যের দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হবে; ৪. দ্রব্যটি ভোগ করার সময় ভোক্তার আয়, রুচি এবং পছন্দের পরিবর্তন হবে না; ৫. নির্দিষ্ট সময় বিবেচ্য। যখন এ শর্তগুলোর ব্যতিক্রম ঘটবে তখন আর বিধিটি কার্যকর হবে না।

সুতরাং বলা যায়, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির শর্তগুলোর যেকোনো একটির পরিবর্তন ঘটলে এ বিধিটি কার্যকর হবে না।

প্রশ্ন ▸ ০৪

দাম (P)	চাহিদার পরিমাণ (QD)	জোগানের পরিমাণ (QS)
৭	৭৫	২৫
১৪	৫০	৫০
২১	২৫	৭৫

ক. অর্থনীতিতে ভোক্তা কাকে বলে? ১
খ. শুধু কোনো দ্রব্য নিঃশেষ করাকে ভোগ বলা যায় না– কেন? ২
গ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে চাহিদা রেখা অংঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্দেশ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো অবাধ সহজলভ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য সব দ্রব্য ভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে ভোক্তা বলে।

খ সাধারণ অর্থে ভোগ বলতে কোনো দ্রব্য নিঃশেষ হওয়াকে বোঝালেও অর্থনীতিতে একটি দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ হওয়াকে ভোগ বোঝায়।

মানুষ কোনো জিনিস সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। সে শুধু জিনিসটির আকার বা রূপ পরিবর্তন করে উপযোগ গ্রহণ করতে পারে। যেমন– আমরা ভাত, মাছ, কলম, ঘড়ি, জামাকাপড় ব্যবহার বা ভোগ করি। অর্থনীতিতে এই ভোগ বলতে শুধু দ্রব্যগুলো নিঃশেষ করাকে বোঝায় না; বরং এগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগ নিঃশেষ করাকে বোঝায়। এ কারণে অভাব মোচন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে দ্রব্যের উপযোগ ধ্বংস করলে অর্থনীতেতে তাকে ভোগ বলা হয় না।

গ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা হয় তা যে রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা রেখা বলে। উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো–

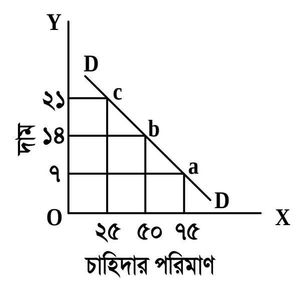

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে (OY) দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দাম যখন ৭ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৭৫ একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম বেড়ে ১৪ ও ২১ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ কমে যথাক্রমে ৫০ ও ২৫ একক হয়, যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b ও c। এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। এই DD রেখাই হলো উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী রেখাচিত্র অঙ্কন করে বাজার ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

যে দামে চাহিদা ও জোগান সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে। ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা-বেচা হয় তাকে ভারসাম্য পরিমাণ বলে।

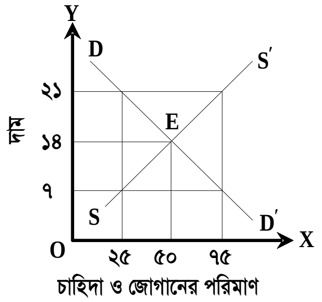

চিত্র : বাজার ভারসাম্য

চিত্রে DD′ ও SS′ হলো যথাক্রমে বিবেচ্য চাহিদা ও জোগান রেখা। প্রথম অবস্থায় দ্রব্যের দাম ৭ টাকা হলে এর চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ৭৫ একক ও ২৫ একক। এখানে চাহিদার পরিমাণ বেশি কিন্তু দ্রব্যের জোগান কম। তাই এক্ষেত্রে দাম বাড়বে। আবার, দাম যখন ২১ টাকা তখন চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ২৫ একক ও ৭৫ একক। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় জোগান বেশি। তাই, এক্ষেত্রে দাম কমবে। কিন্তু দাম যখন ১৪ টাকা তখন চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ একই অর্থাৎ ৫০ একক, যা E বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হওয়ায় E বিন্দুতে বাজার ভারসাম্য অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ হবে যথাক্রমে ১৪ টাকা ও ৫০ একক।

প্রশ্ন ▶ ০৫

শ্রম (L) একক	মোট উৎপাদন (TP)
১	৪
২	১০
৩	১৪
৪	১৭
৫	১৯

ক. রূপগত উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বেশি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য, উৎপাদনের কোন বিধিকে সমর্থন করে? সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্রব্যের রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন দ্রব্য উৎপাদন করাকে রূপগত উপযোগ বলে।

খ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান ও জনবহুল দেশ বলে এখানে মূলধনের তুলনায় ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বেশি।

উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন-এ চারটি উপকরণের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটির অনুপস্থিতিতে উৎপাদন সম্ভব নয়। অবশ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে সব উপকরণের গুরুত্ব এক রকম নয়। অবস্থাভেদে কোনো উপকরণ বেশি আবার কোনো উপকরণ কম প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান ও জনবহুল দেশ বলে এখানে মূলধনের তুলনায় ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বেশি।

গ বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের দ্বারা যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে মোট উৎপাদন বলে। উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো –

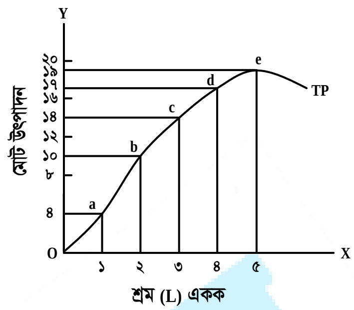

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) শ্রম এবং লম্ব অক্ষে (OY) মোট উৎপাদন দেখানো হয়েছে। শ্রমের একক যখন ১ তখন মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৪, যার সমন্বয় বিন্দু a। এভাবে শ্রমের এককের পরিমাণ বাড়িয়ে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক করা হলে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ১০, ১৪, ১৭ ও ১৯ হয়, যাদের সমন্বয় বিন্দুসমূহ যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে TP রেখা পাওয়া যায়। এই TP রেখাই হলো মোট উৎপাদন রেখা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য, উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে সমর্থন করে।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটি আরও বাড়ালে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। ফলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে। চিত্রের সাহায্যে বিধিটি ব্যাখ্যা করা হলো–

শ্রম (L) একক	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১	৪	৪
২	১০	৬
৩	১৪	৪
৪	১৭	৩
৫	১৯	২

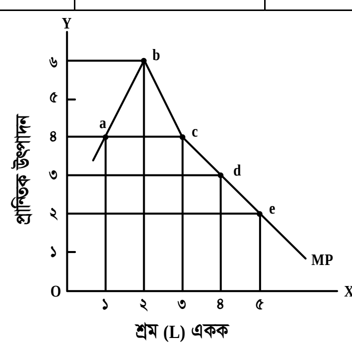

চিত্রে ভূমি (OX) অক্ষে শ্রমিকের সংখ্যা এবং লম্ব (OY) অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে। ১ একক শ্রম উপকরণ নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদন ৪, যার সমন্বয় বিন্দু a। শ্রম উপকরণ নিয়োগ বাড়িয়ে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ৬, ৪, ৩ ও ২, যাদের সমন্বয় বিন্দুসমূহ যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে MP রেখা পাওয়া যায়।

এই প্রান্তিক উৎপাদন রেখা বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী। MP রেখার নিম্নগামিতাই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি নির্দেশ করে। অর্থাৎ উপকরণ নিয়োগ বাড়ানো হলেও প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমছে। সুতরাং বলা যায়, উল্লিখিত তথ্য, উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে সমর্থন করে।

প্রশ্ন ▸ ০৬ লিপু ও টিপু দুইজন প্রতিবেশী। লিপু সকাল বেলায় নিকটস্থ বাজার হতে দুধ, সবজি ও মাছ ক্রয় করেন। অন্যদিকে টিপু গ্যাস সিলিন্ডার ক্রয় করার জন্য দোকানে গেলে দেখতে পান যে গ্যাস সিলিন্ডারের দাম আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ জানতে চাইলে দোকানী জানায় যে উক্ত গ্যাস সিলিন্ডার একটি মাত্র কোম্পানি আমদানি করে। ফলে তারা নিজের ইচ্ছামতো দাম বৃদ্ধি করে থাকে।

ক. অর্থনীতিতে বাজার কাকে বলে? ১

খ. তৈরি পোশাকের বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সময়ের প্রেক্ষিতে উদ্দীপকে লিপুর বাজারটি কোন ধরনের বাজারকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে গ্যাস সিলিন্ডার ক্রয়ের ঘটনা দ্বারা যে বাজার নির্দেশিত হয়, সে বাজারে নতুন বিক্রেতা প্রবেশ করতে পারে না "তুমি কি বিষয়টিকে সমর্থন কর"? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৭ A → রমিজ মিয়া একজন কৃষক। তিনি তাঁর নিজের জমিতে চাষাবাদ করেন। বর্তমানে তিনি জমিতে উন্নত বীজ ব্যবহার করেন। এতে তার উৎপাদনও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। ফলে কৃষি থেকে তার আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

B → মোট দেশজ উৎপাদন = খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা

ক. নিট জাতীয় আয় বলতে কী বুঝায়? ১

খ. মোট জাতীয় আয় ও মোট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে "B" সমীকরণ দ্বারা জাতীয় আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি নির্দেশিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক "A" এর উন্নত বীজ দ্বারা "GDP"-র যে নির্ধারকটি ফুটে উঠেছে, "উৎপাদন বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য" মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে, তাকে নিট জাতীয় আয় বলে।

খ একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় (GNI) বলে।

কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়, তার বাজার দামের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে।

গ উদ্দীপকে "B" সমীকরণ দ্বারা জাতীয় আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আয় পদ্ধতি নির্দেশিত হয়।

আয় পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয় হলো উৎপাদন কাজে নিয়োজিত উৎপাদনের উপাদানগুলো একটি অর্থবছরে তাদের পারিতোষিক হিসেবে যে অর্থ আয় করে তার সমষ্টি। উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলো হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। অতএব একটি দেশ কোনো এক বছরে এসব উপাদানের আয়ের (যথাক্রমে মোট খাজনা, মোট মজুরি, মোট সুদ ও মোট মুনাফা) যোগফলকে আয় পদ্ধতি অনুযায়ী সামগ্রিক আয় বলা হয়। অর্থাৎ $Y = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi$ সমীকরণটি জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। যেখানে r, w, i ও π হলো যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা; $\sum$ সমষ্টি।

উদ্দীপকের B → মোট দেশজ উৎপাদন = খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপক "A" এর উন্নত বীজ দ্বারা "GDP" এর প্রযুক্তি নির্ধারকটি ফুটে উঠেছে। "উৎপাদন বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য"– মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দপকে A → রমিজ মিয়া একজন কৃষক। তিনি তার নিজের জমিতে চাষাবাদ করেন। বর্তমানে তিনি জমিতে উন্নত বীজ ব্যবহার করেন। এতে তার উৎপাদনও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। ফলে কৃষি থেকে তার আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। যা GDP এর নির্ধারক প্রযুক্তির সাথে মিল রয়েছে।

প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। যেমন- নতুন আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও দক্ষতার উন্নতি, নতুন মালামালের আবিষ্কার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষি খাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজির উৎপাদনও বেড়েছে। প্রযুক্তি মূলত উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে একই সমান উৎপাদন উপকরণ দিয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

সুতরাং বলা যায়, উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রযুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **দৃশ্যকল্প-১ :** প্রাচীনকালে মানুষ এক দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য বিনিময় করে অভাব পূরণ করত। কিন্তু এতে নানান সমস্যা সৃষ্টি হতো। তাই বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে এমন একটি দ্রব্যের আবির্ভাব ঘটে, যা যে কোনো দ্রব্যের বেচা/কেনায়/ঋণ গ্রহণে সবাই গ্রহণ করতে রাজি থাকে।

দৃশ্যকল্প-২ : মি. রিজন এমন একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন যা বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে স্বল্প; মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এটি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত।

ক. সমবায় ব্যাংক কাকে বলে? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আন্তঃ দেনা-পাওনা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে নিষ্পত্তি করে? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে সৃষ্ট নতুন বস্তুটি কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে মি. রিজনের প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংক সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ প্রদান করে তাকে সমবায় ব্যাংক বলে।

খ দৈনন্দিন ব্যবসায় বাণিজ্য ও লেনদেনের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে চেক, ব্যাংক ড্রাফট ও পেঅর্ডার আদান-প্রদান হয়। ফলে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে পাওনাদার বা দেনাদার হয়। কোনো ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে কত পাওনা বা কত দেনা তার সর্বশেষ হিসাব সংরক্ষণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের যে অর্থ বা তহবিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা থাকে, তা থেকে এরকম দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করে।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সৃষ্ট নতুন বস্তুটি হলো অর্থ।

সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে বস্তু মূল্যের পরিমাপক, দেনা-পাওনা মেটানোর উপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য, সঞ্চয়ের বাহন ও ঋণের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত, তাকে অর্থ বলে। বিনিময় প্রথায় লেনদেন করতে গিয়ে মানুষকে নানা অসুবিধায় পড়তে হতো। এসব অসুবিধা দূর করতে অর্থের আবির্ভাব ঘটে। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম, দ্রব্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপক এবং সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে। বিনিময়ের উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে অর্থ বিনিময় প্রক্রিয়াকে সহজ ও যুগোপযোগী করেছে।

দৃশ্যকল্প-১ এ প্রাচীনকালে মানুষ এক দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য বিনিময় করে অভাব পূরণ করত। কিন্তু এতে নানান সমস্যা সৃষ্টি হতো। তাই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে এমন একটি দ্রব্যের আবির্ভাব ঘটে যা যেকোনো দ্রব্যের বেচা/কেনায়/ঋণ গ্রহণে সবাই গ্রহণ করতে রাজি থাকে। যা অর্থের গুণাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১ এ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সৃষ্ট নতুন মুদ্রাটি হলো অর্থ।

ঘ বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে মি. রিজনের প্রতিষ্ঠানটি তথা কৃষি ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশের কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর পর রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের কৃষক ও কৃষির উন্নতি এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য। পূর্বে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দরিদ্র কৃষকরা ঋণের সুবিধা পেতেন না। বর্তমানেও সাধারণ ব্যাংক ব্যবস্থায় কৃষিঋণের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কৃষি ব্যাংক ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের ঋণ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষায়িত ব্যাংক।

দৃশ্যকল্প-২ এ মি. রিজন এমন একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন, যা বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এটি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত, যা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সাথে মিল রয়েছে।

কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ও কৃষির সাথে জড়িত খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ব্যাংক কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেয়। এছাড়া হাঁস-মুরগি, পশুপালন, মৌমাছি ও গুটিপোকার চাষ, মৎস্য খামার স্থাপন ইত্যাদির জন্য ঋণ দেয়, যা বেকার সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ০৯

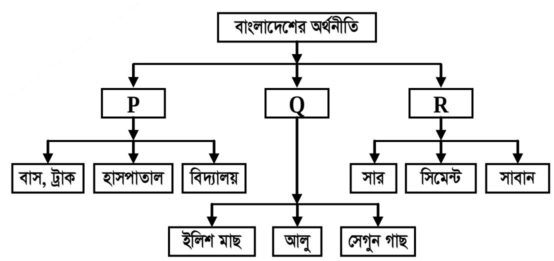

ক. EPZ এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'P' খাত দ্বারা বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'Q' ও 'R' খাতের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১০ **ঘটনা-১ :** এম.এ. পাস করে মি. পিয়াস তার নিজ গ্রামে একটি কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ায় তিনি খামার বন্ধ করে দেন এবং চাকরির সন্ধানে শহরে চলে যান। প্রায় তিন মাস পর তিনি একটা চাকরিতে যোগদান করেন।

ঘটনা-২ : 'ক' রাষ্ট্রের সরকার তার দেশের জনগণের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বিনামূল্যে ICT কোর্স চালু করেছে। ফলে কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক. উন্নয়নশীল দেশ কাকে বলে? ১

খ. দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র কীভাবে দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ পিয়াসের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বেকারত্ব প্রতিফলিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ যে পদ্ধতিটি নির্দেশিত হয়েছে মানবসম্পদ উন্নয়নে সেটি কীভাবে ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১১

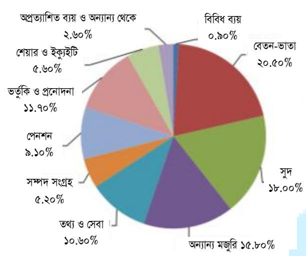

চিত্র-১

'ক' দেশের অসম বাজেট
(অর্থবছর : ২০২৩-২৪)
মোট আয় = ৪৩৫০০০ কোটি টাকা
মোট ব্যয় = ৫১০২১০ কোটি টাকা

চিত্র-২

ক. উন্নয়ন বাজেট কাকে বলে? ১

খ. 'আবগারী শুল্ক ধার্যের উদ্দেশ্য শুধু রাজস্ব সংগ্রহ নয়'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ দ্বারা কোন ধরনের বাজেটকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ দ্বারা নির্দেশিত বাজেটের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক তুলে ধর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের মূলধন আয় ও ব্যয়ের হিসাব যে বাজেটে দেখানো হয় তাই হলো মূলধন বা উন্নয়ন বাজেট।

খ রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করার উদ্দেশ্যেও আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আবগারি শুল্ক বলে। বাংলাদেশে প্রধানত চা, সিগারেট, চিনি, তামাক, কেরোসিন, ওষুধ, স্পিরিট, দিয়াশলাই প্রভৃতি ক্ষতিকর দ্রব্যের ওপর আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়।

গ চিত্র-১ দ্বারা অ-উন্নয়ন বাজেটকে নির্দেশ করা হয়েছে।

বাজেটের যে অংশে সরকারের দৈনন্দিন বা চিরাচরিত আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় এবং বাজেটের ব্যয়ের খাতসমূহ সরাসরি উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, তাকে অ-উন্নয়ন বাজেট বলে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশ রক্ষা এবং দেশের প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয় এ বাজেটে উল্লেখ থাকে না। অ-উন্নয়ন বাজেটের আয় সংগৃহীত হয় মূলত কর ও করবহির্ভূত রাজস্ব হতে। আয়ের উৎস যেমন- আয় ও মুনাফার ওপর কর, মূল্য সংযোজন কর (VAT), আমদানি শুল্ক, ভাড়া ও ইজারা, সেবা বাবদ প্রাপ্তি ইত্যাদি। অ-উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের খাত যেমন– শিক্ষা ও প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, অপ্রত্যাশিত ব্যয় ইত্যাদি।

চিত্র-১ এ আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন খাত দেখানো হয়েছে। উল্লিখিত আয় ও ব্যয়ের খাতগুলো অ-উন্নয়ন বাজেটের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, চিত্র-১ দ্বারা অ-উন্নয়ন বাজেটকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ চিত্র-২ দ্বারা নির্দেশিত বাজেট তথা ঘাটতি বাজেটের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক তুলে ধরা হলো –

চিত্র-২ এ 'ক' দেশের অসম বাজেট (অর্থবছর : ২০২৩-২৪) মোট আয় = ৪,৩৫,০০০ কোটি টাকা, মোট ব্যয় = ৫,১০,২১০ কোটি টাকা। অতএব ঘাটতি = (মোট আয় – মোট ব্যয়) = (৪,৩৫,০০০ – ৫,১০,২১০) = –৭৫,২১০ কোটি টাকা। মোট আয় < মোট ব্যয়। যা ঘাটতি বাজেটকে নির্দেশ করে।

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলা হয়। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা সার্বিক উন্নয়নের গতি বজায় রাখতে ঘাটতি বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজন হয়।

উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের অভাবে উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় ঘাটতি বাজেটে ও সরকারি ঋণ গ্রহণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য। ঘাটতি বাজেট প্রণীত হলে মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে। তবে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ স্তরে ঘাটতি বাজেট মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় না, বরং উৎপাদন বাড়ায়। তাই উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের গতি বজায় রাখার লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ/মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বৈষম্য দেখা দিতে পারে।

রাজশাহী বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 4 1**

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. চাহিদার সাথে দামের কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে –
ক সমমুখী খ উর্ধ্বমুখী গ বিপরীত মুখী ঘ পরিপূরক

২. কখন ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর হয়?
ক আয় বৃদ্ধির ফলে খ সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে
গ লাভের একক বৃদ্ধির ফলে ঘ ভোগের একক বৃদ্ধির ফলে

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

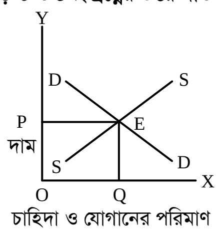

৩. চিত্রটি কী নির্দেশ করছে?
ক বাজার যোগান রেখা খ বাজার চাহিদা রেখা
গ ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ ঘ চাহিদা থেকে যোগান বেশি

৪. E বিন্দুতে চাহিদা ও যোগান নির্দেশ করে –
i. ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ ii. চাহিদা = যোগান
iii. বাজারে স্বাভাবিক দাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. মোট শ্রম উপকরণ দ্বারা মোট উৎপাদনকে ভাগ করলে কী পাওয়া যায়?
ক প্রান্তিক উৎপাদন খ গড় উৎপাদন
গ মোট উৎপাদন ঘ প্রকৃত উৎপাদন

৬. উৎপাদন প্রতিষ্ঠান আয়ের জন্য সরাসরি যে ব্যয় করে তাকে কী বলে?
ক প্রকাশ্য ব্যয় খ অপ্রকাশ্য ব্যয় গ প্রান্তিক ব্যয় ঘ আর্থিক ব্যয়

৭. কোন বাজারে পণ্যের যোগান হ্রাস বা বৃদ্ধি করা সম্ভব?
ক অতি স্বল্পকালীন বাজার খ স্বল্পকালীন বাজার
গ স্থানীয় বাজার ঘ দীর্ঘকালীন বাজার

৮. NNI এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ক Net National Investment খ Net National Income
গ Net Nation Investment ঘ Net Nationalisation Income

৯. ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
ক C + I – G খ C + I + M
গ C – I + X ঘ C + I + G + (X – M)

১০. কোনটি প্রচলনের ফলে ঋণ গ্রহণ সহজ ও ঋণ পরিশোধ করা সহজ হয়েছে?
ক অর্থ খ চেক গ দ্রব্য ঘ বিনিময় বিল

১১. বিহিত মুদ্রা বলতে বুঝায় –
i. যে মুদ্রার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই
ii. সবাই গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে
iii. সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মি. রিমন একজন কাপড় ব্যবসায়ী। তিনি ভাবছেন তার লভ্যাংশের কিছু অংশ নিরাপদে সংরক্ষণ করবেন।

১২. মি. রিমন কোন প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিরাপদে সংরক্ষণ করতে পারবেন?
ক কেন্দ্রিয় ব্যাংক খ ইসলামি ব্যাংক গ সমবায় ব্যাংক ঘ শিল্প ব্যাংক

১৩. উক্ত ব্যাংকের কাজ হল –
i. জনগণের মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ
ii. বিনিময়ের মাধ্যম
iii. নোট প্রচলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. কোনটি বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর?
ক চাঁদপুর খ চট্টগ্রাম গ মংলা ঘ খুলনা

১৫. বাংলাদেশের জিডিপিতে গত তিন দশকে কোন খাতে অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে?
ক কৃষি খাত খ শিল্প খাত গ সেবা খাত ঘ শিক্ষা খাত

১৬. নিচের কোনটি বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি নির্দেশ করে?
ক আমদানি = রপ্তানি খ আমদানি < রপ্তানি
গ আমদানি ≠ রপ্তানি ঘ আমদানি > রপ্তানি

১৭. তোমার এলাকায় একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। এটিকে তুমি কোন শিল্পের আওতাভুক্ত করবে?
ক বৃহৎ খ মাঝারি গ ক্ষুদ্র ঘ কুটির

১৮. একটি দেশ দরিদ্র, কারণ সে দরিদ্র উক্তিটি কার?
ক লর্ড কেইনস খ আলফ্রেড মার্শাল
গ র‍্যাগনার নার্কস ঘ লায়নেল রবিন্স

১৯. খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় পড়ে –
i. ভিজিডি ii. কাবিখা iii. ভিজিএফ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. X একটি উন্নত দেশ। X দেশের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য হচ্ছে –
i. দক্ষ জনশক্তি ii. কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন শ্রমিক
iii. কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. কোনটি কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়?
ক রেলওয়ে খ সম্পূরক শুল্ক গ যানবাহন কর ঘ আয়কর

২২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন কোন বাজেটের মূল লক্ষ্য?
ক উদ্বৃত্ত বাজেট খ মূলধন বাজেট গ রাজস্ব বাজেট ঘ ঘাটতি বাজেট

২৩. কোন অর্থনীতিবিদ অর্থনীতিকে উৎপাদন ও বণ্টনের বিজ্ঞান বলে মনে করেন?
ক ডেভিড রিকার্ডো খ অধ্যাপক পিগু
গ অধ্যাপক মার্শাল ঘ স্যামুয়েলসন

২৪. দ্রব্যমূল্য দ্রুত বেড়ে যাওয়ার নাম কী?
ক মূল্যস্ফীতি খ মুদ্রা সংকোচন গ স্থবিরতা ঘ পণ্য সংকট

২৫. ধনতন্ত্রের অদৃশ্য শক্তিকে কী বলে?
ক সরকারি পরিকল্পনা খ দাম ব্যবস্থা
গ জনশক্তি ঘ সামাজিক কল্যাণ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রশিদ সাহেবের কাছে কিছু টাকা আছে। ঐ টাকা দিয়ে তিনি একটি মোবাইল ফোন কিনতে চান। কিন্তু তিনি মোবাইল ফোন না কিনে পরবর্তী মাসের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে বাসায় ফিরলেন।

২৬. উদ্দীপকে অর্থনীতির কোন ধারণার প্রকাশ ঘটেছে?
ক প্রান্তিক ব্যয় খ দুষ্প্রাপ্যতা গ সুযোগ ব্যয় ঘ অভাব

২৭. উক্ত ধারণাটি রশিদ সাহেব তখনই গ্রহণ করবে যখন –
i. প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় অধিক প্রয়োজন হবে
ii. অভাবের মধ্যে অগ্রাধিকার দেবে iii. বাজারে দ্রব্যের দাম কমে যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. বাংলাদেশের কোথায় কঠিন শিলা মজুদ রয়েছে –
ক বিজয়পুর খ বাকরাবাধ গ বড় পুকুরিয়া ঘ রাণী পুকুর

২৯. যে সব দ্রব্য প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করা যায় না কিন্তু অন্য দ্রব্য উৎপাদন কাজে সাহায্য করে তাকে কোন দ্রব্য বলে?
ক অবাধলভ্য খ চূড়ান্ত দ্রব্য গ মধ্যবর্তী দ্রব্য ঘ অর্থনৈতিক দ্রব্য

৩০. শফিক ১ লক্ষ টাকা জমিয়েছে। এ টাকা দিয়ে সে তার ফ্যাক্টরিতে একটি মেশিন কিনেছে। শফিকের উক্ত মেশিন ক্রয়কে অর্থনীতিতে কী বলে?
ক মূলধন খ সঞ্চয় গ বিনিয়োগ ঘ উৎপাদন

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। মি. মশিউর যে দেশে বসবাস করেন সে দেশের সমস্ত সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলোর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। উক্ত দেশের অর্থনীতির উপর সরকারি হস্তক্ষেপ নেই বললেই চলে। প্রত্যেক দ্রব্যের দাম ক্রেতা ও বিক্রেতার দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। তবে বাংলাদেশে ব্যক্তিগত মালিকানার পাশাপাশি সরকারি মালিকানাও স্বীকৃত।

ক. অধ্যাপক মার্শাল কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. অভাব পূরণে নির্বাচন করতে হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে মি. মশিউরের দেশে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মি. মশিউরের দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থ ব্যবস্থার পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২। মি. আলম একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। তিনি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি মাসে ৫০,০০০ টাকা বেতন পান। তবে তিনি তার আয়ের পুরোটাই ভোগের জন্য ব্যয় করেন না। কিছু অংশ ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোনো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখেন।

ক. মানবিক সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভাকে অর্থনীতিতে কি সম্পদ বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে মি. আলম সাহেবের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অর্থ জমা রাখার ধারণাটি সমীকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধারণাটি কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে? তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। একটি পণ্যের চাহিদা সূচি নিম্নরূপ :

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (কেজি)
১০	৪৫
২০	৩০
৩০	১৫

ক. উপযোগ কী? ১
খ. অর্থনীতিতে ভোগ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচি থেকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিম্নে একটি পণ্যের চাহিদা ও যোগান সূচি দেওয়া হলো –

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)
১০০	৬০	২০
২০০	৪০	৪০
৩০০	২০	৬০

ক. বাজার চাহিদা কাকে বলে? ১
খ. যোগান বিধিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সূচি থেকে একটি যোগান রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য পরিমাণ চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। আরিফ বান্দরবানে একজন ফার্নিচার ব্যবসায়ী। তিনি কাঠ দিয়ে বিভিন্ন ফার্নিচার তৈরি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। সেখানে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায় বিধায় ফার্নিচারের দাম খুবই কম। তাঁর বন্ধু মামুন তাকে পরামর্শ দিলেন, স্থানীয় বাজারে ফার্নিচার বিক্রি না করে ঢাকায় নিয়ে বিক্রির জন্য। এতে ফার্নিচারের ভালো দাম পাওয়া যাবে।

ক. ভূমি কাকে বলে? ১
খ. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলতে কী বুঝায়? ২
গ. আরিফের কাজটিতে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর মামুনের পরামর্শটি সঠিক ছিল? যুক্তিসহ মূল্যায়ন কর। ৪

৬।

বাজার (A)	বাজার (B)
১. অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা	১. একজন মাত্র বিক্রেতা ও অসংখ্য ক্রেতা
২. দ্রব্যগুলো সমজাতীয়	২. পরিবর্তক দ্রব্য নেই
৩. দাম নির্দিষ্ট	৩. বিক্রেতা দাম ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করে

ক. অলিগোপলি বাজার কাকে বলে? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে নতুন ফার্মের প্রবেশ বন্ধ– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে 'বাজার-A' দ্বারা কোন বাজারকে নির্দেশ করে? – ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাজার 'A' ও বাজার 'B' এর মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের অর্থনীতি শিক্ষকের কাছে GDP-পরিমাপ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে, শিক্ষক উত্তরে বললেন আমরা বিভিন্ন উপায়ে GDP-পরিমাপ করতে পারি। এর মধ্যে উৎপাদনের উপকরণসমূহ থেকে যে আয় পাওয়া যায় তার সমষ্টি থেকে GDP-পরিমাপ করার পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করলেন। এ ছাড়াও শিক্ষক GDP-তে যেসব বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয় না সেগুলো নিয়েও আলোচনা করলেন।

ক. CCA-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
খ. মোট জাতীয় আয় বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে শিক্ষক GDP-নির্ণয়ের কোন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. GDP-পরিমাপে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয় না বলে শিক্ষক ইঙ্গিত দিয়েছেন তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। আতিক যে ব্যাংকে চাকরি করেন সে ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। তা আদায় করতে না পেরে ব্যাংকটির অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এমনকি ব্যাংকটি তারল্য সংকটে পরে দেওলিয়া হওয়ার পথে। এ অবস্থা থেকে আতিকের ব্যাংক উত্তরণের জন্য সেহেলির ব্যাংকের সাহায্য চায়। সেহেলির ব্যাংক আর্থিকভাবে ও ঋণ আদায়ে সহযোগিতার মাধ্যমে আতিকের ব্যাংককে দেওলিয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সর্বশেষ ঋণদাতা বলা হয় কেন? – ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আতিকের ব্যাংকের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সেহেলির ব্যাংকটি দেশের অর্থনীতিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে – তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। আবুল মিয়া পড়াশোনা শেষ করে চাকরি না পেয়ে নিজ গ্রামে এসে পুকুরে মাছ চাষ ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করেন। এতে অল্পদিনেই তার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে। অন্যদিকে তার বন্ধু আশিক মিয়া পড়াশোনা শেষ করে একটি সার কারখানায় চাকরি নেন।

ক. সেবা কাকে বলে? ১
খ. দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আবুল মিয়ার কাজটি অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দুজনের কাজের খাতগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। মি. রবিন 'A'-দেশের নাগরিক। সে দেশের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম। এ দেশের দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র বিরাজমান থাকায় উন্নয়নের গতি অত্যন্ত মন্থর। মি. রবিন তার দেশে চাকরি না পেয়ে 'B' নামক দেশে চাকরির উদ্দেশ্যে যান। তিনি 'B' দেশে গিয়ে দেখেন সেখানে মাথাপিছু আয় অত্যন্ত বেশি। 'B' দেশের জনগণ ও অত্যন্ত দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞান সমৃদ্ধ।

ক. মৌসুমি বেকারত্ব কাকে বলে? ১
খ. কৃষিখাতে ছদ্মবেশী বেকারত্ব বিদ্যমান কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে মি. রবিনের দেশের অর্থনীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' ও 'B' দেশ দুটির অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

১১। নিচের ছকটি লক্ষ্য কর এবং নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাজেট	বাজেটে ব্যয়ের খাতসমূহ
A	প্রতিরক্ষা, জন প্রশাসন, শিক্ষা ও প্রযুক্তি ....
B	গৃহায়ন, মহিলা ও যুব উন্নয়ন ....

ক. মূল্য সংযোজন কর কী? ১
খ. চিনির উপর কেন আবগারী শুল্ক আরোপ করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাজেট 'A' এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাজেট 'B' কি উন্নয়নশীল দেশকে নির্দেশ করে? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা (রাজশাহী বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	গ	২	ঘ	৩	গ	৪	ক	৫	খ	৬	ক	৭	ঘ	৮	খ	৯	ঘ	১০	ক	১১	গ	১২	খ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	খ
	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	ক	২২	খ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	খ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ মি. মশিউর যে দেশে বসবাস করেন সে দেশের সমস্ত সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলোর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। উক্ত দেশের অর্থনীতির উপর সরকারি হস্তক্ষেপ নেই বললেই চলে। প্রত্যেক দ্রব্যের দাম ক্রেতা ও বিক্রেতার দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। তবে বাংলাদেশে ব্যক্তিগত মালিকানার পাশাপাশি সরকারি মালিকানাও স্বীকৃত।

ক. অধ্যাপক মার্শাল কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. অভাব পূরণে নির্বাচন করতে হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে মি. মশিউরের দেশে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মি. মশিউরের দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থ ব্যবস্থার পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০২ মি. আলম একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। তিনি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি মাসে ৫০,০০০ টাকা বেতন পান। তবে তিনি তার আয়ের পুরোটাই ভোগের জন্য ব্যয় করেন না। কিছু অংশ ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোনো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখেন।

ক. মানবিক সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভাকে অর্থনীতিতে কি সম্পদ বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে মি. আলম সাহেবের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অর্থ জমা রাখার ধারণাটি সমীকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধারণাটি কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে? তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা ও দক্ষতাকে মানবিক সম্পদ বলা হয়।

খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভাকে অর্থনীতিতে সম্পদ বলা যায় না।
সম্পদের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা। হস্তান্তরযোগ্যতা হলো হাত বদল বা মালিকানার পরিবর্তনের সুযোগ এবং বাহ্যিকতা হচ্ছে বাহ্যিক অস্তিত্ব থাকা। মানুষের প্রতিভার মতো অভ্যন্তরীণ গুণাবলির ক্ষেত্রে এর কোনোটাই নেই। এজন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভাকে অর্থনীতিতে সম্পদ বলা যায় না।

গ উদ্দীপকে মি. আলম সাহেবের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অর্থ জমা রাখার ধারণাটি সঞ্চয়কে নির্দেশ করে।
মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। ধরো, তোমার বাবা এক মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। নয় হাজার টাকা তোমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। এখানে তোমার বাবা এক হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের এ ধারণাটি সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়।
যেমন : $S = Y - C$ (যখন $Y > C$)
এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়।
ব্যক্তির সঞ্চয় নির্ভর করে মূলত আয়ের পরিমাণ, পারিবারিক দায়িত্ববোধ, দূরদৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুদের হারের উপর।
উদ্দীপকে মি. আলম প্রতি মাসে ৫০,০০০ টাকা বেতন পান। তবে তিনি তার আয়ের পুরোটাই ভোগের জন্য ব্যয় করেন না। কিছু অংশ ভবিষ্যতের কথা ভেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখেন। এই জমাকৃত অর্থকেই সঞ্চয় বলা হয়।

ঘ সঞ্চয় যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো :
আয়ের পরিমাণ : ব্যক্তির আয় যত বেশি হবে, তার সঞ্চয় করার ক্ষমতাও তত বেশি হবে। কম আয়ের ব্যক্তিরা সাধারণত দৈনন্দিন ব্যয় মেটাতেই ব্যস্ত থাকে। ফলে সঞ্চয় কম হয়।
পারিবারিক দায়িত্ববোধ : বড় পরিবার, সন্তানের লেখাপড়া, বিবাহ ইত্যাদির জন্য সঞ্চয় বাড়তে পারে। আবার কেউ কেউ এসব কারণে বেশি ব্যয় করায় সঞ্চয় কম করে।
দূরদৃষ্টি : যারা ভবিষ্যত নিয়ে বেশি চিন্তিত থাকে, তারা সাধারণত বেশি সঞ্চয় করে। চিকিৎসা, চাকরির অনিশ্চয়তা বা দুর্যোগের ভয় এক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।
সুদের হার : যদি ব্যাংকে বা সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার বেশি হয়, তাহলে মানুষ বেশি সঞ্চয় করতে উৎসাহী হয়।
সামাজিক নিরাপত্তা : মানুষ যদি মনে করে ভবিষ্যতে সমস্যা হতে পারে, তাহলে সে বেশি সঞ্চয় করার চেষ্টা করে। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বেশিহারে সঞ্চয় করে।
পরিশেষে বলা যায়, উল্লিখিত নির্ধারকগুলোর ওপর সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে।

প্রশ্ন ▸ ০৩ একটি পণ্যের চাহিদা সূচি নিম্নরূপ :

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (কেজি)
১০	৪৫
২০	৩০
৩০	১৫

ক. উপযোগ কী? ১
খ. অর্থনীতিতে ভোগ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচি থেকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের বা সেবার দ্বারা ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

খ প্রতিদিন আমরা ভাত, মাছ, কলম ঘড়ি, জামা-কাপড় ব্যবহার করি বা এগুলো আমরা ভোগ করি। এখানে ভোগ বলতে কিন্তু এগুলো নিঃশেষ করাকে বোঝায় না। কেননা আমরা কোনো জিনিস ধ্বংস বা নিঃশেষ করতে পারি না। আমরা শুধু দ্রব্যগুলো ব্যবহারের দ্বারা এর উপযোগ গ্রহণ করতে পারি। খেয়াল রাখতে হবে, অভাব মোচন ছাড়া অন্য কোনোভাবে দ্রব্যের উপযোগ ধ্বংস করা হলে তাকে ভোগ বলা হবে না। যেমন: আগুনে আমার কাপড় পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অতএব, অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচি থেকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো :

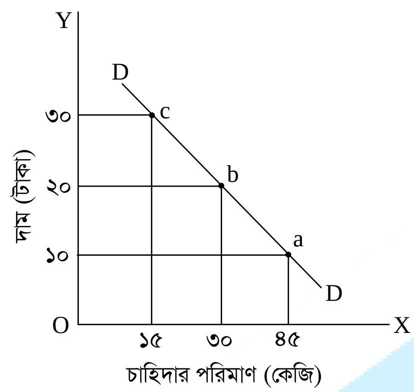

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন ১০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৪৫ কেজি। যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম বেড়ে ২০ ও ৩০ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ কমে যথাক্রমে ৩০ ও ১৫ কেজি হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দু b ও c। এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। উক্ত DD রেখাই উদ্দীপকের সূচি থেকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ উদ্দীপকে চাহিদা বিধিটি প্রকাশ পেয়েছে। এ বিধিটি সূচির আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো :

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। অর্থাৎ দামের সাথে চাহিদার এরূপ বিপরীত সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে ক্রেতার রুচি, অভ্যাস ও পছন্দের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ক্রেতার আয় ও বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকবে।

সূচিতে দেখা যায়, দাম যখন ১০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৪৫ কেজি। দাম বেড়ে যখন ২০ টাকা হয় তখন চাহিদার পরিমাণ কমে ৩০ কেজি হয়। দাম আরো বেড়ে যখন ৩০ টাকা হয় তখন চাহিদার পরিমাণ কমে ১৫ কেজি হয়।

সূচিতে লক্ষণীয় যে দাম বাড়ার সাথে সাথে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, যা চাহিদা বিধিকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ছকে চাহিদা বিধি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ নিম্নে একটি পণ্যের চাহিদা ও জোগান সূচি দেওয়া হলো–

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	জোগানের পরিমাণ (একক)
১০০	৬০	২০
২০০	৪০	৪০
৩০০	২০	৬০

ক. বাজার চাহিদা কাকে বলে? ১

খ. জোগান বিধিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সূচি থেকে একটি জোগান রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য পরিমাণ চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাজারে নির্দিষ্ট দামে সব ভোক্তার ব্যক্তিগত বা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ চাহিদার সমষ্টিকে বলা হয় বাজার চাহিদা।

খ দাম ও জোগানের সম্পর্ক সমমুখী। অর্থাৎ দাম যেদিকে পরিবর্তিত হয়, জোগানও সেদিকে পরিবর্তিত হয়।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত (যেমন : উপকরণ দাম ও প্রযুক্তি স্থির, স্বাভাবিক সময় বিবেচিত) থেকে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে জোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে জোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। দাম ও জোগানের এরূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে জোগান বিধি বলা হয়।

গ উদ্দীপকের সূচি থেকে একটি জোগান রেখা অঙ্কন করা হলো :

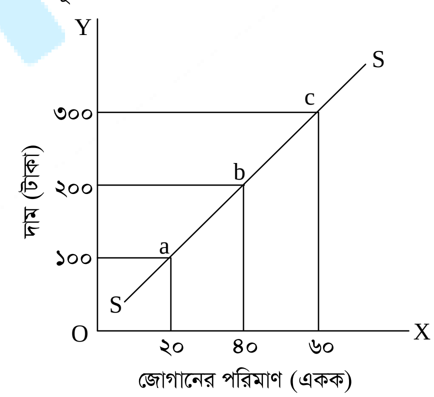

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) জোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম পরিমাপ করা হয়েছে। দাম যখন ১০০ টাকা তখন জোগানের পরিমাণ ২০ একক হয়। যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম বেড়ে ২০০ ও ৩০০ টাকা হলে জোগানের পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ৪০ ও ৬০ একক হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b ও c। এখন a, b ও c বিন্দু যোগ করে SS রেখা পাওয়া যায়। উক্ত SS রেখাই উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত জোগান রেখা।

ঘ উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী রেখাচিত্র অঙ্কন করে বাজার ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

যে দামে চাহিদা ও জোগান সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে। ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা-বেচা হয় তাকে ভারসাম্য পরিমাণ বলে।

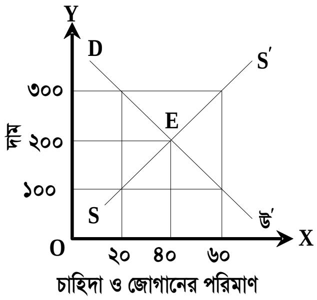

চিত্র : বাজার ভারসাম্য

চিত্রে DD′ ও SS′ হলো যথাক্রমে বিবেচ্য চাহিদা ও জোগান রেখা। প্রথম অবস্থায় দ্রব্যের দাম ১০০ টাকা হলে এর চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ৬০ একক ও ২০ একক। এখানে চাহিদার পরিমাণ বেশি কিন্তু দ্রব্যের জোগান কম। তাই এক্ষেত্রে দাম বাড়বে। আবার, দাম যখন ৩০০ টাকা তখন চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ২০ একক ও ৬০ একক। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় জোগান বেশি। তাই, এক্ষেত্রে দাম কমবে। কিন্তু দাম যখন ২০০ টাকা তখন চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ একই অর্থাৎ ৪০ একক যা E বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হওয়ায় E বিন্দুতে বাজার ভারসাম্য অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ হবে যথাক্রমে ২০০ টাকা ও ৪০ একক।

প্রশ্ন ▶ ০৫ আরিফ বান্দরবানে একজন ফার্নিচার ব্যবসায়ী। তিনি কাঠ দিয়ে বিভিন্ন ফার্নিচার তৈরি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। সেখানে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায় বিধায় ফার্নিচারের দাম খুবই কম। তাঁর বন্ধু মামুন তাকে পরামর্শ দিলেন, স্থানীয় বাজারে ফার্নিচার বিক্রি না করে ঢাকায় নিয়ে বিক্রির জন্য। এতে ফার্নিচারের ভালো দাম পাওয়া যাবে।

ক. ভূমি কাকে বলে? ১

খ. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. আরিফের কাজটিতে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর মামুনের পরামর্শটি সঠিক ছিল? যুক্তিসহ মূল্যায়ন কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদই ভূমি।

খ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটি আরো বাড়ালে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। উপকরণ ব্যবহারের সাথে উৎপাদন বাড়ার এ নিয়মকে অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। সাধারণত কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে এই বিধিটি কার্যকর হয়।

গ আরিফের কাজটিতে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

কোনো দ্রব্যকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করার মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন- গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের দাম গ্রামাঞ্চলে কম কিন্তু শহরাঞ্চলে বেশি। তাই এসব দ্রব্যাদি গ্রাম থেকে শহরে এনে বিক্রি করলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এভাবে দ্রব্যাদি স্থানান্তরের ফলে সৃষ্ট যে উপযোগের সৃষ্টি হয় সেটি স্থানগত উপযোগ।

উদ্দীপকে আরিফ বান্দরবানে একজন ফার্নিচার ব্যবসায়ী। তিনি কাঠ দিয়ে বিভিন্ন ফার্নিচার তৈরি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। স্থানীয় বাজারে ফার্নিচারের দাম কম থাকায় ঢাকায় এনে বেশি দামে বিক্রি করেন। মূলত স্থান পরিবর্তন করার কারণে তার লাভ বেশি হয়েছে। তাই বলা যায়, আরিফের কাজটিতে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, মামুনের পরামর্শটি সঠিক ছিল।

কোনো কোনো দ্রব্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করলে তার উপযোগ বাড়ে। স্থানীয় বাজারের ফার্নিচার ঢাকায় এনে বিক্রি করায় এখানে ফার্নিচারের উপযোগ বেড়েছে।

উদ্দীপকের আরিফ বান্দরবানে একজন ফার্নিচার ব্যবসায়ী। তিনি কাঠ দিয়ে ফার্নিচার তৈরি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। সেখানে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায় বিধায় ফার্নিচারের দাম খুবই কম। তাঁর বন্ধু মামুন তাকে পরামর্শ দিলেন, স্থানীয় বাজারে ফার্নিচার বিক্রি না করে ঢাকায় নিয়ে বিক্রির জন্য। এতে ফার্নিচারের ভালো দাম পাওয়া যাবে। আরিফ ফার্নিচারের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করেন। অর্থনৈতিক দ্রব্যসমূহ সবস্থানে ও সব সময় উৎপাদিত হয় না। তাই এক স্থানের উৎপাদিত দ্রব্য অন্য স্থানে বিক্রি করার মাধ্যমে উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। এরফলে ঐ এলাকার জনগণের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়। পাশাপাশি দ্রব্যের বেশি দাম পাওয়া যায়। এটি আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক। আয় বৃদ্ধির ফলে তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হয়। এছাড়া দেশের অর্থনীতি উন্নয়নেও ভূমিকা রাখতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, মামুনের পরামর্শটি সঠিক ছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৬

বাজার (A)	বাজার (B)
১. অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা	১. একজন মাত্র বিক্রেতা ও অসংখ্য ক্রেতা
২. দ্রব্যগুলো সমজাতীয়	২. পরিবর্তক দ্রব্য নেই
৩. দাম নির্দিষ্ট	৩. বিক্রেতা দাম ও জোগান নিয়ন্ত্রণ করে

ক. অলিগোপলি বাজার কাকে বলে? ১

খ. একচেটিয়া বাজারে নতুন ফার্মের প্রবেশ বন্ধ– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'বাজার-A' দ্বারা কোন বাজারকে নির্দেশ করে? – ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাজার 'A' ও বাজার 'B' এর মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৭ দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের অর্থনীতি শিক্ষকের কাছে GDP-পরিমাপ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে, শিক্ষক উত্তরে বললেন আমরা বিভিন্ন উপায়ে GDP-পরিমাপ করতে পারি। এর মধ্যে উৎপাদনের উপকরণসমূহ থেকে যে আয় পাওয়া যায় তার সমষ্টি থেকে GDP-পরিমাপ করার পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করলেন। এ ছাড়াও শিক্ষক GDP-তে যেসব বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয় না সেগুলো নিয়েও আলোচনা করলেন।

ক. CCA-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. মোট জাতীয় আয় বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে শিক্ষক GDP-নির্ণয়ের কোন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. GDP-পরিমাপে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয় না বলে শিক্ষক ইঙ্গিত দিয়েছেন তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক CCA-এর পূর্ণরূপ হলো Capital Consumption Allowance.

খ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় বলে। মোট দেশজ উৎপাদনের সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করে মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায়। নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগফলকে বুঝায়।

গ উদ্দীপকে শিক্ষক GDP নির্ণয়ের আয় পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আয় পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয় হলো উৎপাদন কাজে নিয়োজিত উৎপাদনের উপাদানগুলো একটি অর্থবছরে তাদের পারিতোষিক হিসেবে যে অর্থ আয় করে তার সমষ্টি। উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলো হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। অতএব একটি দেশ কোনো এক বছরে এসব উপাদানের আয়ের (যথাক্রমে মোট খাজনা, মোট মজুরি, মোট সুদ ও মোট মুনাফা) যোগফলকে আয় পদ্ধতি অনুযায়ী সামগ্রিক আয় বলা হয়। অর্থাৎ $Y = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi$ সমীকরণটি জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। যেখানে r, w, i ও π হলো যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা; $\sum$ সমষ্টি।

উদ্দীপকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের অর্থনীতি শিক্ষকের কাছে GDP পরিমাপ করতে পারি। এর মধ্যে উৎপাদনের উপকরণসমূহ থেকে যে আয় পাওয়া যায় তার সমষ্টি থেকে GDP পরিমাপ করার পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করলেন। এটি মূলত জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতির সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, শিক্ষক GDP নির্ণয়ের আয় পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ঘ GDP পরিমাপে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয় না বলে শিক্ষক ইঙ্গিত দিয়েছেন তা আমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো :

১. **মূলধনী লাভ-ক্ষতি :** সময়ের পরিবর্তনে জাতীয় সম্পদের বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে লাভ বা ক্ষতি হতে পারে। এ লাভ-ক্ষতি জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না।

২. **মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা :** জাতীয় আয় গণনার সময় শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচিত হয়। কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যের ভেতরেই মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই জাতীয় আয় গণনায় মাধ্যমিক দ্রব্য বিবেচিত হয় না। মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য এক্ষেত্রে দ্বৈত গণনা সমস্যা দেখা দেয়।

৩. **বিনামূল্যে ব্যবহৃত দ্রব্য ও সেবা :** অর্থনীতিতে এমন কিছু দ্রব্য ও সেবা রয়েছে যেগুলো বাজারের মাধ্যমে বেচা-কেনা হয় না। যেমন– মা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন, গায়ক কর্তৃক বন্ধুদের গান শোনানো প্রভৃতি।

৪. **অতীতে উৎপাদিত দ্রব্য ও লেনদেন বিবেচ্য নয় :** যে বছরের GDP গণনা করা হয়, তার পূর্বের কোনো বছরের উৎপাদন ঐ আলোচ্য বছরের মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন– পুরাতন গাড়ি, পুরাতন ফ্ল্যাট ক্রয়, স্টক, বন্ড, কাগজ লেনদেন ইত্যাদি।

৫. **সরকারি ঋণের সুদ :** সরকারি ঋণের বিপরীতে যে সুদ দেওয়া হয় তা GDP এর অন্তর্ভুক্ত হয় না।

৬. **বেআইনি কাজ :** বেআইনি কাজ থেকে প্রাপ্ত আয় জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। যেমন– চুরি বা ঘুসের টাকা।

প্রশ্ন ▶ ০৮ আতিক যে ব্যাংকে চাকরি করেন সে ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। তা আদায় করতে না পেরে ব্যাংকটির অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এমনকি ব্যাংকটি তারল্য সংকটে পরে দেওলিয়া হওয়ার পথে। এ অবস্থা থেকে আতিকের ব্যাংক উত্তরণের জন্য সেহেলির ব্যাংকের সাহায্য চায়। সেহেলির ব্যাংক আর্থিকভাবে ও ঋণ আদায়ে সহযোগিতার মাধ্যমে আতিকের ব্যাংককে দেওলিয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সর্বশেষ ঋণদাতা বলা হয় কেন? – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আতিকের ব্যাংকের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সেহেলির ব্যাংকটি দেশের অর্থনীতিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে – তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থ সরকারি আইন দ্বারা পরিচালিত তাই বিহিত অর্থ।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ প্রাপ্তির সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ কখনও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকটাপন্ন ব্যাংকসমূহের নির্দিষ্ট জামানতের বিপরীতে ও বিভিন্ন ঋণপত্রের বিপরীতে ঋণ প্রদান করে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সর্বশেষ ঋণদাতা বলা হয়।

গ আতিকের ব্যাংকটি হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক।

যে ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত তিন ধরনের আমানত সংগ্রহ করে। যথা : চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আতিক যে ব্যাংকে চাকরি করেন সে ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। তা আদায় করতে না পেরে ব্যাংকটির অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এমনকি ব্যাংকটি তারল্য সংকটে পরে দেওলিয়া হওয়ার পথে। যা মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, আতিকের ব্যাংকটি হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সেহেলির ব্যাংকটি তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এ ব্যাংক নোট ও মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার মান সংরক্ষণ, মুদ্রাবাজার সংগঠন ও পরিচালনা এবং সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা ও ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকে সেহেলির ব্যাংক আর্থিকভাবে ও ঋণ আদায়ে সহযোগিতার মাধ্যমে আতিকের ব্যাংককে দেওলিয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। যা মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ নির্দেশ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ, বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঋণের স্বল্পতা ও আধিক্য উভয়ই ক্ষতিকর। কোনো

দেশের অর্থনীতিতে ঋণের আধিক্য হলে মুদ্রাস্ফীতি হয়। আর ঋণের স্বল্পতার জন্য মুদ্রা সংকোচন ঘটে। এসব সমস্যা যাতে না ঘটে সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। আবার বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য আনয়ন ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এ ব্যাংক সরকারের পক্ষ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক উপরিউক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ আবুল মিয়া পড়াশোনা শেষ করে চাকরি না পেয়ে নিজ গ্রামে এসে পুকুরে মাছ চাষ ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করেন। এতে অল্পদিনেই তার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে। অন্যদিকে তার বন্ধু আশিক মিয়া পড়াশোনা শেষ করে একটি সার কারখানায় চাকরি নেন।

ক. সেবা কাকে বলে? ১

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আবুল মিয়ার কাজটি অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দুজনের কাজের খাতগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১০ মি. রবিন 'A'-দেশের নাগরিক। সে দেশের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম। এ দেশের দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বিরাজমান থাকায় উন্নয়নের গতি অত্যন্ত মন্থর। মি. রবিন তার দেশে চাকরি না পেয়ে 'B' নামক দেশে চাকরির উদ্দেশ্যে যান। তিনি 'B' দেশে গিয়ে দেখেন সেখানে মাথাপিছু আয় অত্যন্ত বেশি। 'B' দেশের জনগণ ও অত্যন্ত দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞান সমৃদ্ধ।

ক. মৌসুমি বেকারত্ব কাকে বলে? ১

খ. কৃষিখাতে ছদ্মবেশী বেকারত্ব বিদ্যমান কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে মি. রবিনের দেশের অর্থনীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' ও 'B' দেশ দুটির অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১১ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাজেট	বাজেটে ব্যয়ের খাতসমূহ
A	প্রতিরক্ষা, জন প্রশাসন, শিক্ষা ও প্রযুক্তি ....
B	গৃহায়ন, মহিলা ও যুব উন্নয়ন ....

ক. মূল্য সংযোজন কর কী? ১

খ. চিনির উপর কেন আবগারী শুল্ক আরোপ করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাজেট 'A' এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাজেট 'B' কি উন্নয়নশীল দেশকে নির্দেশ করে? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে যে মূল্য সংযোজিত হয় তার ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে যে কর আরোপ করা হয়, তাই হলো VAT (Value Added Tax)।

খ চিনির উপর আবগারী শুল্ক আরোপ করা হয় মূলত জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং সরকারের রাজস্ব আয়ের জন্য।

অতিরিক্ত চিনি গ্রহণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ পড়ে, ফলে সামাজিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। শুল্ক আরোপের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব বাড়ে এবং মানুষের চিনি ব্যবহারে নিরুৎসাহ সৃষ্টি হয়। এতে একদিকে রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়, অন্যদিকে স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস পায়।

গ উদ্দীপকের আলোকে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাজেট 'A' তথা চলতি বা অ-উন্নয়ন বাজেটের গুরুত্ব অপরিসীম।

যে বাজেটে সরকারের চলতি আয় ও চলতি ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়, তাকে চলতি বাজেট বলে। চলতি আয় সংগৃহীত হয় কর রাজস্ব ও করবহির্ভূত রাজস্ব হতে। কর রাজস্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : মূল্য সংযোজন কর, আয়কর, সম্পত্তি কর ও ভূমি রাজস্ব ইত্যাদি। করবহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ ও মুনাফা, ঋণের সুদ ইত্যাদি। বাজেটের এ অর্থ ব্যয় হয় সরকারের প্রশাসনিক কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও দেশ রক্ষার জন্য। এ বাজেটের ব্যয়ের খাতগুলো যেমন– শিক্ষা, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উদ্দীপকে বাজেট 'A'-তে প্রতিক্রিয়া, জনপ্রশাসন, শিক্ষা ও প্রযুক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। যা চলতি বাজেটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। চলতি বাজেট একটি দেশের আর্থিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে সরকারের আয়-ব্যয়, করনীতি ও উন্নয়ন খাতের অগ্রাধিকার নির্ধারিত হয়। জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি দারিদ্র্য হ্রাসে বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা, জনপ্রশাসন ইত্যাদি খাতের উন্নয়নে এ বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ বাজেট 'B' তথা মূলধন বাজেট উন্নয়নশীল দেশকে নির্দেশ করে।

সরকারের মূলধন আয় ও ব্যয়ের হিসাব যে বাজেটে দেখানো হয় তাকে মূলধন বা উন্নয়ন বাজেট বলে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের ও জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস হতে অর্থসংস্থান করে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়– কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, মহিলা ও যুব উন্নয়ন, পরিবহণ ও যোগাযোগ, পল্লি উন্নয়ন ও গৃহায়ণ ইত্যাদি খাতে সরকার ব্যয় করে থাকে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন।

উদ্দীপকের 'B' বাজেটে গৃহায়ণ, মহিলা ও যুব উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এছাড়াও উন্নয়নশীল দেশের সরকার কৃষি ও শিল্প, স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন, পানিসম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শ্রম ও জনশক্তি, অন্যান্য খাতেও অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এখনো পুরোপুরিভাবে অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। তাই মূলধন বাজেট প্রণয়ন করে। সুতরাং বলা যায়, বাজেট 'B' উন্নয়নশীল দেশকে নির্দেশ করে।

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. ব্যক্তি জীবন ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য নিচের কোনটি অপরিহার্য?
ক শ্রম খ মূলধন গ স্বাস্থ্য ঘ শিক্ষা

২. EPZ-এর পূর্ণরূপ–
ক Export Promotion Zone খ Export Producing Zone
গ Export Performence Zone ঘ Export Processing Zone

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'X' তার জমিতে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার ফলে অধিক ফসল উৎপাদন করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করে। সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সে একটি হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করেন। এ কারখানায় কিছু সংখ্যক নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

৩. উদ্দীপকে অর্থনীতির যে খাতের ইঙ্গিত করা হয়েছে তার উপখাত কয়টি?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৪. উদ্দীপকে 'X' এর হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনের ফলে–
i. উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ii. বেকারত্ব হ্রাস পাবে
iii. জিডিপি বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. কোন বাজারে ফার্ম ও শিল্প একই?
ক পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার খ অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
গ একচেটিয়া বাজার ঘ অলিগোপালি বাজার

৬. একটি দ্রব্য বার বার ভোগ করলে মোট উপযোগ কেমন হয়?
ক বৃদ্ধি পায় খ হ্রাস পায়
গ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায় ঘ ক্রমহ্রাসমান হারে হ্রাস পায়

৭. কোন বাজেটে কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে পর্যাপ্ত আয় সংগ্রহ করা হয়?
ক চলতি বাজেট খ অসম বাজেট গ সুষম বাজেট ঘ মূলধন বাজেট

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ফিরোজ ছোটবেলা থেকে কঠোর পরিশ্রম করে। সে তার বুদ্ধি, যোগ্যতা, দক্ষতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা দ্বারা নিজেকে অনেক সম্পদশালী করেছে। এখন তার আর কোনো কিছুরই অভাব নেই।

৮. ফিরোজের বুদ্ধি, যোগ্যতা, দক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ইত্যাদি কোন সম্পদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক প্রাকৃতিক সম্পদ খ মানবিক সম্পদ
গ উৎপাদিত সম্পদ ঘ ব্যক্তিগত সম্পদ

৯. ফিরোজের উক্ত সম্পদকে যেসব বৈশিষ্ট্যের অভাবে অর্থনীতিতে সম্পদ বলা যায় না তা হলো–
i. হস্তান্তরযোগ্যতা
ii. বাহ্যিকতা
iii. অপ্রাচুর্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. নারীদের স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নে কোন সংস্থা কাজ করে?
ক আশা খ ব্র্যাক গ প্রশিকা ঘ শক্তি ফাউন্ডেশন

১১. কোনো দ্রব্যের চাহিদা কীসের উপর নির্ভর করে?
ক যোগান খ দাম
গ উৎপাদন ঘ ভোক্তার আয় ও রুচি

১২. কোন ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের 'নিকাশ ঘর' হিসেবে কাজ করে?
ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ শিল্প ব্যাংক ঘ সমবায় ব্যাংক

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' বিএ পাস করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। সেখানে ভালো না লাগায় চাকরি ছেড়ে দেন। কিছু দিন বেকার থাকার পর স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পোলট্রি খামার স্থাপন করেন।

১৩. 'ক' এর বেকারত্বের ধরন নিচের কোনটি?
ক মৌসুমী বেকারত্ব খ ছদ্মবেশী বেকারত্ব
গ সাময়িক বেকারত্ব ঘ প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব

১৪. খামারটি স্থাপনের মাধ্যমে–
i. জিডিপি বৃদ্ধি পাবে ii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে iii. মূলধন গঠন হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. বাণিজ্যবাদের উদ্ভব হয় কোন দেশে?
ক ইংল্যান্ডে খ জার্মানিতে গ আমেরিকায় ঘ অস্ট্রিয়ায়

১৬. বাসনপত্র ও স্যানিটারি দ্রব্য তৈরিতে কী ব্যবহার করা হয়?
ক প্রাকৃতিক গ্যাস খ চীনামাটি গ চুনাপাথর ঘ কয়লা

১৭. জমির জন্য প্রাপ্ত আয়কে কী বলে?
ক মজুরি খ সুদ গ খাজনা ঘ মুনাফা

১৮. কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে কী বলা হয়?
ক যোগান খ চাহিদা গ ভোক্তা ঘ ভোগ

১৯. দামের সাথে চাহিদার সম্পর্ক কেমন?
ক একমুখী খ সমমুখী গ ঘনিষ্ঠ ঘ বিপরীতমুখী

২০. নিচের কোনটি অ-প্রকাশ্য ব্যয়?
ক বাড়িভাড়া খ অফিস স্থাপন গ মূলধনের সুদ ঘ কাঁচামাল ক্রয়

২১. GDP-এর নির্ধারক নয় কোনটি?
ক প্রযুক্তি খ সংগঠন গ ভূমি ঘ সচলতা

২২. দ্রব্য বিনিময় প্রথায় অসুবিধা হলো–
i. সঞ্চয়ের অসুবিধা ii. অভাবের অমিল iii. দ্রব্য বিভাজনে অসুবিধা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. গ্রীষ্মকালের আম আশ্বিন মাসে বিক্রি করলে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হবে?
ক সময়গত উপযোগ খ মালিকানাগত উপযোগ
গ স্থানগত উপযোগ ঘ সেবাগত উপযোগ

২৪. উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের অভাব হয় কেন?
ক মাথাপিছু আয় কম বলে খ অধিক জনসংখ্যার কারণে
গ অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থার ফলে ঘ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে

২৫. জিডিপি গণনা করতে প্রয়োজন হয়–
i. একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানা ii. চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য
iii. মূলধনী লাভ-ক্ষতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. মোট দেশজ উৎপাদনের নির্ধারক কয়টি?
ক ৩টি খ ৪টি গ ৫টি ঘ ৬টি

২৭. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর না হওয়ার সমর্থনযোগ্য কারণ–
i. ভোক্তার আয় ও রুচির পরিবর্তন হলে ii. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না হলে
iii. দ্রব্যের দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান না হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত কোনটি?
ক সিমেন্ট শিল্প খ প্লাস্টিক শিল্প গ চামড়া শিল্প ঘ পোশাক শিল্প

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'X' দেশের ২০২২–২০২৩ সালের সম্ভাব্য আয়-ব্যয় নিম্নরূপ :
ভোগ = ৫০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ = ২,০০০ কোটি টাকা, সরকারি ব্যয় = ১,০০০ কোটি টাকা, রপ্তানি আয় = ৩,০০০ কোটি টাকা, আমদানি ব্যয় = ১,২০০ কোটি টাকা।

২৯. 'X' দেশের মোট দেশজ উৎপাদন কত হবে?
ক ৪,৫০০ কোটি টাকা খ ৫,১০০ কোটি টাকা
গ ৫,৩০০ কোটি টাকা ঘ ৫,৫০০ কোটি টাকা

৩০. 'X' দেশের রপ্তানি আয় যদি আরো ২,০০০ কোটি টাকা বেশি হয় তবে ঐ দেশের–
i. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে ii. জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে
iii. সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। আবির ভ্রমণের উদ্দেশ্যে 'A' দেশে গেলো। সেখানো সে লক্ষ করলো 'A' দেশের সকল সম্পদের মালিক সরকার এবং বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা নেই। অথচ তার দেশে নাগরিকগণ সরকারের পাশাপাশি সম্পদের মালিক। তাছাড়া নাগরিকগণ দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। প্রয়োজনে সরকার কোনো দ্রব্যের উৎপাদন কিংবা ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ক. অধ্যাপক মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় আয় বৈষম্য সৃষ্টি হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আবিরের দেশের অর্থব্যবস্থাকে কি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলা যায়? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। রাফাত সাহেব একজন ডাক্তার। তিনি একটি হাসপাতালে কর্মরত আছেন। কিন্তু অবসর সময়ে তিনি শখের বশে ফুটবল, ক্রিকেট, দাবা খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

ক. উপযোগ কী? ১

খ. নদীর পানিকে কি অবাধলভ্য দ্রব্য বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাফাত সাহেবের **১ম** কাজটি অর্থনীতিতে কী হিসাবে পরিচিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাফাত সাহেবের **১ম** কাজ ও অবসর সময়ে যে কাজগুলো করেন তার মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি? মতামত দাও। ৪

৩। নিচে একটি পণ্যের চাহিদাসূচি দেওয়া হলো :

প্রতি একক পণ্যের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
15	10
10	15
05	20

ক. ভোক্তা কাকে বলে? ১

খ. ভারসাম্য দাম কীভাবে নির্ধারিত হয়? ২

গ. উপরের সূচি থেকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দাম ও চাহিদার সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। **ঘটনা-১ :** 'ক' ব্যক্তি একজন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি ধানের মৌসুমে প্রচুর ধান ক্রয় করেন এবং কয়েক মাস পর বেশি দামে বিক্রি করে লাভবান হন।

ঘটনা-২ : 'খ' ব্যক্তির একটি গরুর খামার আছে। তিনি তার খামারে শ্রমিকদের কাজ তদারকি ও সমন্বয় সাধনসহ বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি বহন করেন। দক্ষ পরিচালনার কারণে তিনি গরুর খামারের পাশাপাশি হাঁস-মুরগির খামারও গড়ে তোলেন।

ক. শ্রম কাকে বলে? ১

খ. বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়া কোন ধরনের উপকরণ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ 'ক' ব্যক্তির কাজ কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এর 'খ' ব্যক্তিকে অর্থনীতির ভাষায় আমরা কী বলতে পারি– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। **দৃশ্যকল্প-১ :** করিম মিয়া তরমুজ কিনতে বাজারে গিয়ে দেখলো, অনেক ব্যবসায়ী তরমুজ বিক্রি করছে এবং ক্রেতার সংখ্যাও অনেক। তিনি কয়েকটি দোকান যাচাই করে নিজের পছন্দমতো তরমুজ ক্রয় করলেন।

দৃশ্যকল্প-২ : নীরা বেগম দোকানে নুডুলসের পরিবর্তে অন্য কোম্পানির নুডুলস চাইলে বিক্রেতা বলেন, আপনার ধারণা সঠিক নয়। আসলে এর মধ্যে গুণগত ও বাহ্যিক কিছু পার্থক্য আছে।

ক. বাজার কাকে বলে? ১

খ. মাংসের বাজার অঞ্চলভেদে কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ করিম মিয়ার ক্রয়কৃত পণ্যটি কোন বাজারের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর বাজার অর্থনীতিতে কোন ধরনের বাজারকে নির্দেশ করে? উক্ত বাজারের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। মি. 'X' **১৫** বছর যাবৎ মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে কর্মরত। তিনি প্রতি মাসে তার আয়ের বেশ কিছু অংশ দেশে পাঠান। অন্যদিকে মি. 'Y' মালয়েশিয়ার একজন নাগরিক। তিনি বাংলাদেশে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। প্রতিমাসে তিনিও তার দেশে টাকা পাঠান।

ক. GDP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. 'X' এর অর্থ প্রেরণ আমাদের জাতীয় আয় পরিমাপে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. 'Y' এর আয় কি বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করবে? তোমার মতামত দাও। ৪

৭। ভূমিহীন শেফালী বেগম একটি গাভি কিনতে চান। তাই তিনি ঋণের জন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যান। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বলেন যে, তারা জামানত ছাড়া কোনো ঋণ প্রদান করেন না। তিনি তাকে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের যাওয়ার পরামর্শ দেন। যেটি কোনো জামানত ছাড়াই ঋণ প্রদান করে থাকে। সেখান থেকে তিনি বিনা জামানতে ঋণ গ্রহণ করে এবং গাভি ক্রয় করেন। যার ফলে তার আয়ের ব্যবস্থা হয়।

ক. কাগজি মুদ্রা কাকে বলে? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সর্বশেষ ঋণদাতা বলা হয় কেন? ২

গ. শেফালী বেগম প্রথম যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলেন তা কোন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ২য় আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। কৃষক বাদশা মিয়া পেঁয়াজ চাষের জন্য ট্রাক্টর, সার, কীটনাশক ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে পেঁয়াজ উৎপাদন বহুগুণ বেড়েছে। অপরদিকে শফিক মিয়া তার উৎপাদিত চিনি বাজারজাতকরণে প্লাস্টিক ব্যাগের পরিবর্তে পাটের ব্যাগ ব্যবহার করছেন।

ক. শিল্প কী? ১

খ. আমাদের দেশে পুঁজি গঠনের হার কম কেন? ২

গ. বাদশা মিয়ার কাজের খাতটিকে অর্থনীতির ভাষায় কী বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাদশা মিয়া ও শফিক মিয়ার খাত দুটি পারস্পরিক নির্ভরশীল– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। ডলি বেগম একটি গার্মেন্টেস কারখানায় চাকরি করতেন। তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাকরি ছেড়ে দেন এবং দুই মাস পর একটি কুটিরশিল্প গড়ে তোলেন এবং তা থেকেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি একদিন টিভি চ্যানেলে দেখেন তার দেশের গড় জাতীয় আয় দিন দিন বাড়ছে। ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মানও ক্রমান্বয়ে উন্নত হচ্ছে।

ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী? ১

খ. মৌসুমি বেকারত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ডলি বেগমকে কোন ধরনের বেকার বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ডলির দেশটি উন্নয়নের কোন পর্যায়ের দেশ তা উল্লেখ করে এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। ৪

১০। রিপা নির্ধারিত দামের দোকান থেকে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ কেনে। মূল্য পরিশোধের সময় ভ্যানিটি ব্যাগের গায়ে লেখা মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। কারণ জানতে চাইলে বিক্রয়কর্মী বলেন, বাড়তি মূল্যটি এক ধরনের কর। রিপার বাবা একজন ডাক্তার। রিপা বাসায় এসে বাবাকে সব ঘটনা বললে বাবা বলেন, তিনিও সরকারকে কর দেন।

ক. আমদানি শুল্ক কী? ১

খ. মূলধন বাজেট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রিপা যে অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রিপার বাবা সরকারকে যে কর দেন তা সরকারের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ছক-১	ছক-২
কাঁচামাল	নদ-নদী
কলকারখানা	খনিজ সম্পদ
স্বাস্থ্যকেন্দ্র	বনভূমি

ক. দ্রব্য কী? ১

খ. সুযোগ ব্যয় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ছক-১ এর কোন ধরনের সম্পদকে নির্দেশ করে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ছক-২ এর নির্দেশিত সম্পদের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৪

উত্তরমালা (কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ঘ	২	ঘ	৩	গ	৪	ঘ	৫	গ	৬	গ	৭	ক	৮	খ	৯	ক	১০	ঘ	১১	খ	১২	ক	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ক
	১৬	খ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	খ	২১	খ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	ক	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ঘ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ আবির ভ্রমণের উদ্দেশ্যে 'A' দেশে গেলো। সেখানো সে লক্ষ করলো 'A' দেশের সকল সম্পদের মালিক সরকার এবং বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা নেই। অথচ তার দেশে নাগরিকগণ সরকারের পাশাপাশি সম্পদের মালিক। তাছাড়া নাগরিকগণ দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। প্রয়োজনে সরকার কোনো দ্রব্যের উৎপাদন কিংবা ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ক. অধ্যাপক মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় আয় বৈষম্য সৃষ্টি হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আবিরের দেশের অর্থব্যবস্থাকে কি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলা যায়? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০২ রাফাত সাহেব একজন ডাক্তার। তিনি একটি হাসপাতালে কর্মরত আছেন। কিন্তু অবসর সময়ে তিনি শখের বশে ফুটবল, ক্রিকেট, দাবা খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

ক. উপযোগ কী? ১

খ. নদীর পানিকে কি অবাধলভ্য দ্রব্য বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাফাত সাহেবের ১ম কাজটি অর্থনীতিতে কী হিসাবে পরিচিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাফাত সাহেবের ১ম কাজ ও অবসর সময়ে যে কাজগুলো করেন তার মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি? মতামত দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের বা সেবার দ্বারা ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

খ হ্যাঁ, নদীর পানিকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলা যায়।

নদীর পানি অবাধে পাওয়া যায় এবং এর জোগান সীমাহীন। একারণে নদীর পানিকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলা হয়।

যে সমস্ত দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলে। এসব দ্রব্য প্রকৃতিতে অবাধে পাওয়া যায় এবং এর জোগান থাকে সীমাহীন। যেমন– আলো, বাতাস, নদীর পানি ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রাফাত সাহেবের ১ম কাজটি অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে পরিচিত।

মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য যে কাজ করে তাই অর্থনৈতিক কাজ। অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবন ধারণের জন্য তা ব্যয় করে। যেমন– শ্রমিকরা কলকারখানায় কাজ করে, কৃষকরা জমিতে কাজ করে, ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করে, শিল্পপতিরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এগুলো সবই অর্থনৈতিক কাজ। তবে কোনো অবৈধ কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা হলে তা অর্থনৈতিক কাজ বলে বিবেচিত হবে না। যেমন– চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চোরাচালান ইত্যাদি।

উদ্দীপকে রাফাত সাহেব একজন ডাক্তার। তিনি একটি হাসপাতালে কর্মরত আছেন। এটি তার পেশা; এর বিনিময়ে সে অর্থ পায়। এই অর্থ জীবনধারণের জন্য ব্যয় করেন। যা অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, রাফাত সাহেবের ১ম কাজটি অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে পরিচিত।

ঘ হ্যাঁ, রাফাত সাহেবের ১ম কাজ তথা অর্থনৈতিক কাজ ও অবসর সময়ে যে কাজগুলো তথা অ-অর্থনৈতিক কাজ করেন তার মাঝে পার্থক্য আছে।

মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য যেসব কাজ করে থাকে তাদেরকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা– অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি। অর্থের বিনিময়ে যে কাজ করে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে। অন্যদিকে, যেসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না তাদেরকে অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে।

উদ্দীপকে রাফাত সাহেব একজন ডাক্তার। তিনি একটি হাসপাতালে কর্মরত আছেন। এই কাজের বিনিময়ে তিনি অর্থ উপার্জন করেন। তার এই কাজটি অর্থনৈতিক কাজ। কিন্তু অবসর সময়ে তিনি শখের বশে ফুটবল, ক্রিকেট, দাবা খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এর মাধ্যমে কোনো অর্থ উপার্জন হয় না। তার এই কাজগুলো অ-অর্থনৈতিক কাজ।

সুতরাং বলা যায়, রাফাত সাহেবের ১ম কাজ এবং অবসর সময়ের কাজের মাঝে পার্থক্য আছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ নিচে একটি পণ্যের চাহিদাসূচি দেওয়া হলো :

প্রতি একক পণ্যের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
15	10
10	15
05	20

ক. ভোক্তা কাকে বলে? ১

খ. ভারসাম্য দাম কীভাবে নির্ধারিত হয়? ২

গ. উপরের সূচি থেকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে দাম ও চাহিদার সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো অবাধ সহজলভ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য সব দ্রব্য ভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে ভোক্তা বলে।

খ যে দামে দ্রব্যটির চাহিদা ও জোগান সমান হয়, তাকে ভারসাম্য দাম বলে।

বাজারের একটি সাধারণ দৃশ্য হলো ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যের দাম নিয়ে দর-কষাকষি করা। ক্রেতা চেষ্টা করে সর্বনিম্ন দামে দ্রব্যটি ক্রয় করতে। আবার, বিক্রেতা চেষ্টা করে সর্বোচ্চ দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করতে। ক্রেতা-বিক্রেতার দর-কষাকষির ফলে এমন একটি দামে দ্রব্যটি ক্রয়-বিক্রয় হয়, যেখানে চাহিদা ও জোগান পরস্পর সমান। এভাবেই একটি পণ্যের ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয়।

গ উপরের সূচির আলোকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো :

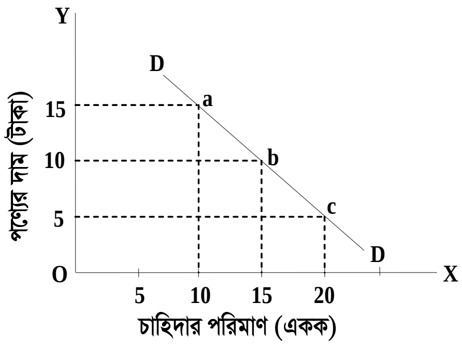

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে (OY) পণ্যের দাম দেখানো হয়েছে। পণ্যের দাম যখন 15 টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ 10 একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম কমে যখন 10 ও 5 টাকা হয় তখন চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে 15 ও 20 একক হয়, যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b ও c। এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। উক্ত DD রেখাই উদ্দীপকের সূচি থেকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।

ভোক্তার আয়, রুচি ও অভ্যাস, ক্রেতার সংখ্যা, বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থেকে কোনো দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে এক্ষেত্রে দেখা যায় দ্রব্যের দামের সাথে চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রতি একক পণ্যের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
15	10
10	15
05	20

সূচিতে দেখা যায়, কোনো পণ্যের প্রতি এককের দাম 15 টাকা হলে একজন ভোক্তা 10 একক পণ্য ক্রয় করে। দাম কমে 10 ও 5 টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে 15 ও 20 একক হয়। এভাবে সূচির মাধ্যমে দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৪ **ঘটনা-১ :** 'ক' ব্যক্তি একজন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি ধানের মৌসুমে প্রচুর ধান ক্রয় করেন এবং কয়েক মাস পর বেশি দামে বিক্রি করে লাভবান হন।

ঘটনা-২ : 'খ' ব্যক্তির একটি গরুর খামার আছে। তিনি তার খামারে শ্রমিকদের কাজ তদারকি ও সমন্বয় সাধনসহ বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি বহন করেন। দক্ষ পরিচালনার কারণে তিনি গরুর খামারের পাশাপাশি হাঁস-মুরগির খামারও গড়ে তোলেন।

ক. শ্রম কাকে বলে? ১

খ. বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়া কোন ধরনের উপকরণ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ 'ক' ব্যক্তির কাজ কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এর 'খ' ব্যক্তিকে অর্থনীতির ভাষায় আমরা কী বলতে পারি– বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে।

খ বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়া উৎপাদনের ভূমি উপকরণ।

অর্থনীতিতে ভূমি বলতে উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব সম্পদকে বুঝায়। যেমন– মাটি, মাটির উর্বরতা শক্তি, খনিজ দ্রব্য, বনজ ও জলজ সম্পদ, সূর্যকিরণ, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া প্রভৃতি সব রকম প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্ভুক্ত।

গ ঘটনা-১ : এ 'ক' ব্যক্তির কাজ সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করেছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে অনেক জিনিসের উৎপাদন না বাড়লেও উপযোগ বাড়ে। এদেরকে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি বলে। যেমন– পৌষ-মাঘ মাসে ধানের মৌসুমে ফলন বেশি হয়। আবার এই সময়ে ধানের দাম কম থাকে। এ সময় ধান মজুদ করে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যায়। এখানে ধানের উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধি না পেলেও তার উপযোগ বা দাম বর্ধিত হবে।

ঘটনা-১ : এ 'ক' ব্যক্তি একজন ধান ব্যবসায়ী। তিনি ধানের মৌসুমে প্রচুর ধান ক্রয় করেন এবং কয়েক মাস পর বেশি দামে বিক্রি করে লাভবান হন। এখানে 'ক' ব্যক্তি ধানের যে অতিরিক্ত উপযোগের সৃষ্টি করেছেন তার জন্য তাকে অর্থ ব্যয় বা উৎপাদন করতে হয়নি। তিনি শুধু পূর্বের উৎপাদিত দ্রব্য সংরক্ষণ করে বেশি দামে বিক্রি করেন। এতে ধানের সময়গত উপযোগ সৃষ্টি হয়। তিনি অবগত আছেন যে, ধানের মৌসুমে ধানের সরবরাহ বেশি থাকে। ফলে দামও অপেক্ষাকৃত কম থাকে। এসব কথা বিবেচনায় নিয়ে তিনি ধান সংরক্ষণ করেন। পরবর্তীতে অন্য মৌসুমে বেশি দামে বিক্রি করেন। এতে দ্রব্যের সময়গত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

ঘ ঘটনা-২ এর 'খ' ব্যক্তিকে অর্থনীতির ভাষায় আমরা সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলতে পারি।

উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। আর এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকেন তাকে সংগঠক বলা হয়। একজন সফল সংগঠক নিজেই উৎপাদনের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী কারবার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। এছাড়াও তিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ এবং সেগুলোর সমন্বয় করে উৎপাদন করেন। একজন সংগঠক কারবার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল দায়িত্ব ও ঝুঁকি বহন করে থাকেন।

ঘটনা-২ এ 'খ' ব্যক্তির একটি গরুর খামার আছে। তিনি তার খামারে শ্রমিকদের কাজ তদারকি ও সমন্বয় সাধনসহ বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি বহন করেন। দক্ষ পরিচালনার কারণে তিনি গরুর খামারের পাশাপাশি হাঁস-মুরগির খামারও গড়ে তোলেন। 'খ' ব্যক্তি এখানে সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। কারণ সংগঠককে সমন্বয়কারী বলা হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠক বলা হয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় এ চারটি উপকরণের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে 'খ' ব্যক্তিকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলা হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৫ **দৃশ্যকল্প-১ :** করিম মিয়া তরমুজ কিনতে বাজারে গিয়ে দেখলো, অনেক ব্যবসায়ী তরমুজ বিক্রি করছে এবং ক্রেতার সংখ্যাও অনেক। তিনি কয়েকটি দোকান যাচাই করে নিজের পছন্দমতো তরমুজ ক্রয় করলেন।

দৃশ্যকল্প-২ : নীরা বেগম দোকানে নুডুলসের পরিবর্তে অন্য কোম্পানির নুডুলস চাইলে বিক্রেতা বলেন, আপনার ধারণা সঠিক নয়। আসলে এর মধ্যে গুণগত ও বাহ্যিক কিছু পার্থক্য আছে।

ক. বাজার কাকে বলে? ১

খ. মাংসের বাজার অঞ্চলভেদে কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ করিম মিয়ার ক্রয়কৃত পণ্যটি কোন বাজারের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর বাজার অর্থনীতিতে কোন ধরনের বাজারকে নির্দেশ করে? উক্ত বাজারের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৬ মি. 'X' ১৫ বছর যাবৎ মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে কর্মরত। তিনি প্রতি মাসে তার আয়ের বেশ কিছু অংশ দেশে পাঠান। অন্যদিকে মি. 'Y' মালয়েশিয়ার একজন নাগরিক। তিনি বাংলাদেশে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। প্রতিমাসে তিনিও তার দেশে টাকা পাঠান।

ক. GDP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. 'X' এর অর্থ প্রেরণ আমাদের জাতীয় আয় পরিমাপে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. 'Y' এর আয় কি বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করবে? তোমার মতামত দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক GDP এর পূর্ণরূপ হলো Gross Domestic Product.

খ মাথাপিছু GDP বলতে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপিকে বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনকে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই মাথাপিছু জিডিপি পাওয়া যায়।

সূত্রাকারে, মাথাপিছু জিডিপি = $\frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরে মোট দেশজ উৎপাদন}}{\text{ঐ বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}}$

মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের গড় প্রধান সূচক। বিশ্বব্যাংকের ধ্যানধারণা অনুসারে এ সূচক দ্বারা দেশটি কি উন্নত নাকি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তা নির্ণয় করা যায়। যদি মাথাপিছু জিডিপি একটি নির্দিষ্ট স্তরের বেশি হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি উন্নত, আর যদি তা থেকে কম হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল।

গ মি. 'X' এর অর্থ প্রেরণ রেমিট্যান্স হিসেবে আমাদের মোট জাতীয় আয়ে সম্পৃক্ত হয়।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিই হলো মোট জাতীয় আয়। জাতীয় আয় হিসাব করার সময় মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগফলকে বুঝায়।

উদ্দীপকে মি. 'X' ১৫ বছর যাবৎ মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে কর্মরত। তিনি প্রতি মাসে তার আয়ের বেশকিছু অংশ দেশে পাঠান। এটি মূলত রেমিট্যান্স হিসেবে আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের (GNI) সাথে সংযুক্ত হয়। তাই বলা যায়, এভাবেই মি. 'X' এর প্রেরিত অর্থ জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় রেমিট্যান্স হিসেবে সম্পৃক্ত হয়।

ঘ মি. 'Y' এর আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করবে না।

মোট জাতীয় আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্য এবং বিদেশে কর্মরত তথা প্রবাসীদের আয়ের সমষ্টি থেকে দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট আর্থিক মূল্য। সুতরাং মোট জাতীয় আয় = কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য + বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয় – দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয়।

উদ্দীপকে মি. 'Y' মালয়েশিয়ার একজন নাগরিক। তিনি বাংলাদেশে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। প্রতি মাসে তিনি তার দেশে টাকা পাঠায়। এ কারণে মি. 'Y'এর আয় বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ে (GNI) অন্তর্ভুক্ত হয় না বরং মালয়েশিয়ার মোট জাতীয় আয়ে (GNI) যুক্ত হয়।

অর্থাৎ তার আয় এদেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে না। তবে বিদেশিদের আয় (বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে আয়) বিবেচ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এটি পরবর্তী সময়ে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় নাগরিকদের আয় বৃদ্ধি করে। মি. 'Y' মালয়েশিয়ার নাগরিক হওয়ায় তার আয় বাংলাদেশের জিডিপি (Gross Domenstic Product বা, GDP)-তে অন্তর্ভুক্ত হয়।

সুতরাং বলা যায়, মি. 'Y' এর আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করবে না।

প্রশ্ন ▶ ০৭ ভূমিহীন শেফালী বেগম একটি গাভি কিনতে চান। তাই তিনি ঋণের জন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যান। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বলেন যে, তারা জামানত ছাড়া কোনো ঋণ প্রদান করেন না। তিনি তাকে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের যাওয়ার পরামর্শ দেন। যেটি কোনো জামানত ছাড়াই ঋণ প্রদান করে থাকে। সেখান থেকে তিনি বিনা জামানতে ঋণ গ্রহণ করে এবং গাভি ক্রয় করেন। যার ফলে তার আয়ের ব্যবস্থা হয়।

ক. কাগজি মুদ্রা কাকে বলে? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সর্বশেষ ঋণদাতা বলা হয় কেন? ২
গ. শেফালী বেগম প্রথম যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলেন তা কোন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ২য় আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব মুদ্রা কাগজ দ্বারা তৈরি করা হয় তাকে কাগজি মুদ্রা বা নোট বলে।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ প্রাপ্তির সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ কখনও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকটাপন্ন ব্যাংকসমূহের নির্দিষ্ট জামানতের বিপরীতে ও বিভিন্ন ঋণপত্রের বিপরীতে ঋণ প্রদান করে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সর্বশেষ ঋণদাতা বলা হয়।

গ শেফালী বেগম প্রথমে বাণিজ্যিক ব্যাংকে গিয়েছিলেন।
যে ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে। এ ব্যাংক ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে সহযোগিতা করে অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, কৃষি উন্নয়ন ও শিল্পায়নে অর্থসংস্থানের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ ব্যাংক জামানত ছাড়া কোনো ঋণ প্রদান করে না।
উদ্দীপকে ভূমিহীন শেফালী বেগম ঋণের জন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যান। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বলেন যে, তারা জামানত ছাড়া কোনো ঋণ প্রদান করেন না। যা বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, শেফালী বেগম বাণিজ্যিক ব্যাংকে গিয়েছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ২য় আর্থিক প্রতিষ্ঠান তথা গ্রামীণ ব্যাংক সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে– মন্তব্যটি যথার্থ।
গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের অতি স্বল্প জমির মালিক, ভূমিহীন এবং অন্যান্য অতি দরিদ্র নারী-পুরুষকে উৎপাদনক্ষম খাতে জামানত ছাড়াই ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে। ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক আত্মপ্রকাশ করে। গ্রামীণ ব্যাংক দীর্ঘদিন যাবৎ গ্রামের অনেক দরিদ্র মানুষকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তুলছে। প্রক্রিয়াকরণ ও উৎপাদন, কৃষি ও বনায়ন, সেবা খাত, মুদিসহ বিভিন্ন ব্যবসায়, রিকশা চালানো ইত্যাদি কাজের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে। এসব প্রধান খাতের অধীনে কুটিরশিল্প, পশুপালন ও মাছ চাষের মতো অনেক আয়বর্ধনকারী কাজের জন্যও ব্যাংকটি ঋণসুবিধা দিয়ে থাকে।
উদ্দীপকের ভূমিহীন শেফালী জামানত ছাড়াই ঋণ গ্রহণ করে একটি গাভি ক্রয় করেন। যার ফলে তার আয়ের ব্যবস্থা হয়। এভাবে গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামের ভূমিহীন, হতদরিদ্র নারী-পুরুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করে।
উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, গ্রামীণ ব্যাংক পশুপালন, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পসহ বহু খাতে ঋণ প্রদান করে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত নারী-পুরুষের জন্য আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ কৃষক বাদশা মিয়া পেঁয়াজ চাষের জন্য ট্রাক্টর, সার, কীটনাশক ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে পেঁয়াজ উৎপাদন বহুগুণ বেড়েছে। অপরদিকে শফিক মিয়া তার উৎপাদিত চিনি বাজারজাতকরণে প্লাস্টিক ব্যাগের পরিবর্তে পাটের ব্যাগ ব্যবহার করছেন।

ক. শিল্প কী? ১
খ. আমাদের দেশে পুঁজি গঠনের হার কম কেন? ২
গ. বাদশা মিয়ার কাজের খাতটিকে অর্থনীতির ভাষায় কী বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাদশা মিয়া ও শফিক মিয়ার খাত দুটি পারস্পরিক নির্ভরশীল– বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ ডলি বেগম একটি গার্মেন্টেস কারখানায় চাকরি করতেন। তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে চাকরি ছেড়ে দেন এবং দুই মাস পর একটি কুটিরশিল্প গড়ে তোলেন এবং তা থেকেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি একদিন টিভি চ্যানেলে দেখেন তার দেশের গড় জাতীয় আয় দিন দিন বাড়ছে। ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মানও ক্রমান্বয়ে উন্নত হচ্ছে।

ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী? ১
খ. মৌসুমি বেকারত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের ডলি বেগমকে কোন ধরনের বেকার বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ডলির দেশটি উন্নয়নের কোন পর্যায়ের দেশ তা উল্লেখ করে এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১০ রিপা নির্ধারিত দামের দোকান থেকে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ কেনে। মূল্য পরিশোধের সময় ভ্যানিটি ব্যাগের গায়ে লেখা মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। কারণ জানতে চাইলে বিক্রয়কর্মী বলেন, বাড়তি মূল্যটি এক ধরনের কর। রিপার বাবা একজন ডাক্তার। রিপা বাসায় এসে বাবাকে সব ঘটনা বললে বাবা বলেন, তিনিও সরকারকে কর দেন।

ক. আমদানি শুল্ক কী? ১
খ. মূলধন বাজেট বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রিপা যে অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রিপার বাবা সরকারকে যে কর দেন তা সরকারের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস– বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের আমদানিকৃত দ্রব্যের ও সেবার উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আমদানি শুল্ক বলে।

খ সরকারের মূলধন আয় ও ব্যয়ের হিসাব যে বাজেটে দেখানো হয় তাকে মূলধনী বা উন্নয়ন বাজেট বলে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের ও জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস হতে অর্থসংস্থান করে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়– কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, মহিলা ও যুব উন্নয়ন, পরিবহণ ও যোগাযোগ, পল্লি উন্নয়ন ও গৃহায়ণ ইত্যাদি খাতে সরকার ব্যয় করে থাকে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন।

গ রিপা মূল্য সংযোজন কর প্রদান করে।

উৎপাদন ক্ষেত্রে কাঁচামাল থেকে শুরু করে চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। উৎপাদনের এরূপ বিভিন্ন স্তরে যে মূল্য সংযোজিত হয়, তার ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করা হয়। এটিই হচ্ছে ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর। এটি পরোক্ষ কর। আমদানিকৃত দ্রব্য ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্য এবং বিভিন্ন সেবা খাতের উপর ভ্যাট আরোপ করা হয়।

উদ্দীপকে রিপা নির্ধারিত দামের দোকান থেকে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ কেনে। মূল্য পরিশোধের সময় ভ্যানিটি ব্যাগের গায়ে লেখা মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। এটি ভ্যানিটি ব্যাগের ক্রয় মূল্যের ওপর নির্দিষ্ট হারে ধার্য করা হয়েছে। যা সে আইনগতভাবে দিতে বাধ্য। যা মূল্য সংযোজন কর নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, রিপা মূল্য সংযোজন কর প্রদান করেন।

ঘ রিপার বাবা সরকারকে আয়কর দেন। এ কর সরকারের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

কোনো ব্যক্তির বা কোম্পানির আয়ের ওপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আয়কর বলে। এটি সরকারের আয়ের একটি অন্যতম উৎস। বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে নির্দিষ্ট আয়ের ওপর আয়কর ধার্য করে তা আদায় করা হয়ে থাকে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ও পরিবহণ, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশাসন পরিচালনা, দেশরক্ষা ইত্যাদি কাজে সরকারকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস থেকে আয় সংগ্রহ করতে হয়। তন্মধ্যে আয় ও মুনাফার ওপর কর অন্যতম। আবার রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য প্রতিটি দেশকেই অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। সরকার কর্তৃক ব্যয়কৃত এ অর্থের সিংহভাগই আসে কর রাজস্ব থেকে।

উদ্দীপকে রিপার বাবা একজন ডাক্তার। রিপা বাসায় এসে বাবাকে সব ঘটনা বললে বাবা বলেন, তিনিও কর দেন। তার প্রদানকৃত কর হচ্ছে আয়কর। আয়কর থেকে সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, আয়কর সরকারের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

প্রশ্ন ▶ ১১ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ছক-১	ছক-২
কাঁচামাল	নদ-নদী
কলকারখানা	খনিজ সম্পদ
স্বাস্থ্যকেন্দ্র	বনভূমি

ক. দ্রব্য কী? ১
খ. সুযোগ ব্যয় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ছক-১ এ কোন ধরনের সম্পদকে নির্দেশ করে– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ছক-২ এর নির্দেশিত সম্পদের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে জিনিসের উপযোগ আছে, অর্থনীতিতে তাই দ্রব্য।

খ কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়, এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়।

পণ্য নির্বাচন সমস্যা থেকেই সুযোগ ব্যয় ধারণার উদ্ভব। সুযোগ ব্যয়কে দুটি দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ও বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করলে দশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। আবার পাট চাষ করলে পাঁচ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে দশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো পাঁচ কুইন্টাল পাট।

গ ছক-১ এ উৎপাদিত সম্পদকে নির্দেশ করে।

প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাকে উৎপাদিত সম্পদ বলা হয়। যেমন– কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি মানুষ তৈরি করে বলে এগুলো উৎপাদিত সম্পদ।

ছক-১ এ কাঁচামাল, কলকারখানা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো উৎপাদিত সম্পদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, ছক-১ এ উৎপাদিত সম্পদকে নির্দেশ করে।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ছক-২ এর নির্দেশিত সম্পদ অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যেসব দ্রব্য মানুষের প্রয়োজন মেটায় তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন– ভূমি, বনভূমি, খনিজসম্পদ, নদ-নদী ইত্যাদি। এগুলো মানুষ চাইলেও সৃষ্টি করতে পারে না।

ছক-২ এ নদ-নদী, খনিজ সম্পদ, বনভূমির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যা প্রাকৃতিক সম্পদকে নির্দেশ করে। উর্বর জমি, নদ-নদী, বনভূমি, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও মৎস্য খাতে ব্যাপক অবদান রাখছে। কৃষিখাতে উর্বর মাটি ও প্রচুর পানি ফসল উৎপাদনে সহায়ক। গ্যাস ও কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়। নদী ও সমুদ্র উপকূল মাছ চাষ ও পরিবহণ ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করেছে। বনজসম্পদ কাঠ ও ঔষধি গাছ সরবরাহ করে। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব।

যশোর বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে–
i. দ্রব্যগুলো সমজাতীয়
ii. লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা
iii. চাহিদা ও যোগান দ্বারা পণ্যের মূল্য নির্ধারিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii ⓜ i ও iii ⓝ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জীবন মৌমাছি চাষ করে প্রচুর মধু সংগ্রহ করে। এই মধু দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করে সে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

২. জীবনের মৌমাছি চাষ কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত?
ⓚ সেবা খাত ⓛ শিল্প খাত ⓜ কৃষি খাত ⓝ বাণিজ্য খাত

৩. জীবনের মৌমাছি চাষ অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে–
i. বেকারত্ব হ্রাসে
ii. কর্মসংস্থান হ্রাসে
iii. GDP বৃদ্ধিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

৪. উন্নয়নশীল দেশ কোন ধরনের পণ্য বেশি উৎপাদন করে?
ⓚ প্রাথমিক ⓛ মাধ্যমিক ⓜ চূড়ান্ত ⓝ ভোগ্যপণ্য

৫. অর্থনীতিতে ভোগ কী?
ⓚ উপযোগের ব্যবহার ⓛ উপযোগের ক্ষমতা
ⓜ উপযোগের সৃষ্টি ⓝ উপযোগের নিঃশেষ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
কবির সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে চান। এজন্য অন্য একটি ব্যাংকের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন।

৬. কবির সাহেব কোন ব্যাংকের কাছে ব্যাংক স্থাপনের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন?
ⓚ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ⓛ গ্রামীণ ব্যাংক
ⓜ কৃষি ব্যাংক ⓝ সোনালী ব্যাংক

৭. কবির সাহেব যে ব্যাংকের কাছে আবেদন করেন তার কাজ হল–
i. নোট ও মুদ্রা প্রচলন
ii. বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ
iii. সর্বশেষ ঋণদাতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

৮. অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের লেখক কে?
ⓚ এল রবিন্স ⓛ স্যামুয়েলসন ⓜ কৌটিল্য ⓝ অ্যাডাম স্মিথ

৯. বাজার ধারণার মৌলিক বিষয় কয়টি?
ⓚ ২টি ⓛ ৩টি ⓜ ৪টি ⓝ ৫টি

১০. প্রান্তিক উপযোগ–
i. ধনাত্মক হতে পারে
ii. ঋণাত্মক হতে পারে
iii. শূন্য হতে পারে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii ⓜ i ও iii ⓝ i, ii ও iii

১১. TMSS কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ⓚ ১৯৭২ ⓛ ১৯৭৫ ⓜ ১৯৮০ ⓝ ১৯৮২

১২. শারীরিক যোগ্যতা কোন ধরনের সম্পদ?
ⓚ ব্যক্তিগত ⓛ মানবিক ⓜ প্রাকৃতিক ⓝ সমষ্টিগত

১৩. নিচের কোনটি বৃহৎ শিল্প?
ⓚ প্লাস্টিক ⓛ রেশম
ⓜ সাবান ⓝ বস্ত্র

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মিজান বাংলাদেশের নাগরিক। লেখাপড়া শেষ করে সে কানাডায় চলে যায়। কানাডা হতে চাকরি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে পাঠায়।

১৪. মিজানের পাঠানো অর্থ নিচের কোনটির সাথে সম্পৃক্ত?
ⓚ GNI ⓛ GDP
ⓜ CCA ⓝ NNP

১৫. মিজানের পাঠানো অর্থ বাংলাদেশের–
i. GNI বৃদ্ধি করবে
ii. GDP বৃদ্ধি করবে
iii. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii ⓜ i ও iii ⓝ i, ii ও iii

১৬. বাজেট কে উপস্থাপন করেন?
ⓚ প্রধানমন্ত্রী ⓛ রাষ্ট্রপতি
ⓜ অর্থমন্ত্রী ⓝ প্রধান বিচারপতি

১৭. কোনো দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে কী বলে?
ⓚ সঞ্চয় ⓛ বিনিয়োগ
ⓜ উপযোগ ⓝ উৎপাদন

১৮. বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে জিডিপি হিসাব করা হয়–
ⓚ শিক্ষার্থীর দিক থেকে ⓛ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে
ⓜ আয়ের দিক থেকে ⓝ ব্যয়ের দিক থেকে

১৯. প্রতিটি কাজের জন্য কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে?
ⓚ সুযোগ ব্যয় ⓛ আয়
ⓜ উৎপাদন ⓝ প্রণোদনা

২০. মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত, উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ কোনটি?
ⓚ ভূমি ⓛ শ্রম
ⓜ মূলধন ⓝ সংগঠন

২১. একটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বলে–
ⓚ শিল্প ⓛ ফার্ম
ⓜ সেবা বাজার ⓝ উপকরণ বাজার

২২. কোন শুল্ক দ্বারা ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করা যায়?
ⓚ আবগারি শুল্ক ⓛ সম্পূরকশুল্ক
ⓜ মূল্য সংযোজন কর ⓝ সম্পত্তি কর

২৩. উন্নত দেশসমূহের জিডিপি বৃদ্ধির মূলে উৎপাদনের কোন উপকরণটি কাজ করে?
ⓚ ভূমি ⓛ শ্রম
ⓜ মূলধন ⓝ সংগঠন

২৪. একজন সংগঠকের আয় কোনটি?
ⓚ খাজনা ⓛ মজুরি
ⓜ মুনাফা ⓝ সুদ

২৫. কোনটি সুদবিহীন আমানত হিসেবে পরিচিত?
ⓚ চলতি ⓛ সঞ্চয়ী
ⓜ স্থায়ী ⓝ ডিপিএস

২৬. নিচের কোনটি চূড়ান্ত দ্রব্য?
ⓚ কাঁচামাল ⓛ ময়দা
ⓜ রসগোল্লা ⓝ চিনি

২৭. নিকাশঘর বলা হয় কোনটিকে?
ⓚ বাণিজ্যিক ব্যাংক ⓛ কেন্দ্রীয় ব্যাংক
ⓜ গ্রামীণ ব্যাংক ⓝ সমবায় ব্যাংক

২৮. সাধারণত কোন বাজেটে উদ্বৃত্ত থাকে না?
ⓚ চলতি বাজেটে ⓛ ঘাটতি বাজেটে
ⓜ সুষম বাজেটে ⓝ মূলধনী বাজেটে

২৯. কোন ধরনের বাজারে যোগানের পরিবর্তন করা যায় না?
ⓚ অতিস্বল্পকালীন ⓛ স্বল্পকালীন
ⓜ দীর্ঘকালীন ⓝ জাতীয়

৩০. অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ⓚ মৌসুমী বেকারত্ব ⓛ দক্ষ জনশক্তি
ⓜ শিল্পের বিকাশ ⓝ উন্নত প্রযুক্তি

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। সোহেলের বন্ধু নাসিম যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে। সেদেশের নাগরিকগণ উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। অপরদিকে সোহেলের নিজ দেশে কোনো কোনো বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন ভোগের ক্ষেত্রে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে না। সেদেশে ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি বিদ্যমান।

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১
খ. দুষ্প্রাপ্যতা বলতে কী বুঝায়? ২
গ. নাসিমের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দ্রব্য ভোগের স্বাধীনতাও ভিন্ন হয়"– উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশ দুটির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২। শরিফা একজন সফল উদ্যোক্তা। সে নিজের তৈরি হস্তশিল্প বিক্রি করে প্রতিমাসে প্রায় ৪০,০০০ টাকা আয় করে। পরিবারের বিভিন্ন কাজে ব্যয় করার পর বাকি টাকা সে ব্যাংকে জমা করে। এই জমানো টাকা দিয়ে তিনি ১০টি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন। সেখানে কিছু মহিলা শ্রমিক পোশাক তৈরির কাজ করে।

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য কাকে বলে? ১
খ. কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ বলতে কী বুঝায়? ২
গ. শরিফার নতুন মেশিন ক্রয় অর্থনীতিতে কোন ধরনের কর্মকাণ্ড? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শরিফার শেষোক্ত কাজটি কোন ধরনের অর্থনৈতিক কাজ তা চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। আলম সাহেবের পণ্যের চাহিদা সূচি নিম্নরূপ :

দাম (প্রতি একক)	চাহিদার পরিমাণ
১০ টাকা	৫ একক
০৮ টাকা	১০ একক
০৬ টাকা	১৫ একক
০৪ টাকা	২০ একক
০২ টাকা	২৫ একক

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য কাকে বলে? ১
খ. ভোগ বলতে কী বুঝায়? ২
গ. আলম সাহেবের চাহিদা সূচি থেকে একটি চাহিদা রেখা অংকন করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে এবং দাম কমলে চাহিদা রেখার কী ধরনের পরিবর্তন হতে পারে তা উপরের সূচি থেকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। জনাব এস. কে. চৌধুরী একজন সফল সংগঠক। অনেক পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি R. K. গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের জন্য তিনি অনেক শ্রম, ত্যাগ, সততা ও সময় ব্যয় করেন। তার সঠিক পরিকল্পনায় সংগঠনটি এগিয়ে যায়। দেশের অর্থনীতিতে তার এই সংগঠনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ক. প্রান্তিক উৎপাদন কী? ১
খ. গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ? ২
গ. জনাব চৌধুরী কীভাবে নিজেকে সফল সংগঠকে পরিণত করেছেন– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একজন সংগঠক হিসাবে জনাব চৌধুরীর ভূমিকা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। সুমন রাজশাহীতে বেড়াতে এসেছে। বাড়ি ফেরার পথে সে কিছু আম কিনতে বাজারে গেল। বাজারে ল্যাংড়া, ফজলি, আম্রপলি বিভিন্ন জাতের আম রয়েছে। বাজারে অনেক আম বিক্রেতা আম বিক্রি করছে। বাজারে প্রচুর ক্রেতাও রয়েছে। সুমন দর কষাকষি করে কিছু আম কিনল। আমের সাথে সে কিছু লিচুও কিনতে চাইল। লিচুর বাজারে গিয়ে সুমন দেখল সেখানে বিক্রেতার সংখ্যা কম এবং দামও বেশি।

ক. ফার্ম কী? ১
খ. অর্থনীতিতে সমজাতীয় দ্রব্য বলতে কী বুঝায়? ২
গ. সুমনের আমের বাজারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজার দুটির মধ্যে কোনটি তোমার কাছে অধিক পছন্দ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। সামিউল 'ক' দেশে বাস করে। সেখানে মাথাপিছু জিডিপির হার বেশি। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান উন্নত। এদেশের জিডিপি হিসাব করার সময় শুধুমাত্র চূড়ান্ত পর্যায়ের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য হিসাব করা হয়।

ক. মাথাপিছু আয় নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। ১
খ. মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা বলতে কী বুঝায়? ২
গ. 'ক' দেশের GDP নির্ণয়ে যে নির্ধারকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ক' দেশে জিডিপি নির্ণয় করার সময় যে উপাদানগুলো বিবেচনা করা হয় না তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। রিনা ও মিনা দুই বান্ধবী। তারা দুটি ভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাজ করে। রিনার প্রতিষ্ঠান জনগণকে ঋণ দিতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করে। মিনার প্রতিষ্ঠান জনগণের অর্থ জমা করে এবং তার বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে।

ক. অর্থ কী? ১
খ. নিকাশঘর বলতে কী বুঝায়? ২
গ. রিনা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তার ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান দুইটির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৮। শ্যামলি ও তার পরিবার খুলনায় সুন্দরবনের পাশে বসবাস করে। তারা বন থেকে মধু আহরণ করে। তাছাড়া বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন ধরনের হস্ত শিল্পজাত দ্রব্যও তৈরি করে। তাদের উৎপাদিত এইসব দ্রব্যাদি তারা বিভিন্ন মেলায় বিক্রি করে। বিদেশেও তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এই শিল্পে বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় না।

ক. বৃহদায়তন শিল্প কী? ১
খ. সেবাখাত বলতে কী বুঝায়? ২
গ. শ্যামলির শিল্পটির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে উক্ত শিল্পটির অবদান আলোচনা কর। ৪

৯। কাল্পনিক বাজেট (২০২১-২০২২)

আয় (হাজার কোটি টাকা)		ব্যয় (হাজার কোটি টাকা)	
মূল্য সংযোজন কর	–৭০	প্রতিরক্ষা	–৭০
কর রাজস্ব	–৫০	জনপ্রশাসন	–৫০
কর বহির্ভূত আয়	–৪০	শিক্ষা	–৪০
ব্যাংক ও বীমা	–৩০	অপ্রত্যাশিত ব্যয়	–৩০

ক. বাজেট কী? ১
খ. চলতি বাজেট ও মূলধনী বাজেটের মধ্যে দুইটি পার্থক্য লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজটটি কী ধরনের বাজেট? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উল্লিখিত বাজেটের কোন খাতে অধিক ব্যয় বরাদ্দ করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

১০। **দৃশ্য-১ :** শরিফুল একজন দরিদ্র কৃষক। সে তার জমিতে নিজেই ফসল উৎপাদন করে। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে বছরের কোনো কোনো সময় তার হাতে কোনো কাজ থাকে না।

দৃশ্য-২ : মাহিমা খাতুন একজন শিল্প উদ্যোক্তা। তিনি বিভিন্ন হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষতা অর্জন করেছেন। তিনি ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে তার বাড়িতে একটি হস্তশিল্প কারখানা গড়ে তুলেছেন। তিনি তার উৎপাদিত দ্রব্য বিদেশেও রপ্তানি করেন।

ক. মানব সম্পদ কী? ১
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়? ২
গ. দৃশ্য-১ এ কোন ধরনের বেকারত্ব প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মাহিমা খাতুনের মত নারীদের কর্মকাণ্ড দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সাহায্য করে। বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। আসলাম 'ক' দেশের নাগরিক। দেশের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখানে বেকার সমস্যা বেশি এবং মাথাপিছু আয় মাত্র ৭০০ ডলার। মামুন 'খ' দেশের নাগরিক। সেখানকার শিক্ষার হার প্রায় ৯০% এবং মাথাপিছু আয় ৩৬,০০০ ডলার।

ক. অনুন্নত দেশ কাকে বলে? ১
খ. মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' দেশটির অর্থনীতি কীরূপ তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' এবং 'খ' দেশে দুইটির অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

উত্তরমালা (যশোর বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ঘ	২	গ	৩	খ	৪	ক	৫	ঘ	৬	ক	৭	ঘ	৮	গ	৯	গ	১০	ক	১১	গ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	গ
	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	গ	২১	খ	২২	ক	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ সোহেলের বন্ধু নাসিম যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে। সেদেশের নাগরিকগণ উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। অপরদিকে সোহেলের নিজ দেশে কোনো কোনো বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন ভোগের ক্ষেত্রে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে না। সেদেশে ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি বিদ্যমান।

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. দুষ্প্রাপ্যতা বলতে কী বুঝায়? ২

গ. নাসিমের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দ্রব্য ভোগের স্বাধীনতাও ভিন্ন হয়"– উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশ দুটির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০২ শরিফা একজন সফল উদ্যোক্তা। সে নিজের তৈরি হস্তশিল্প বিক্রি করে প্রতিমাসে প্রায় ৪০,০০০ টাকা আয় করে। পরিবারের বিভিন্ন কাজে ব্যয় করার পর বাকি টাকা সে ব্যাংকে জমা করে। এই জমানো টাকা দিয়ে তিনি ১০টি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন। সেখানে কিছু মহিলা শ্রমিক পোশাক তৈরির কাজ করে।

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. শরিফার নতুন মেশিন ক্রয় অর্থনীতিতে কোন ধরনের কর্মকাণ্ড? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শরিফার শেষোক্ত কাজটি কোন ধরনের অর্থনৈতিক কাজ তা চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব দ্রব্য উৎপাদনের পর সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয় সেগুলোই চূড়ান্ত দ্রব্য।

খ কৃষিকাজ ছাড়াও অন্যান্য যে কাজগুলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোকে কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ বলা হয়। যেমন– পোশাক শিল্পের কাজ, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাজ, বড়ো বড় শিল্প কারখানার কাজ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন চাকরি, যানবাহন চালনা ইত্যাদি কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ।

গ শরিফার নতুন মেশিন ক্রয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগ কর্মকাণ্ড।

অর্থ যখন কোনো কিছু উৎপাদনের কাজে লাগানো হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলা হয়। মানুষ তার আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। ধরি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি কারখানায় এক লক্ষ টাকার মূলধন সামগ্রী আছে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার মূলধন সামগ্রী ক্রয় করা হলো। অতিরিক্ত এই পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

উদ্দীপকে শরিফা একজন সফল উদ্যোক্তা। সে নিজের তৈরি হস্তশিল্প বিক্রি করে প্রতিমাসে প্রায় ৪০,০০০ টাকা আয় করে। পরিবারের বিভিন্ন কাজে ব্যয় করার পর বাকি টাকা সে ব্যাংকে জমা করে। এই জমানো টাকা দিয়ে তিনি ১০টি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন। যা বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, শরিফার নতুন মেশিন ক্রয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগকে নির্দেশ করে।

ঘ শরিফার শেষোক্ত কাজটি কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ।

কৃষিকাজ ছাড়াও এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলো হলো : পোশাক শিল্পের কাজ, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের কাজ, বড়ো বড়ো শিল্প ও কলকারখানার কাজ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন চাকরি, রাস্তাঘাট ও রেললাইন নির্মাণ, যানবাহন চালনা, ছোট বড়ো ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজ। এছাড়াও এদেশের অনেক মানুষ খেলনা, পুতুল ও মিষ্টি তৈরি, দর্জি, কামার, স্বর্ণকার, চর্মকার, তাঁতি, কাঠুরিয়া, ফেরিওয়ালার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অনেকে গ্রাম্য ডাক্তারি, কবিরাজি, ঝাড়ফুঁক, বন্য প্রাণীর খেলা দেখানো ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত বিচিত্র ধরনের। অতি প্রাচীনকাল থেকে বিচিত্র এ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ দেশের মানুষ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কিছু মহিলা শ্রমিক পোশাক তৈরির কাজ করছে। যা বাংলাদেশে কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে নির্দেশ করে। এ ধরনের কাজের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি বহির্ভূত খাত যেমন– সার্বিক শিল্প ও সেবা খাতের অবদান যথাক্রমে ৩৬.০১ শতাংশ ও ৫১.৯২ শতাংশ। এ অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির দ্বারা প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। আর প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▸ ০৩ আলম সাহেবের পণ্যের চাহিদা সূচি নিম্নরূপ :

দাম (প্রতি একক)	চাহিদার পরিমাণ
১০ টাকা	৫ একক
০৮ টাকা	১০ একক
০৬ টাকা	১৫ একক
০৪ টাকা	২০ একক
০২ টাকা	২৫ একক

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য কাকে বলে? ১
খ. ভোগ বলতে কী বুঝায়? ২
গ. আলম সাহেবের চাহিদা সূচি থেকে একটি চাহিদা রেখা অংকন করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে এবং দাম কমলে চাহিদা রেখার কী ধরনের পরিবর্তন হতে পারে তা উপরের সূচি থেকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব দ্রব্য উৎপাদনের পর সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয় সেগুলোই চূড়ান্ত দ্রব্য।

খ প্রতিদিন আমরা ভাত, মাছ, কলম, ঘড়ি, জামা-কাপড় ব্যবহার করি বা এগুলো আমরা ভোগ করি। এখানে ভোগ বলতে কিন্তু এগুলো নিঃশেষ করাকে বোঝায় না। কেননা আমরা কোনো জিনিস ধ্বংস বা নিঃশেষ করতে পারি না। আমরা শুধু দ্রব্যগুলো ব্যবহারের দ্বারা এর উপযোগ গ্রহণ করতে পারি। খেয়াল রাখতে হবে, অভাব মোচন ছাড়া অন্য কোনোভাবে দ্রব্যের উপযোগ ধ্বংস করা হলে তাকে ভোগ বলা হবে না। যেমন: আগুনে আমার কাপড় পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অতএব, অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলা হয়।

গ আলম সাহেবের চাহিদা সূচি থেকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো :

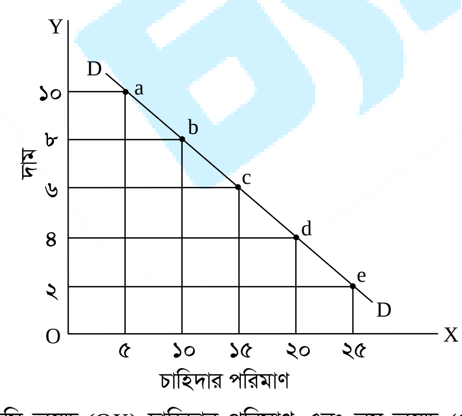

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দাম যখন ১০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৫ একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম কমে ৮, ৬, ৪ ও ২ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ১০, ১৫, ২০ ও ২৫ একক হয়; যাদের সমন্বয় বিন্দুসমূহ যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। এই DD রেখাই উদ্দীপকের সূচির আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে এবং দাম কমলে চাহিদা রেখার পরিবর্তন ঘটে না বরং একই চাহিদা রেখার ওপর স্থান পরিবর্তন ঘটে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পরিমাণ বাড়ছে। যেমন– দাম ১০ টাকা হলে চাহিদা ৫ একক। আর দাম ২ টাকা হলে চাহিদা বেড়ে ২৫ একক হয়। এখানে দেখা যায়, অন্যান্য সব উপাদান অপরিবর্তিত রেখে শুধু পণ্যের দাম কমানো হয়েছে। ফলে ভোক্তারা বেশি পণ্য কিনতে আগ্রহী হয়েছেন। এই পরিবর্তন চাহিদা রেখার উপর এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে যাওয়ার মাধ্যমে ঘটে। একে বলা হয় চাহিদার পরিমাণে সম্প্রসারণ। এটি রেখার স্থান পরিবর্তন নয় বরং একই রেখার নিচের দিকে সরণ।

অতএব, অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধু দাম কমলে চাহিদা রেখায় চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং এটি রেখার উপর এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে চলার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ চাহিদা রেখা স্থানান্তরিত হয় না, শুধু বিন্দু পরিবর্তন হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৪ জনাব এস. কে. চৌধুরী একজন সফল সংগঠক। অনেক পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি R. K. গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের জন্য তিনি অনেক শ্রম, ত্যাগ, সততা ও সময় ব্যয় করেন। তার সঠিক পরিকল্পনায় সংগঠনটি এগিয়ে যায়। দেশের অর্থনীতিতে তার এই সংগঠনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ক. প্রান্তিক উৎপাদন কী? ১
খ. গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ? ২
গ. জনাব চৌধুরী কীভাবে নিজেকে সফল সংগঠকে পরিণত করেছেন– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একজন সংগঠক হিসাবে জনাব চৌধুরীর ভূমিকা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক একক উৎপাদনের উপকরণ পরিবর্তনের অর্থাৎ শ্রম বা মূলধন পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে।

খ গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

প্রথমত, প্রান্তিক উৎপাদন বাড়তে থাকলে গড় উৎপাদনও বাড়তে থাকে। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন যখন গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি থাকে, তখন গড় উৎপাদন বাড়ে।

দ্বিতীয়ত, প্রান্তিক উৎপাদন যখন গড় উৎপাদনের উপরে থাকে এবং কমতে থাকে, তখন গড় উৎপাদন কম হারে বাড়ে।

তৃতীয়ত, গড় উৎপাদনের সর্বোচ্চ বিন্দুতে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়।

গ জনাব চৌধুরী উৎপাদনের উপকরণগুলোর উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে নিজেকে সফল সংগঠকে পরিণত করেছেন।

উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। আর এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকেন তাকে সংগঠক বলা হয়।

একজন সফল সংগঠক নিজেই উৎপাদনের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী কারবার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। এছাড়াও তিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ এবং সেগুলোর সমন্বয় করে উৎপাদন করেন। একজন সংগঠক কারবার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল দায়িত্ব ও ঝুঁকি বহন করে থাকেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব এস. কে. চৌধুরী একজন সফল সংগঠক। অনেক পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি R. K গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের জন্য তিনি অনেক শ্রম, ত্যাগ, সততা ও সময় ব্যয় করেন। তার সঠিক পরিকল্পনায় সংগঠনটি এগিয়ে যায়। তিনি যথাযথভাবে উপকরণগুলোর সমন্বয় ঘটিয়েই মূলত সংগঠনটিকে পরিচালনা করেন।

ঘ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একজন সংগঠক হিসেবে জনাব চৌধুরীর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

সংগঠক বা উদ্যোক্তা নিজের কর্মসংস্থানের জন্য কারোর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। মূলত সংগঠকগণ কঠোর পরিশ্রম, সততা, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্যের তথা তাদের সংগঠনের পরিধি বৃদ্ধি করে থাকেন। ফলে তাদের প্রতিষ্ঠানে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উদ্যোক্তাগণ তাদের প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হন। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে একজন সফল উদ্যোক্তা বহুমুখী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

উদ্দীপকের জনাব এস. কে চৌধুরী একজন সফল উদ্যোক্তা। তার প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র ও বেকারের বোঝায় পিষ্ট একটি দেশে তার মতো উদ্যোক্তাগণ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বেকারত্ব হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। জনাব এস. কে. চৌধুরী তার উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারছেন।

প্রশ্ন ▶ ০৫ সুমন রাজশাহীতে বেড়াতে এসেছে। বাড়ি ফেরার পথে সে কিছু আম কিনতে বাজারে গেল। বাজারে ল্যাংড়া, ফজলি, আম্রপালি বিভিন্ন জাতের আম রয়েছে। বাজারে অনেক আম বিক্রেতা আম বিক্রি করছে। বাজারে প্রচুর ক্রেতাও রয়েছে। সুমন দর কষাকষি করে কিছু আম কিনল। আমের সাথে সে কিছু লিচুও কিনতে চাইল। লিচুর বাজারে গিয়ে সুমন দেখল সেখানে বিক্রেতার সংখ্যা কম এবং দামও বেশি।

ক. ফার্ম কী? ১
খ. অর্থনীতিতে সমজাতীয় দ্রব্য বলতে কী বুঝায়? ২
গ. সুমনের আমের বাজারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজার দুটির মধ্যে কোনটি তোমার কাছে অধিক পছন্দ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৬ সামিউল 'ক' দেশে বাস করে। সেখানে মাথাপিছু জিডিপির হার বেশি। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান উন্নত। এদেশের জিডিপি হিসাব করার সময় শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য হিসাব করা হয়।

ক. মাথাপিছু আয় নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। ১
খ. মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা বলতে কী বুঝায়? ২
গ. 'ক' দেশের GDP নির্ণয়ে যে নির্ধারকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ক' দেশে জিডিপি নির্ণয় করার সময় যে উপাদানগুলো বিবেচনা করা হয় না তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক $\text{মাথাপিছু জিডিপি} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট দেশজ উৎপাদন}}{\text{ঐ বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}}$।

খ মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা বলতে সেইসব পণ্য ও সেবাকে বোঝায়, যা অন্য দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এগুলো চূড়ান্ত ভোক্তার জন্য নয় বরং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। যেমন– কাপড় তৈরির সুতা, গাড়ি তৈরির জন্য লোহা কিংবা মালামাল পরিবহণের জন্য পরিবহণ সেবা। এসব উপকরণ মূলত চূড়ান্ত দ্রব্য তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

গ 'ক' দেশে GDP নির্ণয়ে যে নির্ধারকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা আমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো : নির্ধারকসমূহ নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো–

১. **ভূমি :** মোট দেশজ উৎপাদন ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহার সম্ভব হলে এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় উর্বর ভূমি থাকলে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ মোট দেশজ উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।
২. **শ্রম :** যেকোনো দেশের শ্রম মোট দেশজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রম মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক।
৩. **মূলধন :** মূলধন মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্ধারক।
৪. **প্রযুক্তি :** প্রযুক্তির ওপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ কৃষিখাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উফশী বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ।
৫. **সচলতা :** একটি অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া বা অবনতিশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পদ সরিয়ে নতুন প্রসারমান অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষমতার ওপর মোট দেশজ উৎপাদন নির্ভর করে।

ঘ 'ক' দেশে জিডিপি নির্ণয় করার সময় যে উপাদানগুলো বিবেচনা করা হয় না তা বিশ্লেষণ করা হলো :

১. **মূলধনী লাভ-ক্ষতি :** সময়ের পরিবর্তনে জাতীয় সম্পদের বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে লাভ বা ক্ষতি হতে পারে। এ লাভ-ক্ষতি জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না।

২. **মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা :** জাতীয় আয় গণনার সময় শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচিত হয়। কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যের ভেতরেই মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই জাতীয় আয় গণনায় মাধ্যমিক দ্রব্য বিবেচিত হয় না। মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য এক্ষেত্রে দ্বৈত গণনা সমস্যা দেখা দেয়।

৩. **বিনামূল্যে ব্যবহৃত দ্রব্য ও সেবা :** অর্থনীতিতে এমন কিছু দ্রব্য ও সেবা রয়েছে যেগুলো বাজারের মাধ্যমে বেচা-কেনা হয় না। যেমন– মা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন, গায়ক কর্তৃক বন্ধুদের গান শোনানো প্রভৃতি।

৪. **অতীতে উৎপাদিত দ্রব্য ও লেনদেন বিবেচ্য নয় :** যে বছরের GDP গণনা করা হয়, তার পূর্বের কোনো বছরের উৎপাদন ঐ আলোচ্য বছরের মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন– পুরাতন গাড়ি, পুরাতন ফ্ল্যাট ক্রয়, স্টক, বন্ড, কাগজ লেনদেন ইত্যাদি।

৫. **সরকারি ঋণের সুদ :** সরকারি ঋণের বিপরীতে যে সুদ দেওয়া হয় তা GDP এর অন্তর্ভুক্ত হয় না।

৬. **বেআইনি কাজ :** বেআইনি কাজ থেকে প্রাপ্ত আয় জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। যেমন– চুরি বা ঘুসের টাকা।

'ক' দেশে জিডিপি নির্ণয়ের সময় উপরিউক্ত উপাদানগুলো বিবেচনা করা হয় না।

প্রশ্ন ▶ ০৭ রিনা ও মিনা দুই বান্ধবী। তারা দুটি ভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। রিনার প্রতিষ্ঠান জনগণকে ঋণ দিতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করে। মিনার প্রতিষ্ঠান জনগণের অর্থ জমা করে এবং তার বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে।

ক. অর্থ কী? ১

খ. নিকাশঘর বলতে কী বুঝায়? ২

গ. রিনা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তার ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান দুইটির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে বস্তু মূল্যের পরিমাপক, দেনা-পাওনা মিটানোর উপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য, সঞ্চয়ের বাহন ও ঋণের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত, তাকে অর্থ বলে।

খ নিকাশ ঘর বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংকের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে বুঝায়। দৈনন্দিন ব্যবসায় বাণিজ্য ও লেনদেনের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে চেক, ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডার আদান প্রদান হয়। ফলে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে পাওনাদার হয়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ লেনদেনের নিকাশ ঘর হিসেবে পারস্পরিক দেনা পাওনার হিসাব পরিশোধ করে।

গ রিনা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কাজ করেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারে অভিভাবক হিসেবে এ ব্যাংক নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, আন্তঃব্যাংকের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি, অর্থের অভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে রিনার প্রতিষ্ঠানটি জনগণকে ঋণ দিতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। এসব বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে মিল রয়েছে। এটি অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ তদারকি করে। অন্যান্য ব্যাংক তারল্য সংকটে পড়লে এ ব্যাংক ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদান করে। এসব কার্যক্রমের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মিল আছে।

তাই বলা যায়, রিনা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কাজ করে।

ঘ উদ্দীপকে রিনা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তা একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং মিনা যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তা একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে বিবেচিত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। অপরদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ দিয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিতে নিকাশ ঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। অপরদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের এ রকম নিকাশ ঘর থাকে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক। এটি নোট ও মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। এ ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবেও কাজ করে। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে গ্রাহকদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজে কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি ঋণ প্রদান করে না। কিন্তু ঋণ প্রদান করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ।

বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দিয়ে থাকে; কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংক মুদ্রাবাজারে কোনো দায়িত্ব পালন করে না। অপরদিকে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাবাজারের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, রিনার প্রতিষ্ঠানের সাথে মিনার প্রতিষ্ঠানের বেশকিছু অমিল বা পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ শ্যামলি ও তার পরিবার খুলনায় সুন্দরবনের পাশে বসবাস করে। তারা বন থেকে মধু আহরণ করে। তাছাড়া বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন ধরনের হস্ত শিল্পজাত দ্রব্যও তৈরি করে। তাদের উৎপাদিত এইসব দ্রব্যাদি তারা বিভিন্ন মেলায় বিক্রি করে। বিদেশেও তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এই শিল্পে বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় না।

ক. বৃহদায়তন শিল্প কী? ১

খ. সেবাখাত বলতে কী বুঝায়? ২

গ. শ্যামলির শিল্পটির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে উক্ত শিল্পটির অবদান আলোচনা কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৯

কাল্পনিক বাজেট (২০২১-২০২২)

আয় (হাজার কোটি টাকা)		ব্যয় (হাজার কোটি টাকা)	
মূল্য সংযোজন কর	**– ৭০**	**প্রতিরক্ষা**	**– ৭০**
কর রাজস্ব	**– ৫০**	**জনপ্রশাসন**	**– ৫০**
কর বহির্ভূত আয়	**– ৪০**	**শিক্ষা**	**– ৪০**
ব্যাংক ও বীমা	**– ৩০**	**অপ্রত্যাশিত ব্যয়**	**– ৩০**

ক. বাজেট কী? ১

খ. চলতি বাজেট ও মূলধনী বাজেটের মধ্যে দুইটি পার্থক্য লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজটটি কী ধরনের বাজেট? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উল্লিখিত বাজেটের কোন খাতে অধিক ব্যয় বরাদ্দ করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক অর্থবছরে) সরকারের প্রত্যাশিত আয় ও সম্ভাব্য ব্যয়ের বিবরণীই হলো বাজেট।

খ চলতি ও মূলধনী বাজেটের মধ্যে দুটি পার্থক্য হলো :

যে বাজেটে সরকারের চলতি আয় ও চলতি ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়, তাকে চলতি বাজেট বলে। অপরদিকে, সরকারের মূলধন আয় ও ব্যয়ের হিসাব যে বাজেটে দেখানো হয় তাকে মূলধন বা উন্নয়ন বাজেট বলে। চলতি বাজেটের অর্থ ব্যয় করা হয় সরকারের প্রশাসনিক কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও দেশরক্ষার জন্য। অন্যদিকে, মূলধন বাজেটের অর্থ দেশের ও জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনে ব্যয় করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজেটটি হলো সুষম বাজেট।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান হলে তাকে সুষম বাজেট বলে। এ বাজেটে আয়ের সাথে সংগতি রেখে ব্যয় করা হয় বলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকে, যার ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। তবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব দূর করতে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে এবং জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করতে এটি সহায়ক নয়।

উদ্দীপকের কাল্পনিক বাজেটটি সুষম বাজেট। যেখানে মূল্য সংযোজন কর, কর রাজস্ব, করবহির্ভূত আয় এবং ব্যাংক ও বিমা হতে প্রত্যাশিত আয় হিসাব করা হয়েছে। এ আয় হলো যথাক্রমে ৭০ + ৫০ + ৪০ + ৩০ = ১৯০ হাজার কোটি টাকা। অন্যদিকে, প্রতিরক্ষা, জনপ্রশাসন, শিক্ষা ও অপ্রত্যাশিত সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে। এ ব্যয়গুলো যথাক্রমে ৭০ + ৫০ + ৪০ + ৩০ = ১৯০ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ বাজেটে প্রত্যাশিত আয় ও সম্ভাব্য ব্যয় সমান।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কাল্পনিক বাজেটটি একটি সুষম বাজেট।

ঘ উল্লিখিত বাজেটে শিক্ষাখাতে বেশি ব্যয় বরাদ্দ করা দরকার বলে আমি মনে করি।

শিক্ষা ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি মানবসম্পদ। আর দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে শিক্ষাখাতে বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা উচিত। জনসংখ্যাকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে কারিগরি ও নারী শিক্ষার প্রসারে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। এছাড়া শিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানেও অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। এর মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটে। যা দেশের অন্যান্য খাতের উন্নয়নে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত কাল্পনিক বাজেটটিতে প্রতিরক্ষা, জনপ্রশাসন, শিক্ষা ও অপ্রত্যাশিত খাতে ব্যয় করা হয়। তন্মধ্যে শিক্ষাখাতের বাজেট মাত্র ৪০ হাজার কোটি টাকা, যা অন্যান্য খাতের তুলনায় অতি নগন্য। তাই দক্ষ কর্মী তৈরির মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষাখাতের এই বাজেট বাড়ানো দরকার বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১০ **দৃশ্য-১ :** শরিফুল একজন দরিদ্র কৃষক। সে তার জমিতে নিজেই ফসল উৎপাদন করে। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে বছরের কোনো কোনো সময় তার হাতে কোনো কাজ থাকে না।

দৃশ্য-২ : মাহিমা খাতুন একজন শিল্প উদ্যোক্তা। তিনি বিভিন্ন হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষতা অর্জন করেছেন। তিনি ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে তার বাড়িতে একটি হস্তশিল্প কারখানা গড়ে তুলেছেন। তিনি তার উৎপাদিত দ্রব্য বিদেশেও রপ্তানি করেন।

ক. মানবসম্পদ কী? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়? ২

গ. দৃশ্য-১ এ কোন ধরনের বেকারত্ব প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মাহিমা খাতুনের মতো নারীদের কর্মকাণ্ড দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সাহায্য করে। বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১১ আসলাম 'ক' দেশের নাগরিক। দেশের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখানে বেকার সমস্যা বেশি এবং মাথাপিছু আয় মাত্র ৭০০ ডলার। মামুন 'খ' দেশের নাগরিক। সেখানকার শিক্ষার হার প্রায় ৯০% এবং মাথাপিছু আয় ৩৬,০০০ ডলার।

ক. অনুন্নত দেশ কাকে বলে? ১

খ. মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' দেশটির অর্থনীতি কীরূপ তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' এবং 'খ' দেশ দুইটির অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়- ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান- ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. আখের ছোবরা থেকে কাগজ তৈরি হলে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হবে?
ক সেবাগত খ সময়গত গ রূপগত ঘ স্থানগত

২. কৃষিখাতের উন্নয়ন হলে নিচের কোনটি ঘটবে?
ক শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হবে খ কর্মসংস্থান হ্রাস পাবে
গ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে ঘ জীবনযাত্রা ব্যয়বহুল হবে

৩. নিচের কোনটি সম্পদ?
ক বন্যার পানি খ পাখির ডাক গ হাঁসের ডিম ঘ মরুভূমির বালি

৪. ঘাটতি বাজেটের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক মোট আয় = মোট ব্যয় খ মোট আয় > মোট ব্যয়
গ মোট আয় – মোট ব্যয় = ০ ঘ মোট আয় < মোট ব্যয়

৫. বাংলাদেশের জিডিপি গণনার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
ক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান অধিদপ্তর খ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
গ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ইউনিট ঘ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয়

☐ **নিচের চিত্রের আলোকে ৬ ও৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

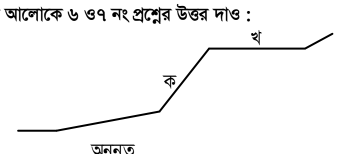

৬. উন্নয়নের মাপকাঠিতে 'ক' দ্বারা কোন ধরনের দেশকে নির্দেশ করে?
ক উন্নত খ উন্নয়নশীল গ আধুনিক ঘ দরিদ্র

৭. উদ্দীপকে 'খ' দেশে–
i. মূলধনের যোগান পর্যাপ্ত ii. শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত
iii. অর্থনীতির প্রধান খাত কৃষি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. উৎপত্তিগত দিক থেকে সম্পদ কত প্রকার?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৯. অলিগোপলি বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা কত?
ক অসংখ্য খ দুইজন গ একজন ঘ কয়েকজন

১০. GDP ও GNI এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক রেমিট্যান্স GDP ও GNI উভয়ের সাথে যুক্ত হয়
খ মাধ্যমিক দ্রব্যের মূল্য GDP তে যোগ হয় এবং GNP হতে বিয়োগ করা হবে
গ GDP = GNI যখন; আমদানি = রপ্তানি
ঘ GDP = GNI যখন; আমদানি > রপ্তানি

১১. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত কয়টি?
ক ৩ খ ৫ গ ১০ ঘ ১২

☐ **নিচের চিত্রের আলোকে ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

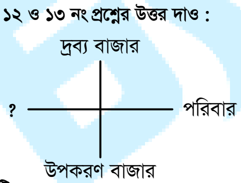

১২. '?' চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে?
ক ভূমি খ মজুরি গ ফার্ম ঘ উৎপাদন

১৩. উদ্দীপকে পরিবারসমূহ–
i. উৎপাদনের উপকরণ বিক্রি করে ii. দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে
iii. খাজনা ও মজুরি আয় করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. নিচের কোনটি অপ্রকাশ্য ব্যয়?
ক কারখানার ভাড়া খ বিদ্যুৎ বিল
গ শ্রমিকের মজুরি
ঘ উদ্যোক্তার নিজস্ব বাড়িতে কারখানা স্থাপন

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ থেকে ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
তানজিনা আখতার একটি ব্যাংকে হিসাব খুলতে গেলে ঐ ব্যাংকের ম্যানেজার জানায় তার ব্যাংক ব্যক্তি পর্যায়ে কোনো হিসেব খোলে না। ম্যানেজার তাকে অন্য একটি ব্যাংকে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। এমতাবস্থায়, সে অন্য একটি ব্যাংকে গিয়ে নিজের নামে একটি হিসেব খুললেন।

১৫. তানজিনা আক্তার যে ব্যাংকে হিসেব খুললেন সেটি কোন ধরনের ব্যাংক?
ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঘ গ্রামীণ ব্যাংক

১৬. তানজিনা আক্তার প্রথমে যে ব্যাংকে হিসেব খুলতে গিয়েছিলেন সে ব্যাংকের কাজ হল–
i. নতুন টাকা ছাপানো ii. মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ
iii. আন্তব্যাংক লেনদেন নিষ্পত্তি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. অর্থনীতিতে চাহিদার শর্ত কয়টি?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

১৮. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক সঞ্চয়ের ভিত্তি বিনিয়োগ খ বিনিয়োগের ভিত্তি সঞ্চয়
গ আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান ঘ আয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান

১৯. BTCL-এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ক Bangladesh Telephone Company Limited
খ Bangladesh Telephone Communication Limited
গ Bangladesh Telecommunication Company Limited
ঘ Bangladesh Telecommunication Community Limited

☐ **উদ্দীপকের আলোকে ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রহিমা খাতুন একটি গার্মেন্টস এ চাকরি নেন। তার উৎপাদিত পণ্য ইউরোপসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়।

২০. রহিমা খাতুনের উৎপাদিত পণ্য কোন বাজারের অন্তর্ভুক্ত?
ক আন্তর্জাতিক বাজার খ জাতীয় বাজার
গ স্বল্পকালীন বাজার ঘ অতিস্বল্পকালীন বাজার

২১. মোট উৎপাদনের সর্বোচ্চ স্তরে–
i. প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য ii. গড় উৎপাদন = প্রান্তিক উৎপাদন
iii. গড় উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করার জন্য কোন ধরনের শুল্ক আরোপ করা হয়?
ক আবগারি শুল্ক খ সম্পূরক শুল্ক গ রপ্তানি শুল্ক ঘ আমদানি শুল্ক

২৩. মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা জাতীয় আয় গণনার অন্তভুক্ত হলে কোনটি ঘটবে?
ক প্রাপ্ত জাতীয় আয় প্রকৃত জাতীয় আয়ের তুলনায় বেশি হবে
খ প্রাপ্ত জাতীয় আয় প্রকৃত জাতীয় আয়ের তুলনায় কম হবে
গ প্রাপ্ত জাতীয় আয় প্রকৃত জাতীয় আয়ের সামন হবে
ঘ জাতীয় আয় পরিমাপ করা যাবে না

২৪. নিচের কোনটি চলতি বাজেটের ব্যয়ের খাতের অন্তভুক্ত?
ক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যয় খ স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ ব্যয়
গ বৈদেশিক অনুদান ঘ বেসরকারি সঞ্চয়

২৫. 'অর্থশাস্ত্র'-এর রচয়িতা কে?
ক অ্যাডাম স্মিথ খ কৌটিল্য গ প্লেটো ঘ এরিস্টটল

২৬. অতিস্বল্পকালীন বাজারের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক দাম স্থির থাকে খ চাহিদা স্থির থাকে
গ যোগান স্থির থাকে ঘ ক্রেতার সংখ্যা স্থির থাকে

২৭. স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক ১৯৯২ খ ১৯৮৫ গ ১৯৮০ ঘ ১৯৭৫

☐ **উদ্দীপকের চিত্রের আলোকে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

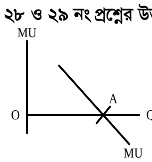

২৮. উদ্দীপকের চিত্রে প্রান্তিক উপযোগ প্রকৃতি কেমন?
ক ক্রমহ্রাসমান খ ক্রমবর্ধমান গ সমান্তরাল ঘ সমানুপাতিক

২৯. উদ্দীপকের চিত্রে 'A' বিন্দু স্তরে–
i. প্রান্তিক উপযোগ শূন্য ii. মোট উপযোগ সর্বোচ্চ
iii. মোট উপযোগ প্রান্তিক উপযোগের সমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. সমবায় ব্যাংকের মধ্যমেয়াদি কৃষিঋণ কত সময়ের জন্য দেয়া হয়?
ক ৬ মাস খ ২ বছর গ ৫ বছর ঘ ১০ বছর

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়- ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান- ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। **দৃশ্যপট-১ :** 'A' দেশে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়। সমাজে বিত্তবান ও সাধারণ জনগণের আয়ের মধ্যে বৈষম্য বেশি থাকে।
দৃশ্যপট-২ : 'B' দেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠান খোলার সুযোগ রয়েছে। তবে এর জন্য সরকারের অনুমোদন নিতে হবে।
ক. অর্থনৈতিক কার্যাবলি কাকে বলে? ১
খ. মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'A' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যপট-১ ও দৃশ্যপট-২ এ নির্দেশিত অর্থব্যবস্থা দুটো তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

২।

A	B	C
ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, তিতাস গ্যাস, চর অঞ্চল	সৃজনশীল প্রতিভা, উৎপাদন, উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মচারীদের সংগঠিত করার ক্ষমতা ও দক্ষতা	পাট, পাট কল, পলিটেকনিক্যাল কলেজ

ক. অর্থনৈতিক দ্রব্য কাকে বলে? ১
খ. ড্রেসিং টেবিলকে চূড়ান্ত দ্রব্য বলা হয় কেন? ২
গ. 'A' এবং 'C' এর বিষয়গুলো কোন ধরনের সম্পদ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'B' এর বিষয়গুলোকে কি অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ বলা যায়? উত্তরে সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩।

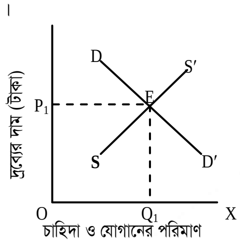

ক. ভোগ কাকে বলে? ১
খ. দাম ও যোগানের সম্পর্ক সমমুখী কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্রের শুধু DD′ রেখাটি ডানে স্থানান্তরিত হলে অর্থনীতিতে এর কীরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

৪।

৫ তলা বিল্ডিং ←	A	→ উৎপাদনের উপকরণ
কর্মচারীগণ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কাজ করেন ←	B	
১ কোটি টাকার মেশিন ও সরঞ্জাম রয়েছে ←	C	
মুনাফা হোক বা না হোক ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ ←	D	

ক. গড় উৎপাদনের সূত্রটি লেখ। ১
খ. মালিকানাগত উপযোগ কীভাবে সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন উপকরণটি বাংলাদেশে সহজে সস্তায় পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উৎপাদনের 'D' উপকরণটি উৎপাদন ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকলে কি সংঘটিত হবে বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

৫। হাসান পাটের আড়তের একজন মালিক। তার আড়তে সবসময় বিভিন্ন ধরনের পাট ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। সম্প্রতি পাটের দাম বেড়ে যাওয়ায় সেও বেশি দামে পাট বিক্রি করতে থাকে। একজন অসাধু ব্যবসায়ী বেশি লাভের আশায় বাজারের সকল পাট ক্রয় ও মজুদ করে রাখে এবং ইচ্ছামত দাম বাড়িয়ে বিক্রি করে।
ক. বাজার কী? ১
খ. স্থানীয় বাজার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে যে বাজারের কথা বলা হয়েছে তার ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শেষ উক্তিটি আংশিকভাবে একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত- মতামত দাও। ৪

৬। **ঘটনা-১ :** জুয়েল একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় কাঁচামাল যেমন- বাঁশ, বেত, শোলা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে ত্রিশজন কর্মী কাজ করে।
ঘটনা-২ : বাতেন সাহেব বসবাসের জন্য একটি পুরোনো ফ্লাট ক্রয় করেন। তার বাচ্চাদের স্কুলে যেতে অসুবিধা হয় বলে তিনি তার বন্ধুর কাছ থেকে একটি গাড়ি ক্রয় করেন।
ক. চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা কী? ১
খ. NNP কীভাবে হিসাব করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জুয়েলের কার্যক্রম মোট জাতীয় আয়ের কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাতেন সাহেবের লেনদেন কি মোট দেশজ উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হবে? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

৭। মানিকের জায়গা জমি কিছু নেই। 'A' নামক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনো কিছু জমা না রেখে কিছু অর্থ তাকে ঋণ দেয়। ঐ অর্থ দিয়ে সে একটি মুরগির খামার গড়ে তোলে ও সংসারে সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনে। তার প্রতিবেশি মিজান সাহেব যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সেটি জনগণকে ঋণ দিতে পারে না। বরং অন্যান্য আর্থিক-প্রতিষ্ঠানের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।
ক. চলতি হিসাব কী? ১
খ. উৎপাদন ক্ষেত্রে কারখানা স্থাপন কোন ধরনের ব্যয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মানিক কোন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে? তার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মিজান সাহেব, যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাজ করেন তার কার্যক্রম বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।

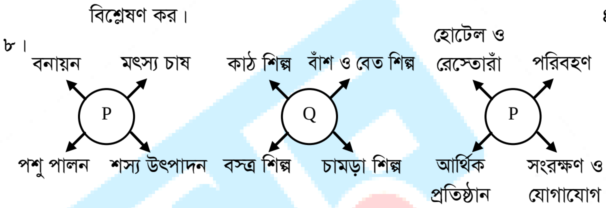

ক. শিল্প কী? ১
খ. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান ২টি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২
গ. 'R' বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতকে নির্দেশ করে? মানবসম্পদ উন্নয়নে এ খাতের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "'P' ও 'Q' খাত অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরস্পর নির্ভরশীল।"–বক্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। **ঘটনা-১ :** এম. এ. পাস বুশরা চাকরি খুঁজে কিন্তু পায় না। তাই সে তার মায়ের পরিচালিত হস্তশিল্পের কাজে সহযোগিতা করে। এতে তার সময় ভালো কাটলেও তাদের হস্তশিল্পের উৎপাদন বা আয় আগের মতই আছে।
ঘটনা-২ : 'A' দেশে কোনো এক বছরের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫২% হলেও পরবর্তী অর্থ বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮.৫২%। কিন্তু এতে করে দেশের জনগণের ভোগ, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।
ক. মানবসম্পদ কী? ১
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঘটনা-১ এ কোন ধরনের বেকারত্ব ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এ তুমি কি মনে কর 'A' দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০।

বাজেট	'P'	→	সরকার যা আয় করে তাই ব্যয় করে।
বাজেট	'Q'	→	সরকার যা আয় করে তার চেয়ে কম ব্যয় করে।
বাজেট	'R'	→	সরকার যা আয় করে তার চেয়ে বেশি ব্যয় করে।

ক. কর কাকে বলে? ১
খ. সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'P' বাজেটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য 'Q' অপেক্ষা 'R' বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক– বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

১১। শফিক একটি ফাইভস্টার হোটেলে দুপুরের খাবার খায়। বিল পাবার পর লক্ষ্য করে বিলের মধ্যে খাবারের দামের সাথে অতিরিক্ত কিছু টাকা পরিশোধের কথা বিল-এ লেখা আছে। শফিকের বাবা বলেন, আমিও আমার বেতনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট হারে সরকারকে দিতে বাধ্য থাকি।
ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে আয় সংগ্রহ করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. হোটেলে শফিক কোন ধরনের কর প্রদান করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শফিকের বাবা বেতন থেকে সরকারকে যে কর প্রদান করেন তার অর্থনীতিতে অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা (চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	গ	২	গ	৩	গ	৪	ঘ	৫	খ	৬	খ	৭	ক	৮	খ	৯	ঘ	১০	গ	১১	ক	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	খ
	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	গ	২০	ক	২১	খ	২২	ক	২৩	ক	২৪	খ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	ক	৩০	খ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ **দৃশ্যপট-১ :** 'A' দেশে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়। সমাজে বিত্তবান ও সাধারণ জনগণের আয়ের মধ্যে বৈষম্য বেশি থাকে।

দৃশ্যপট-২ : 'B' দেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠান খোলার সুযোগ রয়েছে। তবে এর জন্য সরকারের অনুমোদন নিতে হবে।

ক. অর্থনৈতিক কার্যাবলি কাকে বলে? ১
খ. মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'A' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যপট-১ ও দৃশ্যপট-২ এ নির্দেশিত অর্থব্যবস্থা দুটো তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০২

A	B	C
ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, তিতাস গ্যাস, চর অঞ্চল	সৃজনশীল প্রতিভা, উৎপাদন, উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মচারীদের সংগঠিত করার ক্ষমতা ও দক্ষতা	পাট, পাট কল, পলিটেকনিক্যাল কলেজ

ক. অর্থনৈতিক দ্রব্য কাকে বলে? ১
খ. ড্রেসিং টেবিলকে চূড়ান্ত দ্রব্য বলা হয় কেন? ২
গ. 'A' এবং 'C' এর বিষয়গুলো কোন ধরনের সম্পদ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'B' এর বিষয়গুলোকে কি অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ বলা যায়? উত্তরে সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়ার জন্য মানুষকে মূল্য প্রদান করতে হয় তাকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলে।

খ ড্রেসিং টেবিল সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয় তাই এটিকে চূড়ান্ত দ্রব্য বলা হয়।

যে সকল দ্রব্য উৎপাদনের পর সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে চূড়ান্ত দ্রব্য বলা হয়। যেমন- পাউরুটি, রসগোল্লা, চেয়ার ইত্যাদি। এগুলো সরাসরি ভোক্তার ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রয়েছে।

গ 'A' এবং 'C' এর বিষয়গুলো যথাক্রমে প্রাকৃতিক ও উৎপাদিত সম্পদ।

প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যেসব দ্রব্য মানুষের প্রয়োজন মেটায় তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন– ভূমি, বনভূমি, খনিজ সম্পদ, নদ-নদী ইত্যাদি। প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাকে উৎপাদিত সম্পদ বলা হয়। যেমন- কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি কলকারখানা, যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি মানুষ তৈরি করে বলে এগুলো উৎপাদিত সম্পদ।

উদ্দীপকে 'A' তে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, তিতাস গ্যাস, চর অঞ্চল দেখানো হয়েছে, যা প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে মিল রয়েছে। আর 'C' তে পাট, পাটকল, পলিটেকনিক্যাল কলেজ দেখানো হয়েছে, যা উৎপাদিত সম্পদের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, 'A' এবং 'C' এর বিষয়গুলো যথাক্রমে প্রাকৃতিক ও উৎপাদিত সম্পদ।

ঘ 'B' এর বিষয়গুলোকে অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ বলা যায় না।

অর্থনীতিতে সম্পদ হলো সেই সমস্ত জিনিস বা দ্রব্য যেগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হয়। যেমন– ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, টিভি ইত্যাদি দৃশ্যমান বস্তুগত সম্পদ এবং ডাক্তারের সেবা, শিক্ষকের পাঠদান ইত্যাদি অদৃশ্যমান বা অবস্তুগত সম্পদ। অর্থনীতিতে কোনো জিনিসকে সম্পদ বলতে হলে তার উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্যতা, বাহ্যিকতা– এই চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক।

উদ্দীপকে 'B' এর বিষয়গুলো হলো সৃজনশীল প্রতিভা, উৎপাদন, উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মচারীদের সহংগঠিত করার ক্ষমতা ও দক্ষতা। অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্য বা সেবাকে সম্পদ হতে হলে সেগুলোর চারটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। এগুলো হচ্ছে উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্যতা এবং বাহ্যিকতা। মানবিক সম্পদ অর্থনীতিতে সম্পদ নয়, কারণ এর হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা নেই। হস্তান্তরযোগ্যতা বলতে দ্রব্য বা সেবার মালিকানা বদল বা পরিবর্তনকে বোঝায়। আর বাহ্যিকতা হচ্ছে দ্রব্য বা সেবার বাহ্যিক অস্তিত্ব উপলব্ধি করার গুণ। যেমন : কোনো ব্যক্তি গান গাইতে পারে, এটি তার প্রতিভা। আবার কেউ যন্ত্রপাতি মেরামত করতে পারে যা তার বিশেষ দক্ষতা। কিন্তু গান গাওয়ার গুণ বা যন্ত্র মেরামতের দক্ষতার মতো বিষয়গুলো হস্তান্তর করা যায় না। এগুলোর বাহ্যিক অস্তিত্বও নেই।

সুতরাং বলা যায়, 'B' এর বিষয়গুলো মানবিক দিক থেকে সম্পদ হলেও অর্থনীতিরে ভাষায় সম্পদ নয়।

প্রশ্ন ▸ ০৩

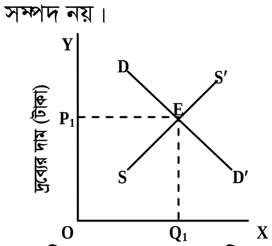

চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ

ক. ভোগ কাকে বলে? ১
খ. দাম ও জোগানের সম্পর্ক সমমুখী কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্রের শুধু DD′ রেখাটি ডানে স্থানান্তরিত হলে অর্থনীতিতে এর কীরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে।

খ দামের সাথে জোগানের সম্পর্ক সমমুখী বা সরাসরি।

কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্যের জোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমার সাথে সাথে জোগানের পরিমাণ কমে। দাম যেদিকে পরিবর্তিত হয় জোগানও সেদিকে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দাম বৃদ্ধি পেলে জোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে জোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। এভাবে দাম ও জোগানের সম্পর্ক সমমুখী বা সরাসরি।

গ উল্লিখিত চিত্রটি অর্থনীতির ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ।

যে দামে চাহিদা ও জোগান পরস্পর সমান হয় তাই হলো ভারসাম্য দাম। ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা-বেচা হয় তাকে ভারসাম্য পরিমাণ বলে। ভারসাম্য দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো :

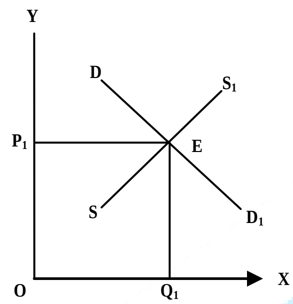

ক্রেতা চেষ্টা করে সর্বনিম্ন দামে দ্রব্যটি ক্রয় করতে। আবার, বিক্রেতা চেষ্টা করে সর্বোচ্চ দামে দ্রব্য বিক্রয় করতে। ক্রেতা-বিক্রেতার দরকষাকষির ফলে এমন একটি দামে দ্রব্যটি ক্রয়-বিক্রয় হয় যেখানে তার চাহিদা ও জোগান পরস্পর সমান। যে দামে চাহিদা ও জোগান সমান হয় তাই হলো ভারসাম্য দাম। প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়েছে। DD_1 ও SS_1 হলো যথাক্রমে দ্রব্যের চাহিদা ও জোগান রেখা। চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্য বিন্দুতে কোনো দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। চিত্রে দেখা যায়, দাম যখন OP_1 হয় কেবল তখনই চাহিদা ও জোগান পরস্পর E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করে সেখানে OQ_1 মোট পরিমাণ নির্দেশ করে। অর্থাৎ OP_1 দামে চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ সমান থাকে এবং দাম বাড়া কিংবা কমার কোনো প্রবণতা থাকে না। কাজেই OP_1 হলো ভারসাম্য দাম এবং ভারসাম্য পরিমাণ হলো OQ_1। সুতরাং বলা যায়, প্রদত্ত চিত্রে দ্রব্যের চাহিদা ও জোগানের সমতার ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম OP_1 নির্ধারিত হয়েছে।

ঘ চিত্রের শুধু DD′ রেখাটি ডানে স্থানান্তরিত হলে অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত প্রভাব পড়বে।

দ্রব্যের জোগান অপরিবর্তিত অবস্থায় দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য অবস্থা এবং দামের পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দাম বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে চাহিদা হ্রাস পেলে দাম কমে যাবে।

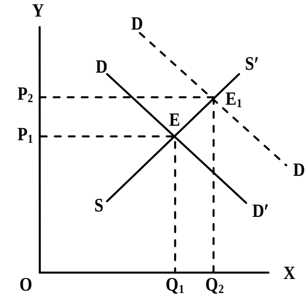

চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ

চিত্রে জোগান স্থির অবস্থায় চাহিদা বৃদ্ধি পেলে চাহিদা রেখা ডানদিকে ওপরে স্থানান্তরিত হয়ে DD হয়। DD চাহিদা রেখা জোগান রেখা SS′ কে E_1 বিন্দুতে ছেদ করে। ফলে P_2 হচ্ছে নতুন ভারসাম্য বিন্দু। এ অবস্থায় OP_2 হচ্ছে নতুন ভারসাম্য দাম ও OQ_2 হচ্ছে নতুন ভারসাম্য পরিমাণ। চিত্রে দেখা যায় $OP_2 > OP_1$ এবং $OQ_1 < OQ_2$। অর্থাৎ জোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ▶ ০৪

৫ তলা বিল্ডিং ←	A	
কর্মচারীগণ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কাজ করেন ←	B	→ উৎপাদনের উপকরণ
১ কোটি টাকার মেশিন ও সরঞ্জাম রয়েছে ←	C	
মুনাফা হোক বা না হোক ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ ←	D	

ক. গড় উৎপাদনের সূত্রটি লেখ। ১

খ. মালিকানাগত উপযোগ কীভাবে সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন উপকরণটি বাংলাদেশে সহজে সস্তায় পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উৎপাদনের 'D' উপকরণটি উৎপাদন ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকলে কি সংঘটিত হবে বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক $\text{গড় উৎপাদন} = \dfrac{\text{মোট উৎপাদনের পরিমাণ}}{\text{মোট শ্রম উপকরণ}}$

খ কোনো অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবার মালিকানা পরিবর্তন করে যে অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি করা হয় তাকে মালিকানাগত উপযোগ বলে।

অনেক সময় কোনো অর্থনৈতিক দ্রব্য বা সেবার মালিকানা পরিবর্তন করলে পূর্বের থেকে বেশি উপযোগ সৃষ্টি হয়। যেমন: অব্যবহৃত জমি কিনে একজন কৃষক চাষাবাদ করে উৎপাদন করতে পারে।

গ উদ্দীপকে 'B' তথা শ্রম উপকরণটি বাংলাদেশে সহজে সস্তায় পাওয়া যায়।

উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। উৎপাদনে চাষি, জেলে, কামার, কুমার তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকের কায়িক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। আবার অফিস-আদালতের কর্মচারী-কর্মকর্তার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকেও শ্রম বলা হয়। একইভাবে শিক্ষকের শিক্ষাদান, ডাক্তারের সেবা ও উকিলের পরামর্শ এক ধরনের শ্রম।

উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন-এ চারটি উপকরণের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটির অনুপস্থিতিতে উৎপাদন সম্ভব নয়। অবশ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে সব উপকরণের গুরুত্ব এক রকম নয়। অবস্থাভেদে কোনো উপকরণ বেশি আবার কোনো উপকরণ কম প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান ও জনবহুল দেশ বিধায় সহজে সস্তায় শ্রম উপকরণটি পাওয়া যায়।

ঘ উৎপাদনের 'D' তথা সংগঠন উপকরণটি উৎপাদন ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকলে উৎপাদন সংঘটিত হবে না।

উৎপাদন ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। উৎপাদন কর্মকাণ্ডে ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব সংগঠক দক্ষতার সাথে যোগ্যতানুযায়ী ভাগ করে দেন। এভাবে কর্মীদের সহায়তায় উৎপাদন ও ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। আর এ কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে কর্মীদের মধ্যে একটি পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক এই অধিকার ও দায়িত্ব কাঠামোই সংগঠন।

সত্যিকার অর্থে সংগঠন ছাড়া উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা প্রায় অসম্ভব। আধুনিক বিশ্বে উৎপাদন কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন জন বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব সংগঠক দক্ষতার সাথে যোগ্যতা অনুযায়ী ভাগ করে দেন। এভাবেই কর্মীদের সহায়তায় উৎপাদন ও ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। সংগঠন হচ্ছে ব্যবসায়ের ভিত্তি। তাই বলা যায়, সংগঠন উপকরণটি উৎপাদন ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকলে উৎপাদন সংঘটিত হবে না।

প্রশ্ন ▶ ০৫ হাসান পাটের আড়তের একজন মালিক। তার আড়তে সবসময় বিভিন্ন ধরনের পাট ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। সম্প্রতি পাটের দাম বেড়ে যাওয়ায় সেও বেশি দামে পাট বিক্রি করতে থাকে। একজন অসাধু ব্যবসায়ী বেশি লাভের আশায় বাজারের সকল পাট ক্রয় ও মজুদ করে রাখে এবং ইচ্ছামত দাম বাড়িয়ে বিক্রি করে।

ক. বাজার কী? ১

খ. স্থানীয় বাজার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে যে বাজারের কথা বলা হয়েছে তার ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শেষ উক্তিটি আংশিকভাবে একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত– মতামত দাও। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **ঘটনা-১ :** জুয়েল একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় কাঁচামাল যেমন- বাঁশ, বেত, শোলা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে ত্রিশজন কর্মী কাজ করে।

ঘটনা-২ : বাতেন সাহেব বসবাসের জন্য একটি পুরোনো ফ্লাট ক্রয় করেন। তার বাচ্চাদের স্কুলে যেতে অসুবিধা হয় বলে তিনি তার বন্ধুর কাছ থেকে একটি গাড়ি ক্রয় করেন।

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা কী? ১

খ. NNP কীভাবে হিসাব করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জুয়েলের কার্যক্রম মোট জাতীয় আয়ের কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাতেন সাহেবের লেনদেন কি মোট দেশজ উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হবে? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা হলো এমন সব পণ্য ও সেবা, যেগুলো ভোক্তাদের সরাসরি ব্যবহার উপযোগী এবং এগুলো আর কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয় না।

খ কোনো দেশের মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় পূরণের ব্যয় বাদ দিয়ে NNP বা নিট জাতীয় উৎপাদন হিসাব করা হয়।

কোনো দেশের মোট আয় থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় পূরণের ব্যয় (Capital Consumption Allowance বা Depreciation) বাদ দিলে যা থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় বলে। মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বলতে উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূলধনের ব্যবহারজনিত যে ক্ষয় হয়, তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় বহন করতে হয়, তাকে বোঝায়।

∴ নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) = মোট জাতীয় আয় (GNI) – অবচয় জনিত ব্যয় (CCA)

গ জুয়েলের কার্যক্রম মোট জাতীয় আয়ের শিল্প খাতের (কুটির শিল্পের) অন্তর্ভুক্ত।

যে শিল্পে ঐতিহ্যবাহী উৎপাদন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী দ্রব্য প্রস্তুতে ২০ জনের কম শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাকে কুটিরশিল্প বলে। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কুটিরশিল্পগুলো তাঁত শিল্প, বাঁশ শিল্প, বেত ও কাঠ শিল্প।

ঘটনা-১ এ জুয়েল একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় কাঁচামাল যেমন- বাঁশ, বেত, শোলা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে ত্রিশজন কর্মী কাজ করে। যা শিল্প খাতের কুটির শিল্পের অন্তর্গত। বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদন গণনার ক্ষেত্রে সকল শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বর্তমান বাজার মূল্য হিসাব করে মোট দেশজ উৎপাদন বের করা হয়। তাই বলা যায় জুয়েলের কার্যক্রম মোট জাতীয় আয়ের শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ বাতেন সাহেবের লেনদেন মোট দেশজ উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে (একটি আর্থিক বছরে) কোনো দেশের অভ্যন্তরে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয়, তার অর্থমূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে।

যে বছরের জিডিপি গণনা করা হয়, তার পূর্বের কোনো বছরের উৎপাদন ঐ আলোচ্য বছরের মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন– পুরাতন গাড়ি, পুরাতন বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয়। এসব দ্রব্য যে বছর উৎপাদিত হয়েছে ঐ বছরের জিডিপির মধ্যে এসবের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি পুনরায় হিসাব করলে এক বছরের আয় আরেক বছরের আয়ের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। অনুরূপভাবে স্টক, বন্ড, কাগজি লেনদেন জিডিপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

ঘটনা-২ এ দেখা যায়, বাতেন সাহেব বসবাসের জন্য একটি পুরানো ফ্ল্যাট ক্রয় করেন। তার বাচ্চাদের স্কুলে যেতে অসুবিধা হয়, তাই তিনি তার বন্ধুর কাছ থেকে একটি গাড়ি ক্রয় করেন। উক্ত লেনদেন দুটি মোট দেশজ উৎপাদনের হিসাব বহির্ভূত। কারণ পুরাতন বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয় এবং পুরাতন গাড়ি ক্রয় উভয়ই জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং বলা যায়, বাতেন সাহেবের লেনদেন মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

প্রশ্ন ▸ ০৭ মানিকের জায়গা জমি কিছু নেই। 'A' নামক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনো কিছু জমা না রেখে কিছু অর্থ তাকে ঋণ দেয়। ঐ অর্থ দিয়ে সে একটি মুরগির খামার গড়ে তোলে ও সংসারে সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনে। তার প্রতিবেশী মিজান সাহেব যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সেটি জনগণকে ঋণ দিতে পারে না। বরং অন্যান্য আর্থিক-প্রতিষ্ঠানের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।

ক. চলতি হিসাব কী? ১

খ. উৎপাদন ক্ষেত্রে কারখানা স্থাপন কোন ধরনের ব্যয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মানিক কোন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে? তার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিজান সাহেব, যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাজ করেন তার কার্যক্রম বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে আমানতের টাকা আমানতকারী যেকোনো সময় উঠাতে পারেন এবং এ আমানতের উপর ব্যাংক কোনো সুদ প্রদান করে না তাই চলতি হিসাব।

খ উৎপাদন ক্ষেত্রে কারখানা স্থাপন অপ্রকাশ্য ব্যয়।

অপ্রকাশ্য ব্যয় বলতে উদ্যোক্তার নিজের শ্রমের মূল্য ও অন্যান্য ব্যয়, স্বনিয়োজিত সম্পদের খরচ যেমন, নিজের বাড়িতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারখানা স্থাপন, অফিস বানানো ইত্যাদি প্রকাশ করে। এ ধরনের ব্যয় ফার্মের হিসাব বইয়ে থাকে না। যেমন, ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের বেতন পৃথকভাবে হিসেব না করে মুনাফাকে তার সেবার পারিশ্রমিক হিসাবে গণনা করে। এ ক্ষেত্রে মালিকের যেকোনো রকমের ভাতাদি অপ্রকাশ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য হয়।

গ মানিক গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। এ ব্যাংক গ্রামের অতি স্বল্প জমির মালিক, ভূমিহীন এবং অন্যান্য অতি দরিদ্র নারী-পুরুষের মাঝে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে। এ ব্যাংক গ্রামের স্বল্প জমির মালিক, ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ও জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে।

উদ্দীপকে মানিকের জায়গা জমি কিছুই নেই। 'A' নামক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কোনো কিছু জমা না রেখে কিছু অর্থ তাকে ঋণ দেয়। ঐ অর্থ দিয়ে সে একটি মুরগির খামার গড়ে তোলে ও সংসারে সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনে। যা গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যাবলির সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, মানিক গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে।

ঘ মিজান সাহেব কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কাজ করেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এ ব্যাংক নোট ও মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার মান সংরক্ষণ, মুদ্রাবাজার সংগঠন ও পরিচালনা এবং সরকারের আর্থিক উপদেস্টা ও ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকে মিজান সাহেব যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সেটি জনগণকে ঋণ দিতে পারে না বরং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। যা মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ নির্দেশ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ, বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখতে সর্বদা সচেস্ট থাকে। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঋণের স্বল্পতা ও আধিক্য উভয়ই ক্ষতিকর। কোনো দেশের অর্থনীতিতে ঋণের আধিক্য হলে মুদ্রাস্ফীতি হয়। আর ঋণের স্বল্পতার জন্য মুদ্রা সংকোচন ঘটে। এসব সমস্যা যাতে না ঘটে সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। আবার বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য আনয়ন ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এ ব্যাংক সরকারের পক্ষ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক উপরিউক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▸ ০৮

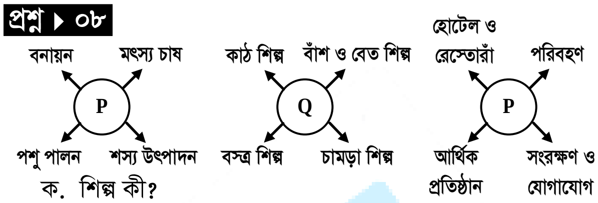

ক. শিল্প কী? ১

খ. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান ২টি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২

গ. 'R' বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতকে নির্দেশ করে? মানবসম্পদ উন্নয়নে এ খাতের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "'P' ও 'Q' খাত অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরস্পর নির্ভরশীল।"–বক্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৯ **ঘটনা-১ :** এম. এ. পাস বুশরা চাকরি খুঁজে কিন্তু পায় না। তাই সে তার মায়ের পরিচালিত হস্তশিল্পের কাজে সহযোগিতা করে। এতে তার সময় ভালো কাটলেও তাদের হস্তশিল্পের উৎপাদন বা আয় আগের মতই আছে।

ঘটনা-২ : 'A' দেশে কোনো এক বছরের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫২% হলেও পরবর্তী অর্থ বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮.৫২%। কিন্তু এতে করে দেশের জনগণের ভোগ, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ক. মানবসম্পদ কী? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ কোন ধরনের বেকারত্ব ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ তুমি কি মনে কর 'A' দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ১০

বাজেট	'P' →	সরকার যা আয় করে তাই ব্যয় করে।
বাজেট	'Q' →	সরকার যা আয় করে তার চেয়ে কম ব্যয় করে।
বাজেট	'R' →	সরকার যা আয় করে তার চেয়ে বেশি ব্যয় করে।

ক. কর কাকে বলে? ১

খ. সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'P' বাজেট কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য 'Q' অপেক্ষা 'R' বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক– বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার জনগণের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ আদায় করে কিন্তু তার বিনিময়ে জনগণ সরকার থেকে সরাসরি বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধা আশা করতে পারে না, তাকে কর বলে।

খ অতিরিক্ত অর্থের জোগান দিতে সরকার সম্পূরক শুল্ক আরোপ করে থাকে।

আবগারি শুল্ক বা মূল্য সংযোজন কর বা আমদানি শুল্ক আরোপের পরেও বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর যে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয় তাকে সম্পূরক শুল্ক বলে। সাধারণত বিলাসজাত দ্রব্য ও সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়। যেমন– সিরামিক টাইলসের ওপর সম্পূরক শুল্ক।

গ 'P' বাজেটটি সুসম বাজেট।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান হলে তাকে সুষম বাজেট বলে। এ বাজেটে আয়ের সাথে সংগতি রেখে ব্যয় করা হয় বলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকে, যার ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। তবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব দূর করতে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে এবং জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করতে এটি সহায়ক নয়।

উদ্দীপকে বাজেট 'P'→ সরকার যা আয় করে তাই ব্যয় করে। অর্থাৎ দেশটির প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান। আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান হওয়াতে দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। তাই বলা যায়, 'P' বাজেটটি সুষম বাজেট।

ঘ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য 'Q' তথা উদ্বৃত্ত অপেক্ষা 'R' তথা ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক– মন্তব্যটি যথার্থ।

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলা হয়। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা সার্বিক উন্নয়নের গতি বজায় রাখতে ঘাটতি বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজন হয়।

উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের অভাবে উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় ঘাটতি বাজেট ও সরকারি ঋণ গ্রহণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য। ঘাটতি বাজেট প্রণীত হলে মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে। তবে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ স্তরে ঘাটতি বাজেট মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় না, বরং উৎপাদন বাড়ায়। তাই উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের গতি বজায় রাখার লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ/মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বৈষম্য দেখা দিতে পারে।

উদ্দীপকে বাজেট 'Q' → সরকার যা আয় করে তার চেয়ে কম ব্যয় করে। এ বাজেটে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকাই এটি উদ্বৃত্ত বাজেট। আবার বাজেট 'R' → সরকার যা আয় করে তার চেয়ে বেশি ব্যয় করে। যা ঘাটতি বাজেটকে নির্দেশ করে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ/মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বৈষম্য দেখা দিতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে 'R' বাজেটটি মঙ্গলজনক।

প্রশ্ন ▶ ১১ শফিক একটি ফাইভস্টার হোটেলে দুপুরের খাবার খায়। বিল পাবার পর লক্ষ করে বিলের মধ্যে খাবারের দামের সাথে অতিরিক্ত কিছু টাকা পরিশোধের কথা বিল-এ লেখা আছে। শফিকের বাবা বলেন, আমিও আমার বেতনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট হারে সরকারকে দিতে বাধ্য থাকি।

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১

খ. সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে আয় সংগ্রহ করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হোটেলে শফিক কোন ধরনের কর প্রদান করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শফিকের বাবা বেতন থেকে সরকারকে যে কর প্রদান করেন তার অর্থনীতিতে অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণসংক্রান্ত বিষয়াবলি আলোচনা হয়, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

খ বাংলাদেশ একটি নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জনকল্যাণ সাধন, প্রশাসন পরিচালনা, দেশ রক্ষা ইত্যাদি কাজে সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করে। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে আয় সংগ্রহ করতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস প্রধানত দুটি। যথা- (ক) কর রাজস্ব ও (খ) করবহির্ভূত রাজস্ব।

গ হোটেলে শফিক মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রদান করেছে।

উৎপাদন ক্ষেত্রে কাঁচামাল থেকে শুরু করে চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি স্তর বা ধাপ অতিক্রম করতে হয়। উৎপাদনের এরূপ বিভিন্ন স্তরে যে মূল্য সংযোজিত হয় তার ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে যে কর আরোপ করা হয় তাকে মূল্য সংযোজন কর (Value Added Tax-VAT) বলে। এটি একটি পরোক্ষ কর। আমদানিকৃত দ্রব্য ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্য এবং বিভিন্ন সেবা খাতের উপর ভ্যাট আরোপ করা হয়।

উদ্দীপকে শফিক একটি ফাইভস্টার হোটেলে দুপুরের খাবার খায়। বিল পাবার পর লক্ষ করে বিলের মধ্যে খাবারের দামের অতিরিক্ত কিছু টাকা পরিশোধের বিল এ লেখা আছে। এই অতিরিক্ত মূল্যই হলো মূল্য সংযোজন কর। যা চাইলেও ফাঁকি দিতে পারে না। আইনগতভাবে সে অতিরিক্ত মূল্য দিতে বাধ্য। তাই বলা যায়, হোটেলের শফিক মূল্য সংযোজন কর প্রদান করেছে।

ঘ শফিকের বাবা বেতন থেকে সরকারকে আয়কর প্রদান করেন। অর্থনীতিতে আয়করের অবদান অপরিসীম।

কোনো ব্যক্তির বা কোম্পানির আয়ের ওপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আয়কর বলে। এটি সরকারের আয়ের একটি অন্যতম উৎস। বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে নির্দিষ্ট আয়ের ওপর আয়কর ধার্য করে তা আদায় করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে শফিকের বাবা বেতনের একটি নির্দষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট হারে সরকারকে দেন। তার প্রদান করা এ অর্থ হচ্ছে আয়কর। আয়কর থেকে সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ও পরিবহণ, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশাসন পরিচালনা, দেশরক্ষা ইত্যাদি কাজে সরকারকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস থেকে আয় সংগ্রহ করতে হয়। তন্মধ্যে আয় ও মুনাফার ওপর কর অন্যতম। আবার রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য প্রতিটি দেশকেই অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। সরকার কর্তৃক ব্যয়কৃত এ অর্থের সিংহভাগই আসে কর রাজস্ব থেকে। আর এ কর রাজস্বের অন্যতম উৎস আয়কর।

সুতরাং বলা যায়, প্রতিটি দেশের অর্থনীতিতে আয়কর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বরিশাল বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. রিদোয়ান নিজের বাড়িতে তাঁতের মাধ্যমে কাপড় তৈরি করে বাজারে বিক্রি করেন। রিদোয়ান কোন শিল্পে কর্মরত?
ক বৃহৎ খ মাঝারি গ ক্ষুদ্র ঘ কুটির

২. দরিদ্র বলে গণ্য করা যায়, যাদের–
i. ভোগ বেশি ii. আয় কম iii. সম্পদ কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ইলিয়াস সাহেবের কর্মরত ব্যাংকটিতে পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে। উক্ত ব্যাংকের ১৪% শেয়ারের মালিক সরকার।

৩. ইলিয়াস সাহেবের কর্মরত ব্যাংকটির নাম কী?
ক সমবায় ব্যাংক খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ কৃষি ব্যাংক ঘ গ্রামীণ ব্যাংক

৪. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যাংকটি ঋণ প্রদান করে–
i. কৃষিভিত্তিক শিল্পে ii. বৃহৎ শিল্পে iii. আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম কোনটি?
ক বয়স্ক ভাতা খ কাজের বিনিয়োগের খাদ্য
গ ভিজিএফ কর্মসূচি ঘ ভিজিডি কর্মসূচি

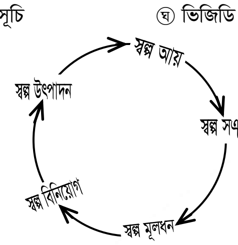

৬. উপরের চক্রটির প্রবর্তক কোন অর্থনীতিবিদ?
ক অধ্যাপক র‍্যাগনার নার্কস খ অধ্যাপক মার্শাল
গ অধ্যাপক এল রবিনস্ ঘ অ্যাডাম স্মিথ

৭. সরকার টোল আদায় করে কোনটি থেকে?
ক কারখানা খ হাট গ সেতু ঘ পেট্রোল পাম্প

৮. কোনটি উন্নয়ন বাজেট?
ক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খ প্রতিরক্ষা
গ জনপ্রশাসন ঘ সামাজিক নিরাপত্তা

৯. বাংলাদেশে অর্থবছর হলো–
ক জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর খ জুলাই থেকে জুন
গ জুন থেকে জুলাই ঘ এপ্রিল থেকে মার্চ

১০. সর্বপ্রথম কোন সভ্যতার যুগে অর্থনীতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল?
ক ফরাসি সভ্যতা খ রোমান সভ্যতা গ হিব্রু সভ্যতা ঘ গ্রিক সভ্যতা

১১. বাণিজ্যবাদের সময়কাল কখন?
ক ১৫৮০–১৭৭০ খ ১৫৯০–১৭৮০ গ ১৫৯৫–১৭৮৫ ঘ ১৫৯৫–১৭৯০

১২. ইংল্যান্ড শিল্পপণ্য রপ্তানি করে কী আমদানি করত?
ক কৃষি উপকরণ খ যন্ত্রপাতি গ পোশাক ঘ মূল্যবান ধাতু

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মিনহাজ সাহেবের একটি ব্যাংকে দশ লক্ষ টাকা জমা ছিল। সেই টাকা থেকে গত মাসে তিনি আট লক্ষ টাকা দিয়ে একটি মেশিন ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করেন।

১৩. মিনহাজ সাহেবের বর্তমান সঞ্চয়ের পরিমাণ কত?
ক দুই লক্ষ টাকা খ চার লক্ষ টাকা গ আট লক্ষ টাকা ঘ দশ লক্ষ টাকা

১৪. নতুন দ্রব্যগুলো কেনার ফলে মিনহাজ সাহেবের কারখানার–
i. উৎপাদন বাড়বে ii. আয় বাড়বে iii. ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. 'বাইন' কোন বনভূমির বৃক্ষ?
ক পাহাড়ী বন খ ম্যানগ্রোভ বন গ শালবন ঘ জলাভূমির বন

১৬. বাজার চাহিদা কী ধরনের ধারণা?
ক ব্যষ্টিক খ ক্ষুদ্র গ সামষ্টিক ঘ ব্যক্তিগত

১৭. দ্রব্যের যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি কোনটির উপর নির্ভরশীল?
ক চাহিদা খ আয় গ সামর্থ্য ঘ দাম

১৮. পরিবহণ ব্যবস্থা কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে?
ক রূপগত খ সময়গত গ স্থানগত ঘ সেবাগত

১৯. জুয়েলের জমিতে প্রথম বছরে পাঁচজন শ্রমিকের উৎপাদন ২০ মণ ধান। দ্বিতীয় বছরে ছয়জন শ্রমিকের উৎপাদন ২৩ মণ ধান। ষষ্ঠ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন কত?
ক ৩ মণ খ ৪ মণ গ ৫ মণ ঘ ৬ মণ

২০. উৎপাদনের কোন উপাদানটি ঝুঁকি বহন করে?
ক ভূমি খ শ্রম গ মূলধন ঘ সংগঠন

২১. কোন বাজারে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে যোগান সাড়া দিতে পারে না?
ক অতি স্বল্পকালীন খ স্বল্পকালীন
গ দীর্ঘকালীন ঘ অতি দীর্ঘকালীন

২২. বিজ্ঞাপনের প্রভাব বিরাজ করে–
i. একচেটিয়া বাজারে
ii. অলিগোপালি বাজারে
iii. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. কোন বাজারে নির্ধারিত দামের ওপর ক্রেতা বা বিক্রেতা এককভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না?
ক পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে খ একচেটিয়া বাজারে
গ ডুয়োপলি বাজারে ঘ অলিগোপলি বাজারে

২৪. জাতীয় আয় গণনার সময় কোন পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচনা করা হয়?
ক প্রাথমিক খ চূড়ান্ত গ মাধ্যমিক ঘ মূলধনী

২৫. জিডিপির নির্ধারক কয়টি?
ক ২টি খ ৩টি গ ৪টি ঘ ৫টি

২৬. রিপন সাহেবের একটি হাঁস-মুরগির ফার্ম আছে। এটি জাতীয় আয়ের কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত?
ক শিল্প খ সেবা গ কৃষি ঘ বাণিজ্য

২৭. কতসালে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক ১৯৭১ খ ১৯৭২ গ ১৯৭৩ ঘ ১৯৭৪

☐ **নিম্নের ছকটি দেখে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
নাবিল টিফিনের সময়ে কলা খায়। তার উপযোগ সূচি নিম্নরূপ :

দ্রব্যের একক (কলা)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৬
২য়	৪
৩য়	২
৪র্থ	০

২৮. ২য় কলা ভোগ করার পর নাবিল কত টাকার মোট উপযোগ লাভ করে?
ক ৬ টাকা খ ৮ টাকা গ ১০ টাকা ঘ ১২ টাকা

২৯. সময়ের ব্যবধান বেশি হলে নাবিলের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি–
i. অকার্যকর হবে
ii. কার্যকর হবে
iii. ব্যতিক্রম ঘটবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার শতকরা কত (আদমশুমারি ২০১৮-২০১৯)?
ক ৭৩.৪% খ ৭৪.৪% গ ৭৫.৪% ঘ ৭৬.৪%

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 141

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। জনাব আবেদ আলী একজন কৃষক। তিনি বাড়ির পাশের উঁচু জমিতে লাউ, কুমড়া, পটলসহ বিভিন্ন সবজি উৎপাদন করেন। উৎপাদিত সবজি তিনি বাড়ির পাশে একটি বাজারে বিক্রয় করেন। সবজি বিক্রির পর প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তিনি তার মেয়ের জন্য শহরের একটি মার্কেটে কাপড় কিনতে যান। কয়েকটি দোকান ঘুরে তিনি বিক্রেতার সাথে দরকষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে কাপড় ক্রয় করেন।

ক. আন্তর্জাতিক বাজার কাকে বলে? ১
খ. দীর্ঘকালীন বাজারে চাহিদার পরিবর্তনের সাথে যোগানের পরিবর্তন সম্ভব কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সবজির বাজারের ধরন চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তোমার মতে উদ্দীপকের পোশাকের বাজার নিয়ন্ত্রণে বাহ্যিক কোনো প্রভাব আছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। সম্প্রতি বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত জমিতে চাষাবাদের জন্য ‘বিনাধান-১০’ নামে একটি ধানের বীজ উদ্ভাবিত হয়েছে। ফলে সেখানে অনাবাদী জমিতে এখন ধান চাষ হচ্ছে, যা আমাদের দেশের খাদ্যের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া দেশের দক্ষিণাঞ্চলে হঠাৎ করে উজানের ঢল নেমে আসায় প্রবল বন্যার সৃষ্টি হলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য বিশ্বের অনেক দেশ খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

ক. মাথাপিছু জিডিপি কী? ১
খ. নিট জাতীয় আয় কীভাবে নির্ণয় করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে উদ্ভাবিত ‘বিনাধান-১০’ জিডিপি এর কোন নির্ধারককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা জিডিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে কি? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। সূচিটি লক্ষ্য করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	১ম বিক্রেতার যোগান (একক)	২য় বিক্রেতার যোগান (একক)
৩০০	৪০	৩০
৩৫০	৫০	৪৫
৪০০	৬০	৫৫

ক. ভোগ কাকে বলে? ১
খ. অর্থনীতিতে সকল আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলা যায় না কেন? ২
গ. উপরের সূচির আলোকে ১ম বিক্রেতার যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উপরের সূচির আলোকে বাজার যোগান রেখা অঙ্কন করা সম্ভব কি? আলোচনা করো। ৪

৪। মালিহা ও রিয়া বান্ধবী। দুজনই পড়াশুনা শেষ করে ভিন্ন দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। মালিহা কর্মরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি অর্থ জমাদানকারীকে চাওয়া মাত্র অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। তার প্রতিষ্ঠান সাধারণত স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। অপরদিকে রিয়া কর্মরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি স্বল্প সুদে পারস্পরিক সহায়তাকারী দলকে ঋণ প্রদান করে।

ক. প্রতীক মুদ্রা কী? ১
খ. অর্থকে স্থগিত লেনদেনের বাহন বলা হয় কেন? ২
গ. রিয়া কোন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. “মালিহার কর্মরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্যেই হলো মুনাফা অর্জন।”–উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। মরিয়ম বেগম সরকারি একটি হাসপাতালে চাকরি করেন। সেখানে তিনি রুগীদের আন্তরিকভাবে যত্ন নেন এবং ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধপত্র খাওয়ানোর ফলে রুগীরা সুস্থ হয়ে উঠেন। সম্প্রতি তিনি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে শহরে একটি জমি ক্রয় করেন এবং বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন।

ক. গড় উৎপাদন কী? ১
খ. সামাজিক ব্যয় ব্যক্তিগত ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন? ২
গ. মরিয়ম বেগমের কার্যাবলির মাধ্যমে যে উপযোগের সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মরিয়ম বেগমের সর্বশেষ কাজটির ফলে কোনো উপযোগের সৃষ্টি হয়েছে কি? যুক্তিসহকারে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। বৃদ্ধা মেহেরজান নদীর বাঁধে একটি কুঁড়ে ঘরে বাস করেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে কোনোরকমে দিনাতিপাত করেন। বর্তমানে সরকার তার মতো মানুষদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য বয়স্কভাতা, ভিজিএফ কার্ড, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? ১
খ. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন কেন? ২
গ. মেহেরজান এর অবস্থা অর্থনীতির কোন ধারণাটিকে প্রতিফলিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দেশের দারিদ্র্য নিরসনে যথেষ্ট কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৭। আশরাফুল ও আনোয়ার দুই ভাই। আশরাফুল কৃষি কাজ করেন। আবহাওয়াজনিত কারণে সারাবছর কৃষিকাজ করা সম্ভব হয় না। এজন্য বছরের কিছু সময় কাজ না থাকায় তাকে কর্মহীন থাকতে হয়। অপরদিকে আনোয়ার ঢাকা শহরের একটি ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন। সম্প্রতি তার অন্য একটি ফ্যাক্টরিতে চাকরি হওয়ায় সেখানে যোগদানের জন্য বাসায় অবসর সময় কাটাচ্ছেন।

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কী? ১
খ. নারীদের ঘরে রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় কেন? ২
গ. ‘আনোয়ার’ এর ক্ষেত্রে কোন ধরনের বেকারত্ব সৃষ্টি হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব আশরাফুলের বেকারত্বের ধরণ নির্ণয়পূর্বক তা নিরসনে করণীয় আলোচনা করো। ৪

৮। রিতু তার বাবার সাথে বাজারে গিয়ে এক জোড়া ভালো ব্র্যান্ডের জুতা কিনল। রিতু দেখল যে তার বাবা জুতার মূল্যের সাথে আরও অতিরিক্ত অর্থ দোকানদারকে পরিশোধ করলেন। সে তার বাবার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তার বাবা বললেন, এই অতিরিক্ত অর্থ হলো সরকারের এক ধরনের আয়। রিতুর বাবা আরও বললেন যে, বাংলাদেশের পদ্মা সেতুতে গাড়ি পারাপারে যে টাকা আদায় করা হয় তাও সরকারের এক ধরনের আয়।

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য ঘাটতি বাজেট প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সেতুতে গাড়ি পারাপারে আদায়কৃত রাজস্ব এর ধরন চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে রিতুর বাবা কর্তৃক পরিশোধিত অতিরিক্ত অর্থের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। নুশরাত ও মিল্টন ভিন্ন দুটি দেশের বাসিন্দা। নুশরাতের দেশের অর্থব্যবস্থায় যাবতীয় সম্পদ মানবকল্যাণে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে মিল্টনের দেশের অর্থব্যবস্থা সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এখানে সরকার প্রয়োজনে উৎপাদন ও ভোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ক. বাণিজ্যবাদ কী? ১
খ. মুদ্রাস্ফীতি ঘটে কেন? ২
গ. নুশরাতের দেশের অর্থব্যবস্থা চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিশ্বের অধিকাংশ দেশে মিল্টনের দেশের মত অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান কি? মতামত দাও। ৪

১০। সূচিটি লক্ষ্য করো এবং প্রশ্নগুলো উত্তর দাও :

কমলার একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৪	৪
২য়	৭	৩
৩য়	৯	২
৪র্থ	১০	১
৫ম	১০	০
৬ষ্ঠ	৯	–১

ক. অর্থনৈতিক দ্রব্য কাকে বলে? ১
খ. দাম ও চাহিদার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সূচিটি অর্থনীতিতে কোন বিধিকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. একজন যৌক্তিক ভোক্তা সূচির উল্লিখিত দ্রব্যটির ষষ্ঠ একক ভোগ করবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। মিসেস সুলতানা একজন নারী উদ্যোক্তা। তার একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। পোশাক কারখানার প্রাপ্ত আয় থেকে পারিবারিক খরচ বাদে অবশিষ্ট অংশ তিনি ব্যাংকে গচ্ছিত রাখেন। এ বছর তিনি জমাকৃত অর্থ দিয়ে নতুন একটি কাপড় তৈরির কারখানা স্থাপন করেছেন। কারখানাটিতে অনেক শ্রমিক কাজ করছে।

ক. দুষ্প্রাপ্যতা কী? ১
খ. উৎপাদিত সম্পদ কীভাবে সৃষ্টি হয়? ২
গ. জনাব সুলতানার আয়ের অবশিষ্ট অর্থকে অর্থনীতিতে কী নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্দীপকের দ্বিতীয় উদ্যোগটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা (বরিশাল বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ঘ	২	গ	৩	ক	৪	খ	৫	ক	৬	ক	৭	গ	৮	ক	৯	খ	১০	গ	১১	খ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	খ
	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	ক	২০	ঘ	২১	ক	২২	গ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	খ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জনাব আবেদ আলী একজন কৃষক। তিনি বাড়ির পাশের উঁচু জমিতে লাউ, কুমড়া, পটলসহ বিভিন্ন সবজি উৎপাদন করেন। উৎপাদিত সবজি তিনি বাড়ির পাশে একটি বাজারে বিক্রয় করেন। সবজি বিক্রির পর প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তিনি তার মেয়ের জন্য শহরের একটি মার্কেটে কাপড় কিনতে যান। কয়েকটি দোকান ঘুরে তিনি বিক্রেতার সাথে দরকষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে কাপড় ক্রয় করেন।

ক. আন্তর্জাতিক বাজার কাকে বলে? ১

খ. দীর্ঘকালীন বাজারে চাহিদার পরিবর্তনের সাথে জোগানের পরিবর্তন সম্ভব কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সবজির বাজারের ধরন চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার মতে উদ্দীপকের পোশাকের বাজার নিয়ন্ত্রণে বাহ্যিক কোনো প্রভাব আছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০২ সম্প্রতি বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত জমিতে চাষাবাদের জন্য 'বিনাধান-১০' নামে একটি ধানের বীজ উদ্ভাবিত হয়েছে। ফলে সেখানে অনাবাদী জমিতে এখন ধান চাষ হচ্ছে, যা আমাদের দেশের খাদ্যের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া দেশের দক্ষিণাঞ্চলে হঠাৎ করে উজানের ঢল নেমে আসায় প্রবল বন্যার সৃষ্টি হলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য বিশ্বের অনেক দেশ খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

ক. মাথাপিছু জিডিপি কী? ১

খ. নিট জাতীয় আয় কীভাবে নির্ণয় করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উদ্ভাবিত 'বিনাধান-১০' জিডিপি এর কোন নির্ধারককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা জিডিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে কি? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনপ্রতি বার্ষিক আয়কে মাথাপিছু আয় বা মাথাপিছু জিডিপি বলে।

খ কোনো দেশের মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় পূরণের ব্যয় (Capital Consumption Allowance বা Depreciation) বাদ দিয়ে নিট জাতীয় আয় নির্ণয় করতে হয়। মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বলতে উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূলধনের ব্যবহারজনিত যে ক্ষয় হয়, তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় বহন করতে হয়, তাকে বোঝায়।

নিট জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্র :

NI = মোট জাতীয় আয় (GNI) – অবচয়জনিত ব্যয় (CCA)

গ উদ্দীপকে উদ্ভাবিত 'বিনাধান-১০' জিডিপি এর প্রযুক্তি নির্ধারককে নির্দেশ করে।

প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। যেমন নতুন আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও দক্ষতা উন্নতি, নতুন মালামালের আবিষ্কার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষি খাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজির উৎপাদনও বেড়েছে। প্রযুক্তি মূলত উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে একই সমান উৎপাদন উপকরণ দিয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্প্রতি বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত জমিতে চাষাবাদের জন্য 'বিনাধান-১০' নামে একটি ধানের বীজ উদ্ভাবিত হয়েছে। ফলে সেখানে অনাবাদী জমিতে এখন ধান চাষ হচ্ছে, যা আমাদের দেশের খাদ্যের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই বলা যায়, 'বিনাধান-১০' জিডিপি এর প্রযুক্তি নির্ধারককে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা জিডিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে হঠাৎ করে উজানের ঢল নেমে আসায় প্রবল বন্যার সৃষ্টি হলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য বিশ্বের অনেক দেশ খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এগুলো বিনামূল্যে ব্যবহৃত সেবা ও দ্রব্য। তাই এগুলো জিডিপি হিসাববহির্ভূত।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বলে। অর্থনীতিতে এমন কিছু দ্রব্য ও সেবা রয়েছে যেগুলো বাজারের মাধ্যমে বেচা-কেনা হয় না। যেমন– মা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন, মহিলাদের রান্নাবান্না ইত্যাদি সাংসারিক কাজকর্ম, গায়ক কর্তৃক বন্ধুদের গান শোনানো ইত্যাদি কোনো পণ্য নয়। এ জন্য জিডিপি গণনায় এসব অপণ্যায়িত সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

সুতরাং বলা যায়, খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা জিডিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

প্রশ্ন ▶ ০৩ সূচিটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	১ম বিক্রেতার জোগান (একক)	২য় বিক্রেতার জোগান (একক)
৩০০	৪০	৩০
৩৫০	৫০	৪৫
৪০০	৬০	৫৫

ক. ভোগ কাকে বলে? ১
খ. অর্থনীতিতে সকল আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলা যায় না কেন? ২
গ. উপরের সূচির আলোকে ১ম বিক্রেতার জোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উপরের সূচির আলোকে বাজার জোগান রেখা অঙ্কন করা সম্ভব কি? আলোচনা করো। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে।

খ অর্থনীতিতে চাহিদা হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। যেমন– ১. কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা, ২. ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য, এবং ৩. অর্থ ব্যয় করে দ্রব্যটি ক্রয়ের ইচ্ছা। সুতরাং ক্রেতার একটি পণ্য নির্দিষ্ট সময়ে কেনার আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য এবং নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করার ইচ্ছা থাকলে তাকে অর্থনীতিতে চাহিদা (Demand) বলা হয়। তাই বলা যায়, অর্থনীতিতে সব আকাঙ্ক্ষাই চাহিদা নয়।

গ উপরের সূচির আলোকে ১ম বিক্রেতার জোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো–

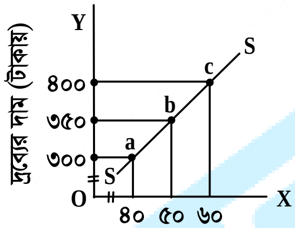

জোগানের পরিমাণ (একক)

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) জোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম দেখানো হয়েছে। জোগান সূচি অনুযায়ী, দাম যখন ৩০০ টাকা তখন জোগানের পরিমাণ ৪০ একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। এভাবে দ্রব্যের দাম বেড়ে ৩৫০ ও ৪০০ টাকা হলে জোগানের পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ৫০ ও ৬০ একক হয়, যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b ও c। এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে SS রেখা পাওয়া যায়। এই SS রেখাই উদ্দীপকের সূচি অনুযায়ী অঙ্কিত জোগান রেখা।

ঘ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বাজারের সব বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য জোগান দেন তাকে বাজার জোগান বলে।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন বিক্রেতা বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ দ্রব্য জোগান দেন তাকে ব্যক্তিগত জোগান বলে। সব বিক্রেতার ব্যক্তিগত জোগান সূচি যোগ করে বাজার জোগান সূচি তৈরি করা যায়। বাজারে দুইজন বিক্রেতা থাকলে অর্থাৎ ১ম বিক্রেতার জোগান S_1 ও ২য় বিক্রেতার জোগান S_2 হলে বাজার জোগানের পরিমাণ হবে $S = S_1 + S_2$।

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	১ম বিক্রেতার জোগান (একক) (S_1)	২য় বিক্রেতার জোগান (একক) (S_2)	বাজার জোগান ($S_1 + S_2$)
৩০০	৪০	৩০	৪০ + ৩০ = ৭০
৩৫০	৫০	৪৫	৫০ + ৪৫ = ৯৫
৪০০	৬০	৫৫	৬০ + ৫৫ = ১১৫

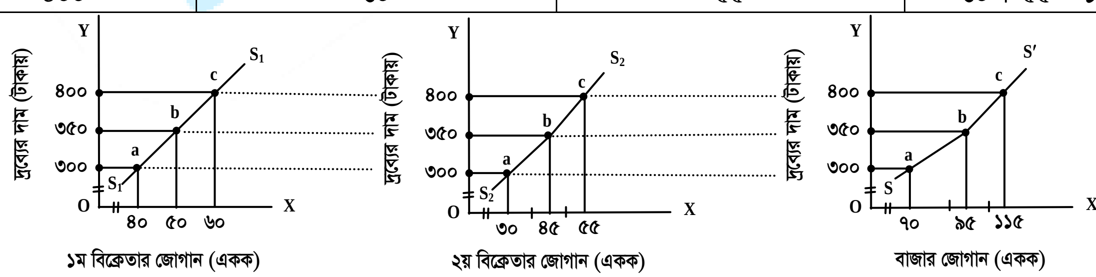

উপরের রেখাচিত্রে ১ম ও ২য় বিক্রেতার জোগান রেখা যথাক্রমে S_1S_1 এবং S_2S_2। দ্রব্যের দাম যখন ৩০০ টাকা, তখন ১ম ও ২য় বিক্রেতার জোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০ ও ৩০ একক এবং বাজার জোগান হবে (৪০ + ৩০) = ৭০ একক যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। দাম বেড়ে ৩৫০ টাকা হওয়ায় ১ম ও ২য় বিক্রেতার ব্যক্তিগত জোগানের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ৫০ ও ৪৫ একক এবং বাজার জোগান (৫০ + ৪৫) = ৯৫ একক, যা চিত্রে b বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। দাম আরো বেড়ে ৪০০ টাকা হওয়ায় ১ম ও ২য় বিক্রেতার জোগানের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ৬০ ও ৫৫ একক। বাজার জোগানের পরিমাণ হবে (৬০ + ৫৫) = ১১৫ একক, যা চিত্রে c বিন্দুতে নির্দেশিত হয়েছে। এখন a, b ও c বিন্দু যোগ করে আমরা SS′ রেখা অঙ্কন করি যা উদ্দীপকের ১ম ও ২য় বিক্রেতার জোগান সূচির আলোকে অঙ্কিত বাজার জোগান রেখা।

প্রশ্ন ▶ ০৪ মালিহা ও রিয়া বান্ধবী। দুজনই পড়াশুনা শেষ করে ভিন্ন দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। মালিহা কর্মরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি অর্থ জমাদানকারীকে চাওয়া মাত্র অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। তার প্রতিষ্ঠান সাধারণত স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। অপরদিকে রিয়া কর্মরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি স্বল্প সুদে পারস্পরিক সহায়তাকারী দলকে ঋণ প্রদান করে।

ক. প্রতীক মুদ্রা কী? ১

খ. অর্থকে স্থগিত লেনদেনের বাহন বলা হয় কেন? ২

গ. রিয়া কোন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "মালিহার কর্মরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্যেই হলো মুনাফা অর্জন।"—উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মুদ্রার ধাতব মূল্য তার দৃশ্যমান মূল্যের চেয়ে কম থাকে তাকে প্রতীক মুদ্রা বলে।

খ স্থগিত লেনদেন বলতে ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনাকে নির্দেশ করে। এসব দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ অর্থের মাধ্যমেই করা হয়। অর্থের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ সহজ এবং ঐ ঋণ পরিশোধ করাও সুবিধাজনক। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্নে চলতে পারে, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্যবসায়িক লেনদেন চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল প্রভৃতি ও ঋণপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ব্যাংকে আমানত হিসেবে রক্ষিত নগদ অর্থের ভিত্তিতেই ব্যাংক এসব ঋণপত্র প্রচলন করে। তাই অর্থকে ঋণের স্থগিত লেনদেনের বাহন হিসেবে গণ্য করা হয়।

গ রিয়া সমবায় ব্যাংকে চাকরি করেন।

সমবায়ের নীতিমালার ভিত্তিতে এ ব্যাংক গঠিত এবং পরিচালিত হয়। পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করাই সমবায় ব্যাংকের উদ্দেশ্য। সরকার ও দেশের সমবায়ীর যৌথ মালিকানায় পরিচালিত বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড। এ ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচন এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় সমিতির সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী কৃষিঋণ প্রদান করে। এ ব্যাংক গ্রামীণ যুব ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। আর এ ব্যাংক সরকারের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অংশীদার।

উদ্দীপকে রিয়ার কর্মরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি স্বল্প সুদে পারস্পরিক সহায়তাকারী দলকে ঋণ প্রদান করে। যা সমবায় ব্যাংকের কার্যক্রমকে নির্দেশ করে। ব্যাংকটির শেয়ারের ৮৬% মালিক সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো এবং ১৪% সরকারের মালিকানায়। এ ব্যাংক দেশের আত্মকর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায় যেমন– মাছ চাষ, পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালন এবং উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে সমবায় ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে। তাই বলা যায়, রিয়া সমবায় ব্যাংকে চাকরি করেন।

ঘ "মালিহার কর্মরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি তথা বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্যই হলো মুনাফা অর্জন।"—উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মালিহার কর্মরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি অর্থ জমাদানকারীকে চাওয়া মাত্র অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। তার প্রতিষ্ঠানটি স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে, যা বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

যে ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। এ ব্যাংক আমানতকারীর জমাকৃত অর্থের উপর কম হারে সুদ দেয়। অন্যদিকে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ আদায় করে। উভয় সুদের পার্থক্যই হলো ব্যাংকের মুনাফা। এ ব্যাংক জমাদানকারীকে তার জমাকৃত অর্থ চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকে বলে ব্যাংক তার তহবিল থেকে স্বল্পকালের জন্য ঋণ প্রদান করে। তাই এ ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলে।

সুতরাং বলা যায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্যই হলো মুনাফা অর্জন।

প্রশ্ন ▶ ০৫ মরিয়ম বেগম সরকারি একটি হাসপাতালে চাকরি করেন। সেখানে তিনি রুগীদের আন্তরিকভাবে যত্ন নেন এবং ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধপত্র খাওয়ানোর ফলে রুগীরা সুস্থ হয়ে উঠেন। সম্প্রতি তিনি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে শহরে একটি জমি ক্রয় করেন এবং বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন।

ক. গড় উৎপাদন কী? ১

খ. সামাজিক ব্যয় ব্যক্তিগত ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন? ২

গ. মরিয়ম বেগমের কার্যাবলির মাধ্যমে যে উপযোগের সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মরিয়ম বেগমের সর্বশেষ কাজটির ফলে কোনো উপযোগের সৃষ্টি হয়েছে কি? যুক্তিসহকারে তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট উপকরণ বা উপাদান (শ্রমিক) দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাকে গড় উৎপাদন বলে।

খ উৎপাদন বা ভোগ করতে গেলে উৎপাদন বা ভোগ প্রক্রিয়ার বাইরে সমাজের নানা ব্যক্তি অনেক সময় পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে যে মোট অর্থের প্রয়োজন পড়ে, সেই পরিমাণ অর্থই হলো সামাজিক ব্যয়।

যেমন, মটরগাড়ির ধোঁয়া শহর এলাকায় বসবাসরত মানুষের শারীরিক ক্ষতি করি। এ জন্য সমাজকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বাবদ যে পরিমাণ ব্যয় করতে হয় তাকে সামাজিক ব্যয় বলে। সামাজিক ব্যয় ব্যক্তিগত ব্যয় প্রতিফলিত হলেও ব্যক্তিগত ব্যয়ে সামাজিক ব্যয় প্রতিফলিত না-ও হতে পারে। সামাজিক ব্যয় ব্যক্তিগত ব্যয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকলেও তা সাধারণত ব্যক্তিগত ব্যয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

গ মরিয়ম বেগমের কার্যাবলির মাধ্যমে সেবাগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। মানুষ তার সেবা দ্বারা যে উপযোগ সৃষ্টি করে তাকে সেবাগত উপযোগ বলে। শিক্ষক শিক্ষাদান করে শিক্ষিত মানুষ তৈরি করে, ডাক্তার চিকিৎসা দিয়ে মানুষের শরীরকে সুস্থ রাখে বা উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখে বা বৃদ্ধি করে।

উদ্দীপকে মরিয়ম বেগম সরকারি একটি হাসপাতালে চাকরি করেন। সেখানে তিনি রুগীদের আন্তরিকভাবে যত্ন নেন এবং ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধপত্র খাওয়ানোর ফলে রুগীরা সুস্থ হয়ে উঠেন। যা সেবাগত উপযোগকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, মরিয়ম বেগমের কার্যাবলির মাধ্যমে সেবাগত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

ঘ মরিয়ম বেগমের সর্বশেষ কাজটির ফলে মালিকানাগত উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সম্প্রতি মরিয়ম একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে শহরে একটি জমি ক্রয় করেন এবং বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। যা উৎপাদনে উপযোগ সৃষ্টির মালিকানাগত উপযোগের সাথে মিল রয়েছে।

কোনো দ্রব্যের মালিকানা পরিবর্তন দ্বারা যে অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি হয় তাকে মালিকানাগত উপযোগ বলে। কোনো কোনো অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবার মালিকানা পরিবর্তন করে অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন- অব্যবহৃত জমি কিনে একজন কৃষক চাষাবাদ করে উৎপাদন করতে পারে অথবা ব্যবহৃত জমি কিনে আরও ভালোভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে পারেন। ঘরবাড়ি, মোটরগাড়ি ইত্যাদির মালিকানার পরিবর্তনের ফলে সাধারণত উপযোগ বাড়ে।

সুতরাং বলা যায়, মরিয়ম বেগমের সর্বশেষ কাজটি মালিকানাগত উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৬ বৃদ্ধা মেহেরজান নদীর বাঁধে একটি কুঁড়ে ঘরে বাস করেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে কোনোরকমে দিনাতিপাত করেন। বর্তমানে সরকার তার মতো মানুষদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য বয়স্কভাতা, ভিজিএফ কার্ড, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? ১

খ. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন কেন? ২

গ. মেহেরজান এর অবস্থা অর্থনীতির কোন ধারণাটিকে প্রতিফলিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দেশের দারিদ্র্য নিরসনে যথেষ্ট কি? তোমার মতামত দাও। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৭ আশরাফুল ও আনোয়ার দুই ভাই। আশরাফুল কৃষি কাজ করেন। আবহাওয়াজনিত কারণে সারাবছর কৃষিকাজ করা সম্ভব হয় না। এজন্য বছরের কিছু সময় কাজ না থাকায় তাকে কর্মহীন থাকতে হয়। অপরদিকে আনোয়ার ঢাকা শহরের একটি ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন। সম্প্রতি তার অন্য একটি ফ্যাক্টরিতে চাকরি হওয়ায় সেখানে যোগদানের জন্য বাসায় অবসর সময় কাটাচ্ছেন।

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কী? ১

খ. নারীদের ঘরে রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় কেন? ২

গ. 'আনোয়ার' এর ক্ষেত্রে কোন ধরনের বেকারত্ব সৃষ্টি হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব আশরাফুলের বেকারত্বের ধরন নির্ণয়পূর্বক তা নিরসনে করণীয় আলোচনা করো। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৮ রিতু তার বাবার সাথে বাজারে গিয়ে এক জোড়া ভালো ব্র্যান্ডের জুতা কিনল। রিতু দেখল যে তার বাবা জুতার মূল্যের সাথে আরও অতিরিক্ত অর্থ দোকানদারকে পরিশোধ করলেন। সে তার বাবার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তার বাবা বললেন, এই অতিরিক্ত অর্থ হলো সরকারের এক ধরনের আয়। রিতুর বাবা আরও বললেন যে, বাংলাদেশের পদ্মা সেতুতে গাড়ি পারাপারে যে টাকা আদায় করা হয় তাও সরকারের এক ধরনের আয়।

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য ঘাটতি বাজেট প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সেতুতে গাড়ি পারাপারে আদায়কৃত রাজস্ব এর ধরন চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে রিতুর বাবা কর্তৃক পরিশোধিত অতিরিক্ত অর্থের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণসংক্রান্ত বিষয়াবলি আলোচনা হয়, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

খ উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব দূর, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করতে ঘাটতি বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সেতুতে গাড়ি পারাপারে আদায়কৃত রাজস্ব হলো করবহির্ভূত রাজস্ব।

সরকার কর ও শুল্ক ছাড়া অন্য যে উৎস থেকে আয় করে তা হলো করবহির্ভূত রাজস্ব। সরকারের মালিকানাধীন বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো থেকে সরকার লভ্যাংশ ও মুনাফা পেয়ে থাকে। এছাড়া সুদ, প্রশাসনিক ফিস, জরিমানা, ভাড়া ও ইজারা, টোল ও লেভি ইত্যাদি করবহির্ভূত রাজস্ব আয়ের খাত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশের পদ্মা সেতুতে গাড়ি পারাপারে যে টাকা আদায় করা হয় তাও সরকারের একধরনের আয়, এটি করবহির্ভূত রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত। যা সরকারের আয়ের একটি উৎস। সরকার এ উৎস থেকে বিপুল পরিমাণ আয় করে। তাই বলা যায়, সেতুতে গাড়ি পারপারে আদায়কৃত রাজস্ব হলো করবহির্ভূত রাজস্ব।

ঘ অর্থনৈতিক উন্নয়নে রিতুর বাবা কর্তৃক পরিশোধিত অর্থ তথা মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট (VAT) এর ভূমিকা অপরিসীম।

উৎপাদন ক্ষেত্রে কাঁচামাল থেকে শুরু করে চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। উৎপাদনের এরূপ বিভিন্ন স্তরে যে মূল্য সংযোজিত হয়, তার ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করা হয়। এটিই হচ্ছে ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর। এটি পরোক্ষ কর। আমদানিকৃত দ্রব্য ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্য এবং বিভিন্ন সেবা খাতের উপর ভ্যাট আরোপ করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রিতু তার বাবার সাথে বাজারে গিয়ে এক জোড়া ভালো ব্র্যান্ডের জুতা কিনল। রিতু দেখল যে তার বাবা জুতার মূল্যের সাথে আরও অতিরিক্ত অর্থ দোকানদারকে পরিশোধ করলেন। এই অতিরিক্ত অর্থই হলো মূল্যসংযোজন কর বা VAT। ভ্যাট আরোপ করে সরকার প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ কর রাজস্ব আদায় করে। এ কর ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ভবিষ্যতে আরো অধিক পরিমাণে সরকারি আয় অর্জনের লক্ষ্যে এ খাতের আওতা আরো সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। এতে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ নুশরাত ও মিল্টন ভিন্ন দুটি দেশের বাসিন্দা। নুশরাতের দেশের অর্থব্যবস্থায় যাবতীয় সম্পদ মানবকল্যাণে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে মিল্টনের দেশের অর্থব্যবস্থা সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এখানে সরকার প্রয়োজনে উৎপাদন ও ভোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ক. বাণিজ্যবাদ কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি ঘটে কেন? ২

গ. নুশরাতের দেশের অর্থব্যবস্থা চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিশ্বের অধিকাংশ দেশে মিল্টনের দেশের মত অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান কি? মতামত দাও। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১০ সূচিটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলো উত্তর দাও :

কমলার একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৪	৪
২য়	৭	৩
৩য়	৯	২
৪র্থ	১০	১
৫ম	১০	০
৬ষ্ঠ	৯	–১

ক. অর্থনৈতিক দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. দাম ও চাহিদার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সূচিটি অর্থনীতিতে কোন বিধিকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. একজন যৌক্তিক ভোক্তা সূচির উল্লিখিত দ্রব্যটির ষষ্ঠ একক ভোগ করবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়ার জন্য মানুষকে মূল্য প্রদান করতে হয় তাকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলে।

খ দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক রয়েছে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। অন্যান্য অবস্থা বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে ক্রেতার রুচি, অভ্যাস ও পছন্দের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ক্রেতার আয় ও বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকবে ইত্যাদি।

গ সূচিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি প্রকাশ পেয়েছে। এ বিধিটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হলো–

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলতে আমরা বুঝি, ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত হ্রাস পায়। ভোগ ক্রমে বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাসের এ প্রবণতাকেই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে।

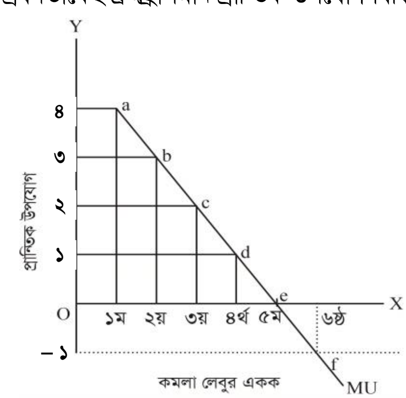

চিত্রে ভূমি অক্ষে কমলা লেবুর একক এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। ১ম একক কমলা লেবু ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ৪ টাকা। যার সমন্বয় বিন্দু a। ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ একক কমলা লেবু ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রন্তিক উপযোগ যথাক্রমে ৩, ২,

১, ০ ও –১। যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d ও f। এখন a, b, c, d ও f বিন্দুগুলো যোগ করে MU রেখা পাওয়া। এই প্রান্তিক উপযোগ MU রেখা বাম দিকে নিম্নগামী। আর এই MU রেখার নিম্নগামিতাই প্রকাশ করে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। MU রেখাটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করে।

ঘ একজন যৌক্তিক ভোক্তা সূচির উল্লিখিত দ্রব্যটির ষষ্ঠ একক ভোগ করবে না।

ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমতে থাকে। এভাবে ভোগ বৃদ্ধি করতে থাকলে এক পর্যায়ে ভোক্তার নিকট ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। অর্থাৎ অতিরিক্ত এই একক ভোগের ক্ষেত্রে ভোক্তার কোনো উপযোগ নেই। ষষ্ঠ একক দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে ভোক্তার প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক। এ পর্যায়ে ভোক্তা আর ওই দ্রব্যটি ভোগ করবে না।

প্রদত্ত সূচিতে দেখা যায়, ১ম একক দ্রব্য হতে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ ৪ টাকা। ভোগ বৃদ্ধি পেয়ে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম একক হলে মোট উপযোগ বেড়ে যথাক্রমে ৭, ৯, ১০ ও ১০ টাকা হয় এবং প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে ৩, ২, ১ ও ০ টাকা হয়। ভোগের পরিমাণ আরও বেড়ে ৬ষ্ঠ একক হলে মোট উপযোগ কমে ৯ টাকা হয় এবং প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (–১) টাকা হয়। একজন যৌক্তিক ভোক্তা সূচির ৬ষ্ঠ একক দ্রব্য ভোগ করবে না।

প্রশ্ন ▶ ১১ মিসেস সুলতানা একজন নারী উদ্যোক্তা। তার একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। পোশাক কারখানার প্রাপ্ত আয় থেকে পারিবারিক খরচ বাদে অবশিষ্ট অংশ তিনি ব্যাংকে গচ্ছিত রাখেন। এ বছর তিনি জমাকৃত অর্থ দিয়ে নতুন একটি কাপড় তৈরির কারখানা স্থাপন করেছেন। কারখানাটিতে অনেক শ্রমিক কাজ করছে।

ক. দুষ্প্রাপ্যতা কী? ১

খ. উৎপাদিত সম্পদ কীভাবে সৃষ্টি হয়? ২

গ. জনাব সুলতানার আয়ের অবশিষ্ট অর্থকে অর্থনীতিতে কী নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্দীপকের দ্বিতীয় উদ্যোগটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব জীবনে সীমাহীন অভাবের প্রেক্ষিতে সমাজে বিদ্যমান সম্পদের অপর্যাপ্ততাই হলো দুষ্প্রাপ্যতা।

খ প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে উৎপাদিত সম্পদ সৃষ্টি হয়। যেমন- কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি মানুষ তৈরি করে বলে এগুলো উৎপাদিত সম্পদ।

গ জনাব সুলতানার আয়ের অবশিষ্ট অর্থকে অর্থনীতিতে সঞ্চয় নির্দেশ করে।

মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। ধরো, তোমার বাবা এক মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। নয় হাজার টাকা তোমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। এখানে তোমার বাবা এক হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের এ ধারণাটি সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন : $S = Y - C$ (যখন $Y > C$)

এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মিসেস সুলতানা একজন নারী উদ্যোক্তা। তার একটি পোশাক তৈরির কারখানা আছে। পোশাক কারখানার প্রাপ্ত আয় থেকে পারিবারিক খরচ বাদে অবশিষ্ট অংশ তিনি ব্যাংকে গচ্ছিত রাখেন। যা সঞ্চয়কে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, জনাব সুলতানার আয়ের অবশিষ্ট অর্থকে অর্থনীতিতে সঞ্চয় নির্দেশ করে।

ঘ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্দীপকের দ্বিতীয় উদ্যোগটি তথা বিনিয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম।

মানুষ তার আয়ের কিছু অংশ ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য জমা রাখে। অর্থনীতিতে একে সঞ্চয় বলা হয়। আবার সঞ্চিত এ অর্থকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করাই হলো বিনিয়োগ। অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনি দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়ে মূলধন গঠন ত্বরান্বিত করে। এক্ষেত্রে সঞ্চয় বিনিয়োগের উৎস হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে মিসেস সুলতানা জমাকৃত অর্থ দিয়ে নতুন একটি কাপড় তৈরির কারখানা স্থাপন করেছেন। কারখানাটিতে অনেক শ্রমিক কাজ করছে। এর ফলে তার পরিবারের উৎপাদন বাড়ে। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়।

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো বর্ধিত বিনিয়োগ। বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা গেলে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর তাতে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।

সিলেট বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ৩০ মিনিট | [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] | পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. বাংলাদেশের উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন দুটি উপকরণের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি?
ⓚ সংগঠন ও ভূমি ⓚ শ্রম ও সংগঠন
ⓖ মূলধন ও শ্রম ⓖ ভূমি ও শ্রম

২. গড় উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে–
i. মোট উৎপাদন ii. প্রান্তিক উৎপাদন iii. মোট শ্রম নিয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩. বাজারের সংজ্ঞা দেন কে?
ⓚ অ্যাডাম স্মিথ ⓚ কুর্নট ⓖ মার্শাল ⓖ স্টুয়ার্ট মিল

৪. স্থানীয় বাজার হলো–
i. মাছের বাজার ii. পাটের বাজার iii. মাংসের বাজার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

৫. চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে যোগানের পরিবর্তন সম্ভব হয় কোন বাজারে?
ⓚ দীর্ঘকালীন ⓚ স্বল্পকালীন ⓖ অতিস্বল্পকালীন ⓖ একচেটিয়া

৬. জিডিপি পরিমাপে স্বাস্থ্য ও সেবা খাতের হিসেব করা হয় কোন পদ্ধতিতে?
ⓚ উৎপাদন পদ্ধতিতে ⓚ ব্যয় পদ্ধতিতে
ⓖ আয় পদ্ধতিতে ⓖ ভোগ পদ্ধতিতে

৭. কোন ধরনের ঋণ জাতীয় উৎপাদনে কোনো ভূমিকা রাখে না?
ⓚ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ঋণ ⓚ বেসরকারি ঋণ
ⓖ বিশ্ব ব্যাংকে ঋণ ⓖ যুদ্ধকালীন সরকারি ঋণ

৮. $Y = C + I + G + (X - M)$ এই সমীকরণে $(X - M)$ কী?
ⓚ মোট সঞ্চয় – মোট বিনিয়োগ
ⓚ মোট ভোগ – মোট বিনিয়োগ
ⓖ মোট রপ্তানি – মোট আমদানি
ⓖ মোট মুনাফা – মূলধনের ব্যবহারজনিত অবচয়

৯. গ্রামীণ ব্যাংক কত সালে আত্মপ্রকাশ করে?
ⓚ ১৯৮১ ⓚ ১৯৮২ ⓖ ১৯৮৩ ⓖ ১৯৮৪

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মানিক একজন ফল ব্যবসায়ী। প্রতিদিন ফল বিক্রয় করে লাভের অংশ সম্পূর্ণ খরচ না করে কিছু অংশ জমা করেন। তিনি ভাবছেন সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে সংরক্ষণ করবেন।

১০. তিন কোন প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংরক্ষণ করতে পারেন?
ⓚ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ⓚ সমবায় ব্যাংক
ⓖ বাণিজ্যিক ব্যাংক ⓖ বিশেষায়িত ব্যাংক

১১. উক্ত ব্যাংকের কাজ হলো–
i. জনগণের মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ
ii. আমানত গ্রহণ iii. নোট প্রচলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১২. সাবান তৈরির কারখানা কোন শিল্পের আওতাভুক্ত?
ⓚ বৃহৎ শিল্প ⓚ ক্ষুদ্র শিল্প ⓖ মাঝারি শিল্প ⓖ কুটির শিল্প

১৩. মোট দেশজ উৎপাদন (২০১৯-২০ অর্থ বছর) কত শতাংশ কৃষি থেকে আসে?
ⓚ ১৩.৩৫ ⓚ ১৬.৩৫ ⓖ ২৩.৩৫ ⓖ ৩২.৩৫

১৪. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী?
ⓚ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ⓚ জিডিপি বৃদ্ধির বার্ষিক হার
ⓖ অর্থনৈতিক গুণগত পরিবর্তন ⓖ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন

১৫. নিচের কোন পণ্যের উপর আবগারী শুল্ক ধার্য করা হয়?
ⓚ রপ্তানিকৃত পণ্য ⓚ বিদেশ ভ্রমণ
ⓖ আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ⓖ চা, চিনি

১৬. অপূর্ণ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে প্রধানত কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ⓚ তিন ভাগে ⓚ চার ভাগে ⓖ পাঁচ ভাগে ⓖ দুই ভাগে

১৭. ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশি হয় কোনটিতে?
ⓚ উদ্বৃত্ত বাজেট ⓚ ঘাটতি বাজেট ⓖ সুষম বাজেট ⓖ রাজস্ব বাজেট

১৮. এরিস্টটল কে ছিলেন?
ⓚ রোমান সভ্যতার অর্থনীতিবিদ ⓚ মিশরীয় সভ্যতার বিখ্যাত দার্শনিক
ⓖ গ্রিক সভ্যতার বিখ্যাত চিন্তাবিদ ⓖ ফরাসি সভ্যতার দার্শনিক

১৯. কোন দ্রব্য চূড়ান্ত উৎপাদনে নিঃশেষ হয়ে যায়?
ⓚ অবাধলভ্য দ্রব্য ⓚ মধ্যবর্তী দ্রব্য ⓖ মূলধনী দ্রব্য ⓖ ভোগ্য দ্রব্য

২০. নদীর পানি ও বাতাস অর্থনীতিতে সম্পদ নয় কেন?
ⓚ মানবসৃষ্ট নয় ⓚ যোগান প্রচুর
ⓖ উপযোগ নেই ⓖ সব এলাকায় পাওয়া যায়

২১. একজন কবির প্রতিভাকে কেন অর্থনীতিতে সম্পদ বলা যাবে না?
ⓚ উপযোগ নেই ⓚ অপ্রাচুর্যতা নেই
ⓖ হস্তান্তরযোগ্যতা নেই ⓖ সংরক্ষণযোগ্যতা নেই

২২. মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল–
i. সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা
ii. সম্পদের উপর সামরিক নিয়ন্ত্রণ
iii. সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সিপন 'X' দেশের নাগরিক। তিনি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তার কাছে অর্থ থাকলেও ব্যবসা পরিচালনা করতে পারছেন না। কেননা সেখানে সবকিছু সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

২৩. সিপনের দেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
ⓚ ধনতান্ত্রিক ⓚ ইসলামি ⓖ সমাজতান্ত্রিক ⓖ মিশ্র

২৪. উক্ত দেশে অনুপস্থিত–
i. জনগণের কল্যাণ সাধন ii. ব্যক্তিগত মুনাফা
iii. অবাধ প্রতিযোগিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৫. কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে কী বলে?
ⓚ অপচয় ⓚ বিনিয়োগ ⓖ উৎপাদন ⓖ ভোগ

২৬. মোট উপযোগ সর্বাধিক হলে প্রান্তিক উপযোগ কী হয়?
ⓚ ধনাত্মক হয় ⓚ ঋণাত্মক হয়
ⓖ শূন্য হয় ⓖ অপরিবর্তনীয় থাকে

২৭. সিলিকা বালু ব্যবহৃত হয়–
i. সেনিটারী দ্রব্য তৈরিতে ii. কাঁচ তৈরিতে
iii. রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

☐ **নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	দ্রব্যের পরিমাণ (একক)
৫	৫
৪	৭
৩	৯
২	১১

২৮. উপরের ছকটি কোন বিধি নির্দেশ করে?
ⓚ উপযোগ ⓚ চাহিদা ⓖ উৎপাদন ⓖ যোগান

২৯. উপরের সূচিটিতে কোন ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে?
i. দাম কমলে চাহিদা বাড়ে
ii. চাহিদা ও দামের বিপরীতমুখী সম্পর্ক
iii. যোগান ও দামের বিপরীতমুখী সম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩০. উৎপাদিত উৎপাদনের উপকরণ কোনটি?
ⓚ শ্রম ⓚ ভূমি ⓖ মূলধন ⓖ সংগঠন

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর																														
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। **দৃশ্যকল্প-১ :** রাফিন 'ক' নামক একটি দেশে বাস করেন, সেখানে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ভোগ বা উৎপাদন করতে পারে না। ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের কোনো সুযোগ নেই।

দৃশ্যকল্প-২ : শাফিন 'খ' দেশের নাগরিক। শাফিন সে দেশে সরকারি চাকরি করলেও তার ভাই একটি বেসরকারি ফার্মে চাকরি করেন।

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১
খ. সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা বলতে কী বুঝ? ২
গ. দৃশ্যপট-১ এ 'ক' দেশের অর্থ ব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যপট-২ এ 'খ' দেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? 'খ' দেশের অর্থব্যবস্থার সংগে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার কী সাদৃশ্য রয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

২। **ঘটনা-১ :** রিফাত শীতকালীন ছুটিতে মামার বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে সে গর্জন, সেগুন, চাপালিশ ও চম্পাসহ অনেক রকমের গাছ ও বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে পায়।

ঘটনা-২ : সিফাত সাহেব করোনা মহামারীতে চাকরি ছেড়ে বাড়িতে এসে নিজ জমিতে শাক-সবজি উৎপাদন, হাঁস-মুরগি পালন এবং মৎস্য চাষ করেন। এ কাজ করে তিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হন।

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য কাকে বলে? ১
খ. সুযোগ ব্যয় বলতে কী বুঝ? ২
গ. রিফাতের দেখা গাছগুলো বাংলাদেশের কোন বনভূমির অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সিফাত সাহেবের নতুন পেশা গ্রামীণ জনপদ উন্নয়নে কী ভূমিকা রাখতে পারে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৩। নিচের X দ্রব্যের চাহিদা সূচি দেওয়া হলো :

প্রতি একক পণ্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (কেজি)
১৬	৮
১২	১৬
৮	২৪
৪	৩২

ক. উপযোগ কী? ১
খ. যোগান বিধি বলতে কী বুঝ? ২
গ. উপরের চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অংকন কর। ৩
ঘ. দাম স্থির থেকে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পেলে উক্ত রেখার কী ধরনের পরিবর্তন হবে? তোমার মতামত দাও। ৪

৪। আনসার আলীর গ্রামে ২ বিঘা জমি আছে। সেখানে তিনি প্রয়োজনীয় শ্রমিক ও মূলধন খাটিয়ে আখ, ড্রাগন ও লেবু চাষ করেন। গ্রামে ড্রাগনের চাহিদা না থাকায় শহরে এনে বিক্রি করেন এবং প্রচুর মুনাফা লাভ করেন। তার এ সফলতার জন্য তিনি নিজেই সকল কাজ পরিচালনা করেন।

ক. শ্রম কাকে বলে? ১
খ. প্রান্তিক উৎপাদন বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে আনসার আলীর ড্রাগনের ব্যবসা কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কী মনে কর আনসার আলী একজন দক্ষ সংগঠক? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। 'ক' বাজার যেখানো অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতার সমাগম এবং শিল্পের ফার্মসমূহ অবাধে আসা-যাওয়া করে।

'খ' বাজারে একজন উৎপাদন ও একজন বিক্রেতা এবং নতুন কোনো ফার্ম প্রবেশ করে না।

ক. ওলিগোপলি বাজারে কতজন বিক্রেতা? ১
খ. ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ২
গ. 'ক' বাজার কোন বাজারকে নির্দেশ করে? উক্ত বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ৩
ঘ. 'খ' বাজারে ভোক্তার স্বাধীনতা আছে কি? মতামত দাও। ৪

৬। রিমন 'X' দেশে পড়াশুনা শেষ করে সেখানে কর্মরত আছেন এবং প্রতিমাসেই উপার্জনের টাকা পরিবারের জন্য নিজ দেশে প্রেরণ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক লিংকন বাংলাদেশের একটি ফার্মে কর্মরত। তিনিও তার আয়ের একটা অংশ পরিবারের জন্য দেশে পাঠান।

ক. মাথাপিছু আয় কাকে বলে? ১
খ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বুঝ? ২
গ. রিমনের দেশে টাকা পাঠানো জাতীয় আয়ের কোন ধারণার সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. লিংকনের আয় বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। রফিক সাহেব একটি ব্যাংকে কর্মরত আছেন। যেখানে জনগণের কোনো হিসাব খোলা হয় না। ব্যাংকটি সব ব্যাংকের কাজ তদারকি করেন।

শফিক সাহেবও একটি বিশেষ ব্যাংকে কাজ করেন। ব্যাংকটি ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনগত যার মালিক হচ্ছে ত্রিশ লক্ষ গ্রাহকবৃন্দ।

ক. অর্থ কী? ১
খ. নিকাশ ঘর বলতে কী বুঝায়? ২
গ. রফিক সাহেব কোন ব্যাংকে কর্মরত আছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দারিদ্র্য নিরসনে শফিক সাহেবের ব্যাংকটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৮। নিচের ছকটি লক্ষ্য কর :

ছক-A	ছক-B
ধান, গম, পাট, আলু, তৈলবীজ, বাঁশ	সিমেন্ট, চামড়া, কাগজ, পাটজাত দ্রব্য, ভোজ্যতৈল

ক. SPM এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ছদ্মবেশী বেকারত্ব বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে ছক-B খাতের পণ্যগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছকে উল্লিখিত ছক A ও B খাত দুটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একে অপরের উপর নির্ভরশীল– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। সালমা বেগম তার স্বামীর সাথে একটি মিলে কাজ করতেন। হঠাৎ তার স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় কয়েক মাস পর তিনি যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষণ নিয়ে দুটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। পরবর্তীতে তিনি ও তার দুই ছেলে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মৎস্য খামার স্থাপন করেন এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হন।

ক. বেকারত্ব কাকে বলে? ১
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে সালমা বেগমের বেকারত্বের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সালমা বেগম ও তার সন্তানরা কী মানব সম্পদে পরিণত হচ্ছে? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। রায়হান সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি প্রতিবছর তার আয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে সরকারকে কর প্রদান করেন।

সেলিনা বেগম একটি পাইকারি দোকান থেকে বেশি পরিমাণ কাপড় কেনেন। দোকানদার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে একটু বেশি মূল্য নেয়। কারণ জানতে চাইলে বিক্রেতা বললেন এটা এক ধরনের কর।

ক. বাজেট কাকে বলে? ১
খ. উদ্বৃত্ত বাজেট বলতে কী বুঝ? ২
গ. রায়হান সাহেব কোন ধরনের কর প্রদান করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রায়হান সাহেব ও সেলিনা বেগমের প্রদত্ত করের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। মিঃ 'X' দীর্ঘদিন প্রবাস জীবনের পর বাংলাদেশে এসে দেখলেন পূর্বের চেয়ে দেশটির রাস্তাঘাট, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। তার একজন শিক্ষকের নিকট এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বললেন, দেশটির উন্নতির জন্য এখনও কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূর করতে পারলে দেশটি উন্নত দেশে পরিণত হবে।

ক. NGO এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে মিঃ 'X' এর দেশটি কোন ধরনের দেশ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত দেশটিকে উন্নত দেশের পর্যায়ে নিয়ে যেতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা (সিলেট বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ঘ	২	খ	৩	খ	৪	গ	৫	ক	৬	খ	৭	ঘ	৮	গ	৯	গ	১০	গ	১১	ক	১২	খ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	ঘ
	১৬	ক	১৭	ক	১৮	গ	১৯	খ	২০	খ	২১	গ	২২	খ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ **দৃশ্যকল্প-১ :** রাফিন 'ক' নামক একটি দেশে বাস করেন, সেখানে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ভোগ বা উৎপাদন করতে পারে না। ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের কোনো সুযোগ নেই।

দৃশ্যকল্প-২ : শাফিন 'খ' দেশের নাগরিক। শাফিন সে দেশে সরকারি চাকরি করলেও তার ভাই একটি বেসরকারি ফার্মে চাকরি করেন।

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১

খ. সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা বলতে কী বুঝ? ২

গ. দৃশ্যপট-১ এ 'ক' দেশের অর্থ ব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যপট-২ এ 'খ' দেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? 'খ' দেশের অর্থব্যবস্থার সংগে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার কী সাদৃশ্য রয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০২ **ঘটনা-১ :** রিফাত শীতকালীন ছুটিতে মামার বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে সে গর্জন, সেগুন, চাপালিশ ও চম্পাসহ অনেক রকমের গাছ ও বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে পায়।

ঘটনা-২ : সিফাত সাহেব করোনা মহামারীতে চাকরি ছেড়ে বাড়িতে এসে নিজ জমিতে শাক-সবজি উৎপাদন, হাঁস-মুরগি পালন এবং মৎস্য চাষ করেন। এ কাজ করে তিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হন।

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. সুযোগ ব্যয় বলতে কী বুঝ? ২

গ. রিফাতের দেখা গাছগুলো বাংলাদেশের কোন বনভূমির অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সিফাত সাহেবের নতুন পেশা গ্রামীণ জনপদ উন্নয়নে কী ভূমিকা রাখতে পারে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব দ্রব্য উৎপাদনের পর সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয় সেগুলোই চূড়ান্ত দ্রব্য।

খ কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়, এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়।

পণ্য নির্বাচন সমস্যা থেকেই সুযোগ ব্যয় ধারণার উদ্ভব। সুযোগ ব্যয়কে দুটি দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ও বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করলে দশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। আবার পাট চাষ করলে পাঁচ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে দশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো পাঁচ কুইন্টাল পাট।

গ রিফাতের দেখা গাছগুলো বাংলাদেশের পাহাড়ী বনভূমির অন্তর্গত।

বনভূমি ও বনজ সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা ভালো রাখার জন্য যেকোনো দেশের কমপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের মোট বনভূমির মোট ভূখন্ডের প্রায় শতকরা ১৭.৬২ ভাগ যা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। পাহাড়ী বন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় বিদ্যমান। এ বনভূমির পরিমাণ ১৩৭৭ হাজার হেক্টর বা ১৩.৭৭ লক্ষ হেক্টর। এ বনের প্রধান প্রধান বৃক্ষ গর্জন, চাপালিশ, ঢাকিজাম, সিভিট, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, সোনালু প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঘটনা-১: এ রিফাত শীতকালীন ছুটিতে মামার বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে সে গর্জন, সেগুন, চাপালিশ ও চম্পাসহ অনেক রকমের গাছ ও বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে পায়। যা পাহাড়ী বনভূমির গাছের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, রিফাতের দেখা গাছগুলো বাংলাদেশের পাহাড়ী বনভূমির অন্তর্গত।

ঘ সিফাত সাহেবের নতুন পেশা গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তার কৃষি ও পশু পালনভিত্তিক উদ্যোগ গ্রামের মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে। নিচে এ বিষয়ে কিছু মতামত উপস্থাপন করা হলো−

১. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি :** সিফাত সাহেবের উদ্যোগে নতুনভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। যা গ্রামের বেকার সমস্যা দূর করতে সহায়তা করবে।

২. **আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা :** কৃষি ও পশুপালনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় থেকে আয় বৃদ্ধি পাবে, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে।

৩. **উদাহরণ হিসেবে কাজ করবে :** সিফাত সাহেব একজন ফসল উদ্যোক্তা হিসেবে গ্রামের অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে পারবেন। ফলে আরও মানুষ স্বাবলম্বী হওয়ার পথ বেছে নেবে।

৪. **গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন :** কৃষিভিত্তিক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করবে এবং মানুষ আরও আত্মনির্ভরশীল হবে।

সুতরাং বলা যায়, সিফাত সাহেবের এই উদ্যোগ গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ নিচের X দ্রব্যের চাহিদা সূচি দেওয়া হলো :

প্রতি একক পণ্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (কেজি)
১৬	৮
১২	১৬
৮	২৪
৪	৩২

ক. উপযোগ কী? ১

খ. জোগান বিধি বলতে কী বুঝ? ২

গ. উপরের চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অংকন কর। ৩

ঘ. দাম স্থির থেকে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পেলে উক্ত রেখার কী ধরনের পরিবর্তন হবে? তোমার মতামত দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের বা সেবার দ্বারা ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

খ দাম ও জোগানের সম্পর্ক সমমুখী। অর্থাৎ দাম যেদিকে পরিবর্তিত হয়, জোগানও সেদিকে পরিবর্তিত হয়।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত (যেমন : উপকরণ দাম ও প্রযুক্তি স্থির, স্বাভাবিক সময় বিবেচিত) থেকে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে জোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে জোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। দাম ও জোগানের এরূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে জোগান বিধি বলা হয়।

গ উপরের চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অংকন করা হলো–

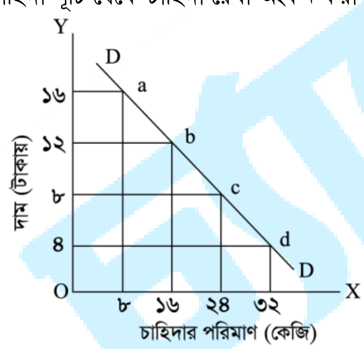

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম দেখানো হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন ১৬ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৮ কেজি। যার সমন্বয় বিন্দু a। দ্রব্যের দাম কমে ১২, ৮ ও ৪ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ১৬, ২৪ ও ৩২ কেজি হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c, d। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। এই DD রেখাই উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্রব্যের দাম স্থির থেকে ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি পেলে চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করবে।

কোনো দ্রব্যের দামের পরিবর্তন না ঘটা সত্ত্বেও ক্রেতার আয়, রুচি, অভ্যাস, ক্রেতার সংখ্যা, অন্যান্য দ্রব্যের দাম ইত্যাদি পরিবর্তনের ফলে চাহিদা বাড়তে বা কমতে পারে। যদি ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পায় এবং দামের কোনো পরিবর্তন না ঘটে তাহলে ক্রেতার চাহিদা বাড়বে। উদ্দীপকে একটি চাহিদা সূচি দেওয়া হয়েছে। সূচিটিতে বিভিন্ন দামে চাহিদার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দাম বাড়লে চাহিদা কমছে আর দাম কমলে চাহিদা বাড়ছে।

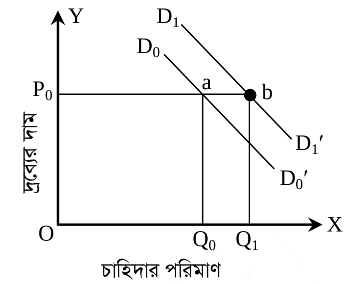

চিত্র : চাহিদা রেখার স্থানান্তর

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম দেখানো হয়েছে। D_0D_0' হলো প্রাথমিক চাহিদা রেখা। এক্ষেত্রে OP_0 হলো দাম এবং OQ_0 হলো চাহিদা। যদি ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকে তবে তার চাহিদা বাড়বে। অর্থাৎ সে আগের দামে আরও বেশি পরিমাণ দ্রব্য কিনতে চাইবে। ফলে চাহিদা সূচিতে প্রতিটি দামের বিপরীতে চাহিদার পরিমাণ বাড়বে। এখন দাম স্থির থাকা অবস্থায় ক্রেতার আয় বাড়লে, তার চাহিদা বেড়ে OQ_1 হবে। সেক্ষেত্রে নতুন চাহিদা রেখা হবে D_1D_1'। তাই বলা যায়, দাম স্থির থেকে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পেলে, চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ আনসার আলীর গ্রামে ২ বিঘা জমি আছে। সেখানে তিনি প্রয়োজনীয় শ্রমিক ও মূলধন খাটিয়ে আখ, ড্রাগন ও লেবু চাষ করেন। গ্রামে ড্রাগনের চাহিদা না থাকায় শহরে এনে বিক্রি করেন এবং প্রচুর মুনাফা লাভ করেন। তার এ সফলতার জন্য তিনি নিজেই সকল কাজ পরিচালনা করেন।

ক. শ্রম কাকে বলে? ১

খ. প্রান্তিক উৎপাদন বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে আনসার আলীর ড্রাগনের ব্যবসা কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কী মনে কর আনসার আলী একজন দক্ষ সংগঠক? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে।

খ এক একক উৎপাদনের উপকরণ পরিবর্তনের অর্থাৎ শ্রম বা মূলধন পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। অর্থাৎ এক একক মূলধন বা এক একক শ্রম বা একজন শ্রমিক বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। যেমন– শ্রম উপকরণ ১ একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২ একক হলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১০ থেকে ৩০ কুইন্টাল হয়। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন হচ্ছে (৩০ – ১০) = ২০ কুইন্টাল।

গ উদ্দীপকে আনসার আলীর ড্রাগনের ব্যবসা স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করেছে।

কোনো দ্রব্যকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করার মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন- গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের দাম গ্রামাঞ্চলে কম কিন্তু শহরাঞ্চলে বেশি। তাই এসব দ্রব্যাদি গ্রাম থেকে শহরে এনে বিক্রি করলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এভাবে দ্রব্যাদি স্থানান্তরের ফলে সৃষ্ট যে উপযোগের সৃষ্টি হয় সেটি স্থানগত উপযোগ।

উদ্দীপকে আনসার আলী গ্রামে ড্রাগনের চাহিদা না থাকায় শহরে এনে বিক্রি করেন এবং প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। স্থান পরিবর্তন করার কারণে সে বেশি দামে ড্রাগন বিক্রি করতে পারছে। এতে সে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। মূলত স্থান পরিবর্তনের কারণেই ড্রাগনের অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলা যায়, আনসার আলীর কাজটি অর্থনীতিতে উৎপাদনের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করছে।

ঘ হ্যাঁ, আনসার আলী একজন সফল সংগঠক।

উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। আর এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকেন তাকে সংগঠক বলা হয়। একজন সফল সংগঠক নিজেই উৎপাদনের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী কারবার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। এছাড়াও তিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ এবং সেগুলোর সমন্বয় করে উৎপাদন করেন। একজন সংগঠক কারবার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল দায়িত্ব ও ঝুঁকি বহন করে থাকেন।

উদ্দীপকে আনসার আলীর ২ বিঘা জমি আছে। সেখানে তিনি প্রয়োজনীয় শ্রমিক এবং মূলধন খাটিয়ে আখ, ড্রাগন ও লেবু চাষ করেন। এগুলো বিক্রি করে তিনি প্রচুর মুনাফা লাভ করেন। তার এ সফলতার জন্য তিনি নিজেই সকল কাজ পরিচালনা করেন।

আনসার আলী এখানে সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। কারণ সংগঠককে সমন্বয়কারী বলা হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম ও মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠক বলে। উৎপাদন ব্যবস্থায়, এ চারটি উপকরণের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটির অনুপস্থিতিতে উৎপাদন সম্ভব নয়।

সুতরাং বলা যায়, আনসার আলী এখানে উৎপাদনের উপকরণগুলো সংগ্রহ এবং সমন্বয় করে সফলভাবে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন। তাই তাকে দক্ষ সংগঠক বলা যায়।

প্রশ্ন ▸ ০৫ 'ক' বাজার যেখানো অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতার সমাগম এবং শিল্পের ফার্মসমূহ অবাধে আসা-যাওয়া করে।

'খ' বাজারে একজন উৎপাদক ও একজন বিক্রেতা এবং নতুন কোনো ফার্ম প্রবেশ করে না।

ক. অলিগোপলি বাজারে কতজন বিক্রেতা? ১

খ. ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ২

গ. 'ক' বাজার কোন বাজারকে নির্দেশ করে? উক্ত বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ৩

ঘ. 'খ' বাজারে ভোক্তার স্বাধীনতা আছে কি? মতামত দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৬ রিমন 'X' দেশে পড়াশুনা শেষ করে সেখানে কর্মরত আছেন এবং প্রতিমাসেই উপার্জনের টাকা পরিবারের জন্য নিজ দেশে প্রেরণ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক লিংকন বাংলাদেশের একটি ফার্মে কর্মরত। তিনিও তার আয়ের একটা অংশ পরিবারের জন্য দেশে পাঠান।

ক. মাথাপিছু আয় কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কী বুঝ? ২

গ. রিমনের দেশে টাকা পাঠানো জাতীয় আয়ের কোন ধারণার সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. লিংকনের আয় বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনপ্রতি বার্ষিক আয়কে মাথাপিছু আয় বা মাথাপিছু জিডিপি বলে।

খ একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টির বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলা হয়। সাধারণত জিডিপি বৃদ্ধির বার্ষিক হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার দ্বারাও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়।

গ রিমনের দেশে টাকা পাঠানো জাতীয় আয়ের মোট জাতীয় আয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিই হলো মোট জাতীয় আয়। জাতীয় আয় হিসাব করার সময় মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগফলকে বুঝায়।

রিমন 'X' দেশে পড়াশুনা শেষ করে সেখানে কর্মরত আছেন এবং প্রতিমাসেই উপার্জনের টাকা পরিবারের জন্য নিজ দেশে প্রেরণ করেন। এটি মূলত রেমিট্যান্স হিসেবে আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের (GNI) সাথে সংযুক্ত হয়। সুতরাং এভাবেই রিমনের প্রেরিত অর্থ জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় রেমিট্যান্স হিসেবে সম্পৃক্ত হয়।

ঘ লিংকনের আয় বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়, তার বাজার দামের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP (Gross Domestic Product) বলা হয়। মোট দেশজ উৎপাদন হিসাব করার সময় দেশের মধ্যে অবস্থানরত বিদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম হিসাব করা হয়। কিন্তু জাতীয় আয় বা GNP তে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, লিংকন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। সে বাংলাদেশের একটি ফার্মে কর্মরত। তিনি আয়ের কিছু অংশ তার দেশে পাঠান। যা তার দেশের মোট জাতীয় আয়ের সাথে যুক্ত হবে এবং বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) তে অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই বলা যায়, লিংকনের আয় বাংলাদেশের GNI তে যুক্ত হবে না।

প্রশ্ন ▸ ০৭ রফিক সাহেব একটি ব্যাংকে কর্মরত আছেন। যেখানে জনগণের কোনো হিসাব খোলা হয় না। ব্যাংকটি সব ব্যাংকের কাজ তদারকি করেন।

শফিক সাহেবও একটি বিশেষ ব্যাংকে কাজ করেন। ব্যাংকটি ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনগত যার মালিক হচ্ছে ত্রিশ লক্ষ গ্রাহকবৃন্দ।

ক. অর্থ কী? ১

খ. নিকাশ ঘর বলতে কী বুঝায়? ২

গ. রফিক সাহেব কোন ব্যাংকে কর্মরত আছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দারিদ্র্য নিরসনে শফিক সাহেবের ব্যাংকটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে বস্তু মূল্যের পরিমাপক, দেনা-পাওনা মিটানোর উপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য, সঞ্চয়ের বাহন ও ঋণের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত, তাকে অর্থ বলে।

খ নিকাশ ঘর বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংকের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে বুঝায়। দৈনন্দিন ব্যবসায় বাণিজ্য ও লেনদেনের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে চেক, ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডার আদান প্রদান হয়। ফলে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে পাওনাদার হয়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ লেনদেনের নিকাশ ঘর হিসেবে পারস্পরিক দেনা পাওনার হিসাব পরিশোধ করে।

গ রফিক সাহেব কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কর্মরত আছেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারে অভিভাবক হিসেবে এ ব্যাংক নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, আন্তঃব্যাংকের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি, অর্থের অভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে রফিক সাহেব একটি ব্যাংকে কর্মরত আছেন। সেখানে জনগণের কোনো হিসাব খোলা হয় না। ব্যাংকটি সব ব্যাংকের কাজ তদারকি করে। এসব বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে মিল রয়েছে। এটি অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ তদারকি করে। অন্যান্য ব্যাংক তারল্য সংকটে পড়লে এ ব্যাংক ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদান করে। এসব কার্যক্রমের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মিল আছে। তাই বলা যায়, রফিক সাহেব কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কর্মরত আছেন।

ঘ দারিদ্র্য নিরসনে শফিক সাহেবের ব্যাংকটির তথা গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম।

গ্রামের অতি স্বল্প জমির মালিক, ভূমিহীন এবং অন্যান্য অতি দরিদ্র নারী-পুরুষের মাঝে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো গ্রামীণ ব্যাংক। জনসাধারণকে এ ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে। ১৯৮৩ সালে একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক আত্মপ্রকাশ করে।

উদ্দীপকে শফিক সাহেব একটি বিশেষ ব্যাংকে কাজ করেন। ব্যাংকটি ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনগত যার মালিক হচ্ছে, ত্রিশ লক্ষ গ্রাহকবৃন্দ। যা গ্রামীণ ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র জনসাধারণকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক ও উৎপাদন কাজে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে। এছাড়া, এ ব্যাংক ধান, চালসহ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উৎপাদন, কৃষি ও বনায়ন, সেবা খাত, মুদিসহ বিভিন্ন ব্যবসায়, রিকশা চালানো ইত্যাদি কাজের জন্য জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করে। এসব প্রধান খাতের অধীনে কুটিরশিল্প, পশুপালন ও মাছ চাষের মতো অনেক আয়বর্ধনকারী কাজের জন্যও ব্যাংকটি ঋণ প্রদান করে থাকে। আবার, সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য। ভিক্ষুককে সুদবিহীন ঋণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করে। নারীদের কর্মে উদ্বুদ্ধকরণ ও তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশেও এ ব্যাংক সহায়তা করে।

সুতরাং বলা যায়, দারিদ্র্য নিরসনে গ্রামীণ ব্যাংকের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৮ নিচের ছকটি লক্ষ কর :

ছক-A	ছক-B
ধান, গম, পাট, আলু, তৈলবীজ, বাঁশ	সিমেন্ট, চামড়া, কাগজ, পাটজাত দ্রব্য, ভোজ্যতৈল

ক. SPM এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ছদ্মবেশী বেকারত্ব বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে ছক-B খাতের পণ্যগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছকে উল্লিখিত ছক A ও B খাত দুটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একে অপরের উপর নির্ভরশীল– বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ সালমা বেগম তার স্বামীর সাথে একটি মিলে কাজ করতেন। হঠাৎ তার স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় কয়েক মাস পর তিনি যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষণ নিয়ে দুটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। পরবর্তীতে তিনি ও তার দুই ছেলে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে মৎস্য খামার স্থাপন করেন এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হন।

ক. বেকারত্ব কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সালমা বেগমের বেকারত্বের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সালমা বেগম ও তার সন্তানরা কী মানব সম্পদে পরিণত হচ্ছে? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১০ রায়হান সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি প্রতিবছর তার আয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে সরকারকে কর প্রদান করেন।

সেলিনা বেগম একটি পাইকারি দোকান থেকে বেশি পরিমাণ কাপড় কেনেন। দোকানদার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে একটু বেশি মূল্য নেয়। কারণ জানতে চাইলে বিক্রেতা বললেন এটা এক ধরনের কর।

ক. বাজেট কাকে বলে? ১

খ. উদ্বৃত্ত বাজেট বলতে কী বুঝ? ২

গ. রায়হান সাহেব কোন ধরনের কর প্রদান করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রায়হান সাহেব ও সেলিনা বেগমের প্রদত্ত করের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক অর্থবছরে) একটি দেশের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের একটি সুবিন্যস্ত হিসাবই হলো বাজেট।

খ কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কম হলে, তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে। অর্থাৎ, এ বাজেটে ব্যয় অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ বেশি।

উদ্বৃত্ত বাজেট = (মোট আয় − মোট ব্যয়) > ০। অথবা, মোট আয় > মোট ব্যয়।

গ রায়হান সাহেব আয়কর প্রদান করেন।

কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানির আয়ের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আয়কর বলে। এটি বাংলাদেশ সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস। বাংলাদেশে যাদের আয় একটি নির্দিষ্ট সীমার ঊর্ধ্বে তাদের কাছ থেকে নির্ধারিত হারে আয়কর আদায় করা হয়। আয়কর থেকে প্রতিবছর সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে থাকে। উদ্দীপকে রায়হান সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি প্রতিবছর তার আয়ের ওপর নির্দিষ্ট হারে সরকারকে কর প্রদান করে। মূলত আয়ের ওপর এই কর ধার্য হয়। যা আয়করের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, রায়হান সাহেব আয়কর প্রদান করেন।

ঘ উদ্দীপকে রায়হান সাহেব আয়কর ও সেলিনা বেগম মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রদান করেন। আয়কর ও মূল্য সংযোজন করের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

১. **সংজ্ঞা :** কোনো ব্যক্তির বা কোম্পানির আয়ের উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আয়কর বলে।
কিন্তু উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে যে মূল্য সংযোজিত হয় তার ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করা হয়, তাকে মূল্য সংযোজন কর বা VAT বলে।

২. **করের ধরন :** আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর, কারণ করদাতা সরাসরি সরকারকে প্রদান করে।
অন্যদিকে, VAT বা মূসক একটি পরোক্ষ কর, কারণ ভোক্তা পণ্যের দামের সাথে পরোক্ষভাবে প্রদান করে।

৩. **আদায়ের সময় :** ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আয় অর্জনের পর বছরে একবার আয়কর দেয়।
কিন্তু ভোক্তা পণ্য বা সেবা কেনার সময়ই VAT দেয়।

৪. **কর প্রদানকারী :** যিনি আয় করেন, তিনি আয়কর দেন। অপরপক্ষে, যিনি পণ্য বা সেবা কেনেন তিনিই VAT দেন।

৫. **পরিমাণ নির্ধারণ :** ব্যক্তির আয় অনুযায়ী আয়করের হার নির্ধারিত হয়।
কিন্তু ভ্যাট নির্দিষ্ট হারে নির্ধারিত হয় পণ্যের মূল্যের ওপর।

অতএব বলা যায়, রায়হান সাহেব ও সেলিনা বেগমের প্রদত্ত করের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মূল্য সংযোজন কর (VAT) থেকে সরকারের রাজস্ব তুলনামূলকভাবে আয়করের চেয়ে বেশি আসে।

প্রশ্ন ▶ ১১ মিঃ 'X' দীর্ঘদিন প্রবাস জীবনের পর বাংলাদেশে এসে দেখলেন পূর্বের চেয়ে দেশটির রাস্তাঘাট, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। তার একজন শিক্ষকের নিকট এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বললেন, দেশটির উন্নতির জন্য এখনও কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূর করতে পারলে দেশটি উন্নত দেশে পরিণত হবে।

ক. NGO এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মিঃ 'X' এর দেশটি কোন ধরনের দেশ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত দেশটিকে উন্নত দেশের পর্যায়ে নিয়ে যেতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ৩০ মিনিট

[২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **কোনটি বাংলাদেশের আর্থিক বছর?**
ⓚ জানুয়ারি–ডিসেম্বর ⓚ জুলাই–জুন
ⓖ জুন–জুলাই ⓖ নভেম্বর–অক্টোবর

২. **'আশা' কত সাল থেকে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে?**
ক ১৯৮৮ খ ১৯৯২ গ ১৯৯৬ ঘ ১৯৯৮

৩. **পাউরুটি কোন ধরনের দ্রব্য?**
ক অবাধ লভ্য দ্রব্য খ মধ্যবর্তী দ্রব্য গ চূড়ান্ত দ্রব্য ঘ মূলধনী দ্রব্য

৪. **সুমন একজন চাল ব্যবসায়ী। হঠাৎ চালের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সে আরও চাল সরবরাহ করতে থাকল। এটি অর্থনীতির কোন বিষয়কে সমর্থন করে?**
ক প্রান্তিক উপযোগ বিধি খ চাহিদা বিধি
গ প্রান্তিক উৎপাদন বিধি ঘ যোগান বিধি

৫. **প্রান্তিক উপযোগ যখন শূন্য তখন মোট উপযোগ কত?**
ক সর্বনিম্ন খ সর্বোচ্চ গ বাড়বে ঘ কমবে

৬. **নিচের কোনটি গড় উৎপাদনের সঠিক সূত্র?**
ক গড় উৎপাদন = $\frac{\text{মোট উৎপাদন}}{\text{মোট শ্রম উপকরণ}}$
খ গড় উৎপাদন = $\frac{\text{মোট উপকরণ}}{\text{মোট উৎপাদন}}$
গ গড় উৎপাদন = $\frac{\text{মোট খরচ}}{\text{মোট উৎপাদন}}$
ঘ গড় উৎপাদন = $\frac{\text{মোট উৎপাদন}}{\text{মোট খরচ}}$

৭. **যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি হলেও যোগান স্থির থাকে, সেটি কোন ধরনের বাজার?**
ক স্বল্পকালীন বাজার খ অতি স্বল্পকালীন বাজার
গ দীর্ঘকালীন বাজার ঘ অতি দীর্ঘকালীন বাজার

৮. **মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয়কে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয়?**
ক CCA খ NNP গ NNI ঘ GNP

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৯ ও ১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আয়ান পড়াশোনা শেষ করে ব্যাংকিংকে পেশা হিসেবে নিতে ইচ্ছুক, যে ব্যাংকটি অন্যান্য ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে।

৯. **আয়ান যে ব্যাংকে চাকরি করতে চায় তার নাম কী?**
ক বাণিজ্যিক ব্যাংক খ কৃষি ব্যাংক
গ গ্রামীণ ব্যাংক ঘ বাংলাদেশ ব্যাংক

১০. **আয়ানের ব্যাংকটির ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যগুলো হলো–**
i. মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা
ii. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা
iii. সঞ্চয় সংগ্রহ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. **বাঁশ ও বেতের তৈরি ঝুঁড়ি কোন শিল্পের অন্তর্গত?**
ক বৃহৎ খ মাঝারি গ ক্ষুদ্র ঘ কুটির

১২. **EPZ-এর পূর্ণরূপ কী?**
ক Export Processing Zone খ Export Patronize Zone
গ Export Preserve Zone ঘ Export Producing Zone

১৩. **কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে কোন খাতটি বাংলাদেশের সবচাইতে বড় খাত?**
ক শিল্পখাত খ সেবাখাত গ বাণিজ্যখাত ঘ কৃষিখাত

১৪. **অঞ্চলভেদে বাজারকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?**
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

১৫. **সেলিনা বেগম গহনা বিক্রি করে এক লক্ষ টাকা পেলেন। তিনি ২০,০০০ টাকা সংসারে খরচ করলেন এবং ৩০,০০০ টাকা ব্যাংকে রাখলেন। অবশিষ্ট টাকা দিয়ে একটি মুরগীর খামার করলেন। সেলিনা বেগমের বিনিয়োগের পরিমাণ কত টাকা।**
ক ১০,০০০ খ ২০,০০০ গ ৫০,০০০ ঘ ৭০,০০০

১৬. **অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টির মূল কারণ কোনটি?**
ক নির্বাচন সমস্যা খ সম্পদের সীমাবদ্ধতা
গ সম্পদের প্রাচুর্যতা ঘ অসীম অভাব

১৭. **রানা একজন দক্ষ শ্রমিক, রানার যোগ্যতা কোন ধরনের সম্পদ?**
ক ব্যক্তিগত খ জাতীয় গ সমষ্টিগত ঘ মানবিক

১৮. **'Oikonomia' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?**
ক গ্রিক খ ইতালি গ হিব্রু ঘ ইংরেজি

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রিয়াকে তার মা ১০০০ টাকা দিয়েছিলেন একটি হাতঘড়ি কেনার জন্য। কিন্তু রিয়া সেই টাকা দিয়ে তার লেখাপড়ার জন্য বই কিনল।

১৯. **হাতঘড়ি কেনার বদলে রিয়ার বই ক্রয়কে অর্থনীতির ভাষায় কী বলে?**
ক সুযোগ ব্যয় খ ব্যক্তিগত ব্যয় গ মোট ব্যয় ঘ প্রান্তিক ব্যয়

২০. **অর্থনীতির এই ধারণা ব্যবহার করে আমাদের উচিত হবে–**
i. সীমিত সম্পদের অপচয় না করা
ii. সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অভাবকে অগ্রাধিকার দেয়া
iii. সমাজের সর্বোচ্চ উপকার সাধন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. **বাংলাদেশে পানির উৎস প্রধানত কয়টি?**
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

২২. **একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রয়যোগ্য একটি দ্রব্যের মোট পরিমাণকে কী বলে?**
ক চাহিদা খ যোগান
গ উপযোগ ঘ সম্পদ

২৩. **ব্যবসায়ের ভিত্তি কে?**
ক মালিক খ উৎপাদক
গ সংগঠক ঘ ক্রেতা

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' ব্যক্তি একজন চাকরিজীবী। তিনি প্রতিমাসে বেতনভাতা বাবদ যে টাকা পান তার একটি অংশ পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। বাকী টাকা তিনি ভবিষ্যতের জন্য ব্যাংকে জমা রাখেন।

২৪. **'ক' ব্যক্তির জমাকৃত অর্থকে অর্থনীতিতে কী বলে?**
ক সঞ্চয় খ মূলধন
গ ব্যয় ঘ বিনিয়োগ

২৫. **'ক' ব্যক্তি ভবিষ্যতের জন্য অর্থ ব্যাংকে জমা রাখেন–**
i. বিনিয়োগ করার জন্য
ii. পরিবারের ভবিষ্যৎ ঝুঁকির জন্য
iii. মুনাফা লাভের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. **নিম্নের কোন অর্থনীতিবিদ বাজারের সংজ্ঞা প্রদান করেন?**
ক মার্শাল খ অ্যাডাম স্মিথ
গ কুর্ণট ঘ ক্যানন

২৭. **মাথাপিছু জিডিপি কী?**
ক জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপি খ মোট জাতীয় আয়
গ নিট জাতীয় আয় ঘ মোট দেশজ উৎপাদন

২৮. **বাণিজ্যিক ব্যাংক কত প্রকার আমানত গ্রহণ করে?**
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

২৯. **মানবসম্পদ কারা?**
ক সকল জনগণ খ যুবক, পুরুষ এবং নারী
গ শিক্ষিত নারী ঘ শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি

৩০. **সরকারি অর্থব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি কী?**
ক সুষম বাজেট খ অসম বাজেট
গ বাজেট ঘ উদ্বৃত্ত বাজেট

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। মাহিম একটি দেশের নাগরিক। সেখানে প্রতিটি শিল্প কারখানা সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়।
অপরদিকে সাকিব অন্য একটি দেশের নাগরিক। সেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় বেশ কিছু শিল্প কারখানা পরিচালিত হলেও তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি শিল্প কারখানা স্থাপন করেন।

ক. সুযোগ ব্যয় কাকে বলে? ১
খ. বাণিজ্যে কীভাবে সবাই উপকৃত হয়? ২
গ. মাহিমের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সাকিবের দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার মিল আছে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২। ডলি খাতুন দেশের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করেন। সেখানে তিনি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের খেলাধুলা ও অভিনয়ের মাধ্যমে লেখাপড়া শেখান। অবসর সময়ে তিনি তাঁর সন্তানের লেখাপড়া করান ও লালন-পালন করেন।

ক. সঞ্চয় কাকে বলে? ১
খ. মূলধনী দ্রব্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ডলি খাতুনের প্রথম কাজটি কোন ধরনের কার্যাবলি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ডলি খাতুনের নিজ সন্তানদের পড়াশোনা, লালন-পালন ও বিদ্যালয়ের শিশুদের পড়াশোনা করানোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। **নিচে একটি দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান সূচি দেওয়া হলো :**

দ্রব্যের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ	যোগানের পরিমাণ
০৫	৩০ একক	১০ একক
১০	২০ একক	২০ একক
১৫	১০ একক	৩০ একক

ক. ভোক্তা কাকে বলে? ১
খ. প্রান্তিক উপযোগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উপরিউক্ত সূচির আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চিত্রে কীভাবে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। **নিচের সূচিটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

কমলার একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৩	৩
২য়	৫	২
৩য়	৬	১
৪র্থ	৬	০
৫ম	৫	–১

ক. যোগান কাকে বলে? ১
খ. চাহিদা বিধি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উপরিউক্ত সূচিতে ৫ম এককে ভোক্তা ভোগ করবে কি? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। নোমান সাহেবের একটি ৫ বিঘার মালটা বাগান আছে। বাগানে তিনি ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করেন এবং তাদের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ বণ্টন করেন। এ বছর প্রচুর মালটার ফলন হলেও তিনি চিন্তিত কারণ মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে ভালো দাম পাওয়ার সম্ভাবনা কম। অবশেষে বন্ধুর পরামর্শে মালটা খুলনায় নিয়ে গেলে ভালো দাম পান।

ক. ভূমি কাকে বলে? ১
খ. প্রকাশ্য ব্যয় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নোমানের খুলনায় মালটা বিক্রয় কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নোমান সাহেবকে কি একজন সফল সংগঠক বলা যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। সুমাইয়া রাজশাহী শহরে বসবাস করেন। তিনি আম ক্রয়ের জন্য বাজারে গিয়ে দেখলেন যে, আমের সরবরাহ এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের সংখ্যা অনেক। তিনি যাচাই-বাছাই করে কিছু আম ক্রয় করেন।
পরবর্তীতে তিনি একটি দোকানে ঘড়ি কিনতে গেলে দোকানদার ঘড়ির মূল্য বেশি চায়। দোকানদার বলেন এখানে কতিপয় ঘড়ির দোকান আছে, তাই দাম একই হবে। তাছাড়া আজকাল বিজ্ঞাপন খরচও অনেক।

ক. স্বল্পকালীন বাজার কাকে বলে? ১
খ. কখন একটি ফার্ম শিল্প হিসেবে গণ্য হয়? ২
গ. উদ্দীপকের আমের বাজার কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ঘড়ির বাজার চিহ্নিত করে এর বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। ইতালী প্রবাসী মুস্তাক বাংলাদেশের নাগরিক। সে প্রতিমাসে প্রচুর অর্থ দেশে পাঠায়। অপরদিকে মি. মিউ রাশিয়ার নাগরিক। তিনি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত আছেন। তিনিও প্রতিমাসে তাঁর দেশে টাকা পাঠান।

ক. CCA এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. সচলতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মুস্তাকের প্রেরণকৃত অর্থ জাতীয় আয় পরিমাপে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. মিউ এর আয় কি বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করবে? মতামত দাও। ৪

৮। হত দরিদ্র ছালিমা বেগম মুরগীর খামার স্থাপনের জন্য ঋণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে দেশের একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করলে জানতে পারেন যে, কোনো জামানত ছাড়া সেখান থেকে ঋণ দেওয়া সম্ভব নয়।
পরবর্তীতে তিনি দেশের অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করেন এবং জামানত ছাড়াই সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করেন।

ক. বিহিত মুদ্রা কাকে বলে? ১
খ. স্থগিত লেনদেনের বাহন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ছালিমা বেগমের যোগাযোগকৃত প্রথম আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের? এর কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ছালিমা বেগম পরবর্তীতে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেন তার কার্যক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। **নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

খাত-A	খাত-B	খাত-C
ধান, পাট, আখ, তুলা, মাছ	বস্ত্র, সার, চিনি, কাগজ শিল্প	শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, ডাক ও তার যোগাযোগ

ক. EPZ-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'C' খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'A' ও 'B' খাত একে অপরের পরিপূরক মূল্যায়ন করো। ৪

১০। মনিকা 'A' দেশের নাগরিক। সেখানে শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষিতে নিয়োজিত। ইদানিং কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।
অপরদিকে অহনা 'B' দেশের নাগরিক। সেখানে অধিকাংশ মানুষ শিক্ষিত, দক্ষ ও প্রযুক্তি নির্ভর। শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতাও বেশি।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? ১
খ. প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের 'B' দেশটি কোন ধরনের দেশ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশ দুটির মধ্যে কোনটির সাথে বাংলাদেশের মিল রয়েছে? মতামত দাও। ৪

১১। নিচে একটি কাল্পনিক বাজেট দেওয়া হলো :

আয়ের উৎস	টাকার পরিমাণ	ব্যয়ের খাত	টাকার পরিমাণ
কর ও শুল্ক	১০,০০০ কোটি	শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১৮,০০০ কোটি
ভূমি, রাজস্ব	৮,০০০ কোটি	জনপ্রশাসন	১০,০০০ কোটি
স্ট্যাম্প বিক্রয়	৭,০০০ কোটি	প্রতিরক্ষা	৭,০০০ কোটি
প্রশাসনিক ফি	৬,০০০ কোটি	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৭,০০০ কোটি
টোল ও লেভি	৫,০০০ কোটি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৬,০০০ কোটি

ক. VAT কাকে বলে? ১
খ. আবগারি শুল্ক বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের বাজেটটির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'বাংলাদেশের মতো দেশে উক্ত বাজেটটি অধিক গ্রহণযোগ্য'–মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা (দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	খ	২	খ	৩	গ	৪	ঘ	৫	খ	৬	ক	৭	খ	৮	ক	৯	ঘ	১০	ক	১১	ঘ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ক	২০	ঘ	২১	খ	২২	খ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ মাহিম একটি দেশের নাগরিক। সেখানে প্রতিটি শিল্প কারখানা সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়।

অপরদিকে সাকিব অন্য একটি দেশের নাগরিক। সেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় বেশ কিছু শিল্প কারখানা পরিচালিত হলেও তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি শিল্প কারখানা স্থাপন করেন।

ক. সুযোগ ব্যয় কাকে বলে? ১

খ. বাণিজ্যে কীভাবে সবাই উপকৃত হয়? ২

গ. মাহিমের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাকিবের দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার মিল আছে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০২ ডলি খাতুন দেশের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করেন। সেখানে তিনি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের খেলাধুলা ও অভিনয়ের মাধ্যমে লেখাপড়া শেখান। অবসর সময়ে তিনি তাঁর সন্তানের লেখাপড়া করান ও লালন-পালন করেন।

ক. সঞ্চয় কাকে বলে? ১

খ. মূলধনী দ্রব্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ডলি খাতুনের প্রথম কাজটি কোন ধরনের কার্যাবলি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ডলি খাতুনের নিজ সন্তানদের পড়াশোনা, লালন-পালন ও বিদ্যালয়ের শিশুদের পড়াশোনা করানোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে।

খ যে সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে তাকে মূলধনী দ্রব্য বলে। যেমন- যন্ত্রপাতি, কারখানা, গুদামঘর ইত্যাদি। মূলধনী দ্রব্য বারবার উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। মূলধনী দ্রব্য আবার মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়।

গ ডলি খাতুনের প্রথম কাজটি অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য যে কাজ করে তাই অর্থনৈতিক কাজ। অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবন ধারণের জন্য তা ব্যয় করে। যেমন– শ্রমিকরা কলকারখানায় কাজ করে, কৃষকরা জমিতে কাজ করে, ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করে, শিল্পপতিরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এগুলো সবই অর্থনৈতিক কাজ। তবে কোনো অবৈধ কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা হলে তা অর্থনৈতিক কাজ বলে বিবেচিত হবে না। যেমন– চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চোরাচালান ইত্যাদি।

উদ্দীপকে ডলি খাতুন দেশের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করেন। সেখানে তিনি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের খেলাধুলা ও অভিনয়ের মাধ্যমে লেখাপড়া শেখান। এটি তার পেশা। এর বিনিময়ে সে অর্থ পায়। যা অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, ডলি খাতুনের প্রথম কাজটি অর্থনৈতিক কাজ।

ঘ ডলি খাতুনের নিজ সন্তানদের পড়াশোনা, লালন-পালন করা হচ্ছে অ-অর্থনৈতিক কাজ এবং বিদ্যালয়ের শিশুদের পড়ানোর কাজ হচ্ছে অর্থনৈতিক কাজ। এ দুটি কাজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য যেসব কাজ করে থাকে তাদেরকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি। অর্থের বিনিময়ে যে কাজ করে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে। অন্যদিকে, যেসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না তাদেরকে অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে।

উদ্দীপকে ডলি খাতুন নিজ সন্তানদের পড়াশোনা, লালন-পালন করেন। এটি তার পেশা নয়। এর মাধ্যমে অর্থ আয় হয় না। তার এই কাজগুলো অ-অর্থনৈতিক কাজ। কিন্তু তার এই কাজের সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। আবার তিনি বিদ্যালয়ের শিশুদের পড়াশোনা করান। এটি তার পেশা। এর বিনিময়ে সে অর্থ পায়। এই অর্থ জীবনযাপনের জন্য ব্যয় করেন।

সুতরাং বলা যায়, অ-অর্থনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থনীতির উন্নয়নে অর্থনৈতিক কাজের ভূমিকা ব্যাপক।

প্রশ্ন ▶ ০৩ **নিচে একটি দ্রব্যের চাহিদা ও জোগান সূচি দেওয়া হলো :**

দ্রব্যের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ	জোগানের পরিমাণ
০৫	৩০ একক	১০ একক
১০	২০ একক	২০ একক
১৫	১০ একক	৩০ একক

ক. ভোক্তা কাকে বলে? ১

খ. প্রান্তিক উপযোগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উপরিউক্ত সূচির আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চিত্রে কীভাবে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় তা বিশ্লেষণ করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো অবাধ সহজলভ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য সব দ্রব্য ভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে ভোক্তা বলে।

খ অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বা সেবা ভোগ করে যে অতিরিক্ত উপযোগ বা তৃপ্তি পাওয়া যায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

মনে কর তুমি ৩টি আম কিনেছ। এখন তুমি আবার আরেকটি আম কিনলে। এ অতিরিক্ত ৪র্থ আমটি হলো প্রান্তিক আম। এই প্রান্তিক আম থেকে তুমি যে তৃপ্তি বা উপযোগ পেলে, তাই প্রান্তিক উপযোগ।

গ উপরিউক্ত সূচির আলোকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো–

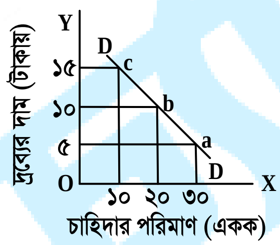

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে (OY) দাম দেখানো হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন ৫ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৩০ একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। দাম বেড়ে ১০ ও ১৫ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ কমে যথাক্রমে ২০ ও ১০ একক হয়, যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b ও c। এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। উক্ত DD রেখাই উপরিউক্ত সূচির আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ উদ্দীপকের সূচির আলোকে রেখাচিত্র অঙ্কন করে পণ্যটির ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো–

যে দামে দ্রব্যটির চাহিদা ও জোগান সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে। ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা-বেচা হয় তাকে ভারসাম্য পরিমাণ বলে।

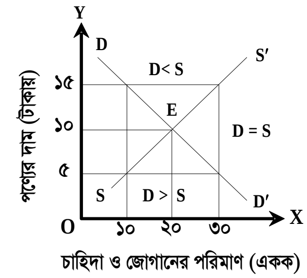

চিত্র : ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ

চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে পণ্যের দাম নির্দেশ করা হয়েছে। আর DD′ ও SS′ হলো যথাক্রমে বিবেচ্য চাহিদা ও জোগান রেখা। দ্রব্যের দাম ৫ টাকা হলে এর চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ৩০ ও ১০ একক। এখানে চাহিদার পরিমাণ বেশি তবে দ্রব্যের জোগান কম। ফলে দাম বাড়বে। আবার, দাম যখন ১৫ টাকা তখন চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ১০ ও ৩০ একক। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় জোগান বেশি। সুতরাং, এক্ষেত্রে দাম কমবে। কিন্তু দাম যখন ১০ টাকা তখন চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ সমান অর্থাৎ ২০ একক, যা E বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। চাহিদা ও জোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হওয়ায় E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ হবে যথাক্রমে ১০ টাকা ও ২০ একক।

প্রশ্ন ▶ ০৪ **নিচের সূচিটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

কমলার একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৩	৩
২য়	৫	২
৩য়	৬	১
৪র্থ	৬	০
৫ম	৫	–১

ক. জোগান কাকে বলে? ১

খ. চাহিদা বিধি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উপরিউক্ত সূচিতে ৫ম একককে ভোক্তা ভোগ করবে কি? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা একটি পণ্যের যে পরিমাণ বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকে তাকে জোগান বলে।

খ কোনো দ্রব্যের দামের সাথে তার চাহিদার পরিমাণের বিপরীত সম্পর্ক যে বিধির সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা বিধি বলে।

ভোক্তার আয়, রুচি ও অভ্যাস, ক্রেতার সংখ্যা, বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম ও চাহিদার পরিমাণের সাথে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। এরূপ বিপরীত সম্পর্কই হলো চাহিদা বিধি।

গ উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো–

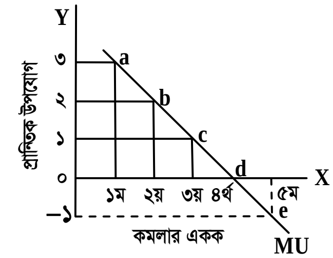

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) কমলার একক এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক উপযোগ দেখানো হয়েছে। ১ম একক কমলার ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ৩ টাকা। যার সমন্বয় বিন্দু a। ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম একক কমলা থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে ২, ১, ০ ও –১। যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে MU রেখা পাওয়া যায়। এই প্রান্তিক উপযোগ (MU) রেখা বামদিকে নিম্নগামী। আর এই MU রেখার নিম্নগামিতাই প্রকাশ করে ভোক্তার পরিমাণ বাড়ার সাথে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়।

ঘ উপরিউক্ত সূচিতে ৫ম একককে ভোক্তা ভোগ করবে না।

ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমতে থাকে। এভাবে ভোগ বৃদ্ধি করতে থাকলে এক পর্যায়ে ভোক্তার নিকট ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। অর্থাৎ অতিরিক্ত এই একক ভোগের ক্ষেত্রে ভোক্তার কোনো উপযোগ নেই। এ পর্যায়ে ভোক্তা আর ঐ দ্রব্যটি ক্রয় করবে না।

প্রদত্ত সূচিতে দেখা যায়, ১ম একক দ্রব্য হতে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ হয় ৩ টাকা। ভোগ বৃদ্ধি পেয়ে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ একক হলে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫, ৬ ও ৬ টাকা হয়। প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে ২, ১, ও ০ টাকা হয়। ভোগের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৫ম একক হলে মোট উপযোগ কমে ৫ টাকা হয় এবং প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (–১) টাকা হয়।

১ম দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। তবে ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। এভাবে ৫ম একককে ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়। অর্থাৎ ভোক্তার কাছে এই একক দ্রব্যের কোনো উপযোগ নেই। তাই একজন ভোক্তা সূচির ৩য় স্তরের পর দ্রব্য ভোগ করবে না।

প্রশ্ন ▸ ০৫ নোমান সাহেবের একটি ৫ বিঘার মালটা বাগান আছে। বাগানে তিনি ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করেন এবং তাদের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ বণ্টন করেন। এ বছর প্রচুর মালটার ফলন হলেও তিনি চিন্তিত কারণ মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে ভালো দাম পাওয়ার সম্ভাবনা কম। অবশেষে বন্ধুর পরামর্শে মালটা খুলনায় নিয়ে গেলে ভালো দাম পান।

ক. ভূমি কাকে বলে? ১

খ. প্রকাশ্য ব্যয় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. নোমানের খুলনায় মালটা বিক্রয় কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নোমান সাহেবকে কি একজন সফল সংগঠক বলা যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদই ভূমি।

খ কোনো উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভাড়া পরিশোধ বা মূলধন সামগ্রী/শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য দৃশ্যমান যে ব্যয় করেন, এদের সমষ্টিকে প্রকাশ্য ব্যয় বলা হয়।

শ্রমিক-কর্মচারিদের বেতন-ভাতা পরিশোধ, কাঁচামাল/মাধ্যমিক দ্রব্য ক্রয় ও বিভিন্ন স্থির ব্যয় (বাড়ি ভাড়া, মুলধনের সুদ) প্রভৃতি প্রকাশ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

গ নোমানের খুলনায় মালটা বিক্রয় স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করেছে।

কোনো দ্রব্যকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করার মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন- গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের দাম গ্রামাঞ্চলে কম কিন্তু শহরাঞ্চলে বেশি। তাই এসব দ্রব্যাদি গ্রাম থেকে শহরে এনে বিক্রি করলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এভাবে দ্রব্যাদি স্থানান্তরের ফলে সৃষ্ট যে উপযোগের সৃষ্টি হয় সেটি স্থানগত উপযোগ।

উদ্দীপকে নোমান সাহেবের ৫ বিঘা জমিতে এ বছর প্রচুর মালটার ফলন হলেও তিনি চিন্তিত কারণ মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে ভালো দাম পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তিনি বন্ধুর পরামর্শে মালটা খুলনায় নিয়ে গেলে ভালো দাম পান। মূলত স্থান পরিবর্তনের কারণেই মালটার অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলা যায়, নোমানের খুলনায় মালটা বিক্রয় স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করেছে।

ঘ হ্যাঁ, নোমান সাহেবকে একজন সফল সংগঠক বলা যায়।

উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। আর এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকেন তাকে সংগঠক বলা হয়। একজন সফল সংগঠক নিজেই উৎপাদনের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন নীতি নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী কারবার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। এছাড়াও তিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সংগ্রহ এবং সেগুলোর সমন্বয় করে উৎপাদন করেন। একজন সংগঠক কারবার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল দায়িত্ব ও ঝুঁকি বহন করে থাকেন।

উদ্দীপকে নোমান সাহেবের একটি ৫ বিঘার মালটা বাগান আছে। বাগানে তিনি ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করেন এবং তাদের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ বণ্টন করেন। তিনি তার উৎপাদিত মালটা খুলনা নিয়ে বিক্রি করে ভালো মুনাফা পান। নোমান এখানে সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। কারণ সংগঠককে সমন্বয়কারী বলা হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম ও মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠক বলে। উৎপাদন ব্যবস্থায়, এ চারটি উপকরণের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটির অনুপস্থিতিতে উৎপাদন সম্ভব নয়।

সুতরাং বলা যায়, নোমান সাহেব একজন সফল সংগঠক।

প্রশ্ন ▶ ০৬ সুমাইয়া রাজশাহী শহরে বসবাস করেন। তিনি আম ক্রয়ের জন্য বাজারে গিয়ে দেখলেন যে, আমের সরবরাহ এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের সংখ্যা অনেক। তিনি যাচাই-বাছাই করে কিছু আম ক্রয় করেন।

পরবর্তীতে তিনি একটি দোকানে ঘড়ি কিনতে গেলে দোকানদার ঘড়ির মূল্য বেশি চায়। দোকানদার বলেন এখানে কতিপয় ঘড়ির দোকান আছে, তাই দাম একই হবে। তাছাড়া আজকাল বিজ্ঞাপন খরচও অনেক।

ক. স্বল্পকালীন বাজার কাকে বলে? ১

খ. কখন একটি ফার্ম শিল্প হিসেবে গণ্য হয়? ২

গ. উদ্দীপকের আমের বাজার কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ঘড়ির বাজার চিহ্নিত করে এর বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৭ ইতালী প্রবাসী মুস্তাক বাংলাদেশের নাগরিক। সে প্রতিমাসে প্রচুর অর্থ দেশে পাঠায়। অপরদিকে মি. মিউ রাশিয়ার নাগরিক। তিনি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত আছেন। তিনিও প্রতিমাসে তাঁর দেশে টাকা পাঠান।

ক. CCA এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সচলতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মুস্তাকের প্রেরণকৃত অর্থ জাতীয় আয় পরিমাপে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. মিউ এর আয় কি বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করবে? মতামত দাও। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক CCA-এর পূর্ণরূপ হলো Capital Consumption Allowance.

খ পিছিয়ে পড়া বা অবনতিশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পদ সরিয়ে নতুন প্রসারমান অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষমতাকে সম্পদের সচলতা বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে পাট চাষ কমিয়ে ধান, গম ও ভুট্টা চাষে ভূমি ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা যায়।

গ মুস্তাকের প্রেরণকৃত অর্থ রেমিট্যান্স হিসেবে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিই হলো মোট জাতীয় আয়। জাতীয় আয় হিসাব করার সময় মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগফলকে বুঝায়।

উদ্দীপকে ইতালি প্রবাসী মুস্তাক বাংলাদেশের নাগরিক। সে প্রতি মাসে প্রচুর অর্থ দেশে পাঠায়। এটি মূলত রেমিট্যান্স হিসেবে আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং বলা যায়, এদেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় মুস্তাকের প্রেরণকৃত রেমিট্যান্স হিসেবে যুক্ত হয়।

ঘ মি. মিউ এর আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করবে না।

মোট জাতীয় আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্য এবং বিদেশে কর্মরত তথা প্রবাসীদের আয়ের সমষ্টি থেকে দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট আর্থিক মূল্য। সুতরাং মোট জাতীয় আয় = কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য + বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয় − দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. মিউ রাশিয়ার নাগরিক। তিনি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত আছেন। তিনি প্রতি মাসে তার দেশে টাকা পাঠান। এ কারণে মি. মিউ এর আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় না বরং রাশিয়ার মোট জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ তার আয় এদেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে না। তবে বিদেশিদের আয় (বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে আয়) বিবেচ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এটি পরবর্তী সময়ে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় নাগরিকদের আয় বৃদ্ধি করে। মি. মিউ রাশিয়ার নাগরিক হওয়ায় তার আয় বাংলাদেশের জিডিপি (GDP)-তে অন্তর্ভুক্ত হয়।

সুতরাং বলা যায়, মি. মিউ এর আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করে না। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেকাংশে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ হত দরিদ্র ছালিমা বেগম মুরগীর খামার স্থাপনের জন্য ঋণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে দেশের একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করলে জানতে পারেন যে, কোনো জামানত ছাড়া সেখান থেকে ঋণ দেওয়া সম্ভব নয়।

পরবর্তীতে তিনি দেশের অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করেন এবং জামানত ছাড়াই সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করেন।

ক. বিহিত মুদ্রা কাকে বলে? ১

খ. স্থগিত লেনদেনের বাহন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ছালিমা বেগমের যোগাযোগকৃত প্রথম আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের? এর কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছালিমা বেগম পরবর্তীতে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেন তার কার্যক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থ সরকারি আইন দ্বারা পরিচালিত তাই বিহিত অর্থ।

খ স্থগিত লেনদেন বলতে ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনাকে নির্দেশ করে। এসব দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ অর্থের মাধ্যমেই করা হয়। অর্থের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ সহজ এবং ঐ ঋণ পরিশোধ করাও সুবিধাজনক। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্নে চলতে পারে, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্যবসায়িক লেনদেন চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল প্রভৃতি ও ঋণপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ব্যাংকে আমানত হিসেবে রক্ষিত নগদ অর্থের ভিত্তিতেই ব্যাংক এসব ঋণপত্র প্রচলন করে। তাই অর্থকে ঋণের স্থগিত লেনদেনের বাহন হিসেবে গণ্য করা হয়।

গ ছালিমা বেগমের যোগাযোগকৃত প্রথম আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করা হলো−

বাণিজ্যিক ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে।

উদ্দীপকে হত দরিদ্র ছালিমা বেগম মুরগির খামার স্থাপনের জন্য ঋণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে দেশের একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করলে জানতে পারেন যে, কোনো জামানত ছাড়া সেখান থেকে ঋণ দেওয়া সম্ভব নয়। যা বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। এ ব্যাংক নিয়মিত আমানত সংগ্রহ করে দেশের ব্যবসায়ীদের তা ঋণের মাধ্যমে প্রদান করে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও শিল্পায়নে অর্থসংস্থানের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বড়ো অংশীদার বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। তা থেকে ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পকারখানা নির্মাণ ও সম্প্রসারণে ঋণ সহায়তা দান করে থাকে। শিল্পের কাঁচামাল এবং উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করে। এছাড়া নতুন নতুন কোম্পানির শেয়ার কিনে দেশে কলকারখানা গড়তে সহায়তা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। বর্তমানে এ দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো রিকশা ও ভ্যান ক্রয়, মুদির দোকান খোলা, চাল-ডাল-গম ভাঙানোর মিল স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান শুরু করেছে। ফলশ্রুতিতে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংক উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে।

ঘ ছালিমা বেগম গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। এ ব্যাংকের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হলো−

গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। এ ব্যাংক গ্রামের অতি স্বল্প জমির মালিক, ভূমিহীন এবং অন্যান্য অতি দরিদ্র নারী-পুরুষের মাঝে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে। এ ব্যাংক গ্রামের স্বল্প জমির মালিক, ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ও জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ছালিমা দেশের একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করে এবং জামানত ছাড়াই সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করেন। যা গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রমকে নির্দেশ করে। গ্রামীণ ব্যাংক কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য শাকসবজি চাষ, গাভী পালন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ও জমি চাষাবাদ ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করে। ব্যাংকটি অবহেলিত জনসাধারণকে শিল্প খাতে সম্পৃক্ত করার জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে যেমন− বাঁশ ও বেতের কাজ, বিড়ি তৈরি, সাবান তৈরি, কাপড় তৈরি, মিষ্টি তৈরি প্রভৃতিতে ঋণ প্রদানসহ উপকরণ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে। তাছাড়া এ ব্যাংক সুবিধাবঞ্চিত বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। এ ব্যাংক ভিক্ষুককে সুদবিহীন ঋণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। নারীকে কর্মে উদ্বুদ্ধকরণ ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে এ ব্যাংক সহায়তা করে।

সুতরাং বলা যায়, গ্রামের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের অবস্থার উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ **নিচের ছকটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

খাত-A	খাত-B	খাত-C
ধান, পাট, আখ, তুলা, মাছ	বস্ত্র, সার, চিনি, কাগজ শিল্প	শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, ডাক ও তার যোগাযোগ

ক. EPZ-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'C' খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'A' ও 'B' খাত একে অপরের পরিপূরক মূল্যায়ন করো। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১০ মনিকা 'A' দেশের নাগরিক। সেখানে শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষিতে নিয়োজিত। ইদানিং কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অপরদিকে অহনা 'B' দেশের নাগরিক। সেখানে অধিকাংশ মানুষ শিক্ষিত, দক্ষ ও প্রযুক্তি নির্ভর। শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতাও বেশি।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? ১

খ. প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের 'B' দেশটি কোন ধরনের দেশ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশ দুটির মধ্যে কোনটির সাথে বাংলাদেশের মিল রয়েছে? মতামত দাও। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১১ নিচে একটি কাল্পনিক বাজেট দেওয়া হলো :

আয়ের উৎস	টাকার পরিমাণ	ব্যয়ের খাত	টাকার পরিমাণ
কর ও শুল্ক	১০,০০০ কোটি	শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১৮,০০০ কোটি
ভূমি, রাজস্ব	৮,০০০ কোটি	জনপ্রশাসন	১০,০০০ কোটি
স্ট্যাম্প বিক্রয়	৭,০০০ কোটি	প্রতিরক্ষা	৭,০০০ কোটি
প্রশাসনিক ফি	৬,০০০ কোটি	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৭,০০০ কোটি
টোল ও লেভি	৫,০০০ কোটি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৬,০০০ কোটি

ক. VAT কাকে বলে? ১

খ. আবগারি শুল্ক বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের বাজেটটির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বাংলাদেশের মতো দেশে উক্ত বাজেটটি অধিক গ্রহণযোগ্য'—মতামত দাও। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে যে মূল্য সংযোজিত হয় তার ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে যে কর আরোপ করা হয়, তাই হলো VAT (Value Added Tax)।

খ দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আবগারি শুল্ক বলা হয়। বাংলাদেশে প্রধানত চা, সিগারেট, চিনি, তামাক, কেরোসিন, ওষুধ, স্পিরিট, দিয়াশলাই প্রভৃতি দ্রব্যের ওপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়।

গ উদ্দীপকের বাজেটটি হলো ঘাটতি বাজেট।

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। সরকার বাজেটের এ ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ, নতুন অর্থ সৃষ্টি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ, বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করে। উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে আয় বৈষম্য দেখা দিতে পারে।

উদ্দীপকের ছকে উল্লিখিত বাজেটে সরকারের আয় ও ব্যয়ের খাত প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে সরকারের আয় (১০,০০০ + ৮,০০০ + ৭,০০০ + ৬,০০০ + ৫,০০০) বা ৩৬,০০০ কোটি টাকা ও ব্যয় (১৮,০০০ + ১০,০০০ + ৭,০০০ + ৭,০০০ + ৬,০০০) বা ৪৮,০০০ কোটি টাকা। সুতরাং ঘাটতি = (৩৬,০০০ – ৪৮,০০০) = –১২,০০০ কোটি টাকা। মোট আয় < মোট ব্যয়। অর্থাৎ ছকে বর্ণিত বাজেটটি ঘাটতি বাজেট।

ঘ 'বাংলাদেশের মতো দেশে উক্ত বাজেটটি তথা ঘাটতি বাজেট অধিক গ্রহণযোগ্য'— মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকের ছকে সরকারের আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি যা ঘাটতি বাজেটকে নির্দেশ করে। কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলা হয়। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা সার্বিক উন্নয়নের গতি বজায় রাখতে ঘাটতি বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজন হয়।

উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের অভাবে উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় ঘাটতি বাজেট ও সরকারি ঋণ গ্রহণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য। ঘাটতি বাজেট প্রণীত হলে মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে। তবে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ স্তরে ঘাটতি বাজেট মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় না, বরং উৎপাদন বাড়ায়। তাই উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের গতি বজায় রাখার লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ/মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বৈষম্য দেখা দিতে পারে। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে ঘাটতি বাজেট অধিক গ্রহণযোগ্য।

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই লেক এ জেনারেটরের সাহায্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কোন ধরনের অর্থনৈতিক সম্পদ?
ক প্রাকৃতিক সম্পদ খ শক্তি সম্পদ গ পানি সম্পদ ঘ খনিজ সম্পদ

২. সাবান কোন ধরনের বাজারের পণ্য?
ক পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক খ একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক
গ একচেটিয়া ঘ অলিগোপলি

৩. বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে জিডিপি হিসাব করা হয় –
ক শিক্ষার্থীর দিক থেকে খ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে
গ আয়ের দিক থেকে ঘ ব্যয়ের দিক থেকে

৪. নিচের কোনটি জাতীয় আয় পরিমাপে বিবেচনা করা হয় না?
ক চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা খ একটি নির্দিষ্ট সময়
গ দেশের নাগরিকদের আয় ঘ বিদেশি নাগরিকদের আয়

৫. উন্নত দেশসমূহে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে কাজ করে।
ক মূলধন খ ভূমি গ শ্রম ঘ সচলতা

৬. "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পের অংশীদার কোন প্রতিষ্ঠান?
ক সমবায় ব্যাংক খ কৃষি ব্যাংক গ গ্রামীণ ব্যাংক ঘ বাংলাদেশ ব্যাংক

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সাকিলা তাঁর অর্জিত টাকা নিকটস্থ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখতে গেলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানায় যে, তারা কোনো ব্যক্তির টাকা জমা রাখে না। অবশেষে লাভের আশায় তিনি অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে টাকা জমা রাখেন।

৭. সাকিলা প্রথমে যে ব্যাংকে যায় সেটি কোন ধরনের ব্যাংক?
ক বাণিজ্যিক ব্যাংক খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ কৃষি ব্যাংক ঘ গ্রামীণ ব্যাংক

৮. যে হিসাবে অর্থ রেখে সাকিলা লাভবান হতে পারে তা হলো –
i. চলতি হিসাব ii. সঞ্চয়ী হিসাব iii. স্থায়ী হিসাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার অর্থনীতির কোন উপখাতকে একটি পৃথক খাতের মর্যাদা প্রদান করেছে?
ক বনজ সম্পদ খ মৎস্য সম্পদ গ প্রাণিসম্পদ ঘ খনিজ সম্পদ

১০. বাংলাদেশে বেসরকারিকরণ বোর্ড কবে গঠন করা হয়?
ক ১৯৯১ খ্রিঃ খ ১৯৯৩ খ্রিঃ গ ২০১০ খ্রিঃ ঘ ২০১২ খ্রিঃ

১১. ২০২০–২০২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশে শিল্প খাতের অবদান কত ছিল?
ক ২২.৪০% খ ২৩.৩৬% গ ২৯.৩১% ঘ ৩৬.০১%

১২. কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে খনিজ তেল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
ক ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র খ আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র
গ সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঘ সৈয়দপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রাশেদ একজন কৃষি শ্রমিক। শুষ্ক মৌসুমে সাধারণত কৃষি কাজ থাকে না, তাই অলস সময় কাটাতে হয়।

১৩. এখানে কোন ধরনের বেকারত্ব সৃষ্টি হয়েছে?
ক প্রচ্ছন্ন খ সাময়িক গ মৌসুমী ঘ ছদ্মবেশী

১৪. রাশেদের বেকারত্ব দূরীকরণে প্রয়োজন –
ক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন
খ শিল্প খাতে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করা
গ হাস-মুরগির খামার স্থাপন করা
ঘ একটি ফসল উত্তোলনের সাথে সাথে অন্য একটি ফসল ফলানো

১৫. নিচের কোনটি কর বহির্ভূত রাজস্ব?
ক মুনাফার উপর ধার্য কর
খ দ্রব্য ক্রয়ের মাধ্যমে প্রদেয় কর
গ সরকারি সম্পত্তি ইজারা দেওয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ
ঘ ভূমির মালিকানার জন্য আদায়কৃত অর্থ

১৬. নিচের কোনটি মূলধন বাজেটের অন্তর্ভুক্ত?
ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ খ চাকুরিজীবীদের বেতন প্রদান
গ পুলিশ প্রশাসনের জন্য ব্যয় ঘ প্রশাসনিক কার্যাবলির ব্যয়

১৭. মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীভাতা প্রদান করা হয় কোন খাত থেকে?
ক সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খ জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা
গ প্রতিরক্ষা ঘ জনপ্রশাসন

১৮. বাণিজ্যবাদের উদ্ভব ঘটে কোন দেশে?
ক ইংল্যান্ডে খ জার্মানিতে গ আমেরিকায় ঘ অস্ট্রিয়ায়

১৯. কে অর্থনীতির অধিকতর গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন?
ক অ্যাডাম স্মিথ খ এল. রবিন্স গ ডেভিড রিকার্ডো ঘ মার্শাল

২০. নিচের কোনটি নির্দেশমূলক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য?
ক সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা খ সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা
গ উৎপাদকের সার্বভৌমত্ব ঘ ভোক্তার সার্বভৌমত্ব

২১. নিচের কোনটি স্থায়ী ভোগ্যপণ্য?
ক ফ্যান খ জুতা গ আটা ঘ পোশাক

২২. নিচের কোনটি উৎপাদিত সম্পদ?
ক বনভূমি খ বালু গ চেয়ার ঘ দক্ষতা

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৩ ও ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সাদেক বাজারে চিনি কিনতে গিয়ে দেখে চিনির দাম অনেক বেশি। তাই চিনি না কিনে বাড়ি ফিরে আসার পথে দেখতে পায় রাস্তার পাশে ট্রাকে করে টিসিবি ভোগ্য পণ্য বিক্রি করছে। সেখান থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষাকৃত কমদামে এক কেজি চিনি ক্রয় করে।

২৩. সাদেকের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক ধনতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক গ মিশ্র ঘ ইসলামি

২৪. উক্ত দেশে –
i. দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে সরকার কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে না
ii. বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার হস্তক্ষেপ করে
iii. ব্যক্তির অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন সম্ভব নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মোট উপযোগ কী হয়?
ক ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে খ ক্রমহ্রাসমান হারে কমে
গ সমানুপাতিক হারে বাড়ে ঘ শূন্য হয়

২৬. চাহিদা বিধির ক্ষেত্রে বিবেচ্য নয় –
i. ক্রেতার পছন্দ ii. ক্রেতার আয় iii. সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. নিচের কোনটি একটি বিশেষ সময়ে ঋণাত্মক হতে পারে?
ক চাহিদা খ যোগান গ মোট উপযোগ ঘ প্রান্তিক উপযোগ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

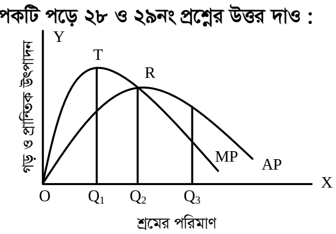

চিত্র : গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের সম্পর্ক

২৮. চিত্রে R বিন্দুতে কোন সম্পর্কটি সঠিক?
ক গড় উৎপাদন < প্রান্তিক উৎপাদন খ গড় উৎপাদন = প্রান্তিক উৎপাদন
গ গড় উৎপাদন ≠ প্রান্তিক উৎপাদন ঘ গড় উৎপাদন > প্রান্তিক উৎপাদন

২৯. OQ_3 উপকরণ নিয়োগ স্তরে –
i. প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে গড় উৎপাদন বেশি হবে
ii. প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাসের হার থেকে গড় উৎপাদন হ্রাসের হার কম হবে
iii. প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদন রেখার উপরে অবস্থান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. চাহিদার বৃদ্ধির সাথে সাথে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না কোন বাজারে?
ক স্বল্পকালীন খ দীর্ঘকালীন গ অতি স্বল্পকালীন ঘ অতি দীর্ঘকালীন

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৫

অর্থনীতি (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 4 1

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। 'A' রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উদ্দেশ্য হল সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা। ধনী-গরীবের আয়ের বৈষম্য বেশি। সরকার আইনশৃঙ্খলা ও দেশ রক্ষায় কাজ করে। অপরদিকে 'B' রাষ্ট্রের নাগরিক শিমুল একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং তার বোন সিমলা একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। উক্ত দেশে জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার পরিচালনা করে।

ক. অধ্যাপক এল. রবিন্স প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি লেখ। ১

খ. দুষ্প্রাপ্যতার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'A' রাষ্ট্রে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত 'B' রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থাকে তুমি কি উন্নত বলে মনে কর? মতামত দাও। ৪

২। **উদ্দীপক-১ :** 'P' বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষাসফরে যাওয়ার জন্য শিক্ষকের পরামর্শ চাইলে শিক্ষক তাদেরকে সুন্দরবন ভ্রমণে যাওয়ার কথা বলেন। শিক্ষক আরও বলেন, তোমরা সেখানে ভ্রমণ করলে বাংলাদেশের মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

উদ্দীপক-২ : (i) কবির প্রতিভা; (ii) সাংগঠনিক ক্ষমতা; (iii) শারীরিক যোগ্যতা ও (iv) ক্রীড়াবিদের দক্ষতা।

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. মধ্যবর্তী দ্রব্য চূড়ান্ত উৎপাদনে নিঃশেষ হয়ে যায়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এ শিক্ষক বাংলাদেশের কোন সম্পদের ইঙ্গিত দিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত বিষয়সমূহকে অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ বলা যাবে কি মতামত দাও। ৪

৩। নীলার আম কেনার সূচিটি নিম্নরূপ :

আম (একক)	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৪	৪
২য়	৭	৩
৩য়	৯	২
৪র্থ	১০	১
৫ম	১০	০
৬ষ্ঠ	৯	– ১

ক. ভোগ কাকে বলে? ১

খ. চাহিদা বিধি বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উল্লিখিত সূচিটি কোন বিধিকে নির্দেশ করে? চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কোন কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে নীলার ক্ষেত্রে উক্ত বিধিটি কার্যকর হবে না বলে তুমি মনে কর? মতামত ব্যক্ত কর। ৪

৪। **ঘটনা-১ :** 'ক' জেলার বাসিন্দা লাবনি একজন ফুলচাষী। তার এলাকায় ফুলের চাহিদা কম থাকায় সে তার উৎপাদিত ফুল পার্শ্ববর্তী জেলা শহরে এনে বিক্রি করে বেশ লাভবান হয়।

ঘটনা-২ : রাজু তার এলাকায় একটি মৎস্য খামারে মাছের পোনা উৎপাদন করেন। তার খামারে দশজন লোক কাজ করে এবং তিনি কর্মীদের দায়িত্ব বণ্টন করে দেন, কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। তিনি অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জন করেন।

ক. শ্রম কাকে বলে? ১

খ. অপ্রকাশ্য ব্যয় ফার্মের হিসাবের বইয়ে লেখা হয় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ লাবনির কাজটি অর্থনীতিতে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজুর গৃহীত উদ্যোগের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৫। **উদ্দীপক-১ :** মি: কমল 'P' দ্রব্যটির একমাত্র উৎপাদক। দ্রব্যটির সমজাতীয় কোন দ্রব্য বাজারে পাওয়া যায় না। ফলে তিনি খুব সহজে তার ইচ্ছামত দাম ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

উদ্দীপক-২ : মালেক একজন সবজি বিক্রেতা। সে প্রতিদিন সকালে সবজি নিয়ে বাজারে যায়। খুব অল্প সময়ে তার সবজি বিক্রি হয়ে যায়। অনেক সময় ক্রেতা চাইলেও সে বাড়তি সবজি সরবরাহ করতে পারে না।

ক. অর্থনীতিতে বাজার কাকে বলে? ১

খ. তৈরি পোশাককে আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্য বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এ নির্দেশিত বাজারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এর বাজারে চাহিদা ও দাম বাড়লে যোগানের পরিবর্তন কি সম্ভব? মতামত দাও। ৪

৬। 'X' ব্যাংক জনগণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে, আমানত গ্রহণ করে এবং ঋণ প্রদান করে। 'Y' ব্যাংক সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং পরামর্শ দিয়ে তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ক. সমবায় ব্যাংক কাকে বলে? ১

খ. অর্থকে বিনিময়ের সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক মাধ্যম বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' দ্বারা কোন ব্যাংককে নির্দেশ করা হয়েছে? উক্ত ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'X' ব্যাংক কীভাবে 'Y' ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত? বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। **প্রেক্ষাপট-১ :** মিঃ নাফিস ইতালির একটি বেসরকারি কোম্পানিতে দশ বছর যাবত আইটি অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি প্রতিমাসে তার আয়ের একটি অংশ দেশে পাঠান।

প্রেক্ষাপট-২ : (i) লাভ-ক্ষতি; (ii) মাধ্যমিক দ্রব্য; (iii) দান-অনুদান; (iv) সরকারি ঋণের সুদ ও (v) অবৈধ আয়।

ক. নিট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১

খ. প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রেক্ষাপট-১ এ নাফিসের প্রেরিত অর্থ বাংলাদেশে কোন ধরনের আয়ে যুক্ত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রেক্ষাপট-২ এর বিষয়গুলো চিহ্নিত করে GDP পরিমাপে উক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হলে কোন সমস্যা হবে কী? তোমার মতামত দাও। ৪

৮। **প্রেক্ষাপট-১ :** 'N' দেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। জনগণের মাথাপিছু আয় কম, বাণিজ্য ঘাটতি বিদ্যমান এবং দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে।

প্রেক্ষাপট-২ : সাজু মিয়া একজন কৃষক। তার অল্প জমি আছে। সে নিজেই তার জমি চাষ করে। তার ছেলে মবিন শহর থেকে এসে বাবাকে কাজে সাহায্য করে। সাজু মিয়া লক্ষ করল তার উৎপাদন আগের তুলনায় বাড়েনি।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? ১

খ. মানবসম্পদ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যপট-১ এ উল্লিখিত 'N' নামক দেশটি উন্নয়নের মাপকাঠিতে কোন শ্রেণিভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যপট-২ এ উল্লিখিত মবিন কোন ধরনের বেকারত্বের স্বীকার তা চিহ্নিত করে নিরসনের উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। নিচের ছকটি লক্ষ কর :

ছক-১	ছক-২
পাট	পাট শিল্প
তুলা	পোশাক শিল্প
আখ	চিনি শিল্প

ক. সেবা খাত কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশ সরকার মৎস্য খাতকে পৃথক খাতের মর্যাদা প্রদান করেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছক-১ এর খাতগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতকে নির্দেশ করে? বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ খাতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক-১ ও ছক-২ এর খাতগুলো পরস্পর নির্ভরশীল– মূল্যায়ন কর। ৪

১০। **উদ্দীপক-১ :** শীতের ছুটিতে পলাশ কক্সবাজার বেড়াতে যায়। রাতে সে একটি অভিজাত হোটেলে খাবার খেতে গিয়ে খাবারের বিলের সাথে তাকে আরও কিছু বাড়তি টাকা দিতে হয়। তিনি এর কারণ জানতে চাইলে বলা হয় এটি এক ধরনের কর।

উদ্দীপক-২ : 'M' দেশের বাজেটে সরকার শিক্ষা ও প্রযুক্তি, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, জনপ্রশাসন ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ দেয়।

ক. বাজেট কাকে বলে? ১

খ. ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ কমানোর জন্য কোন প্রকারের শুল্ক আরোপ করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এ পলাশ কোন ধরনের কর প্রদান করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর 'M' দেশের বাজেট উন্নয়নের জন্য সহায়ক? মতামত দাও। ৪

১১। **উদ্দীপক-১ :**

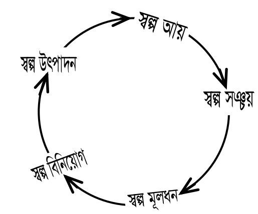

উদ্দীপক-২ : মুনির একজন বয়স্ক দরিদ্র লোক। তার কোনো সন্তান নেই এবং সে নিজের ভরণ-পোষণে অক্ষম। সরকার প্রদত্ত বয়স্ক ভাতা পেয়ে সে তার অসহায়ত্ব দূর করতে সক্ষম হয়।

ক. বেকারত্ব কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এর চক্রটি চিহ্নিতপূর্বক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনে উদ্দীপক-২ এ গৃহীত কর্মসূচি কি যথেষ্ট? মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা (ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	খ	২	খ	৩	ঘ	৪	ঘ	৫	ক	৬	ক	৭	খ	৮	খ	৯	খ	১০	খ	১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	গ
	১৬	খ	১৭	ক	১৮	ক	১৯	খ	২০	ক	২১	ক	২২	গ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	গ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ 'A' রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উদ্দেশ্য হলো সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা। ধনী-গরিবের আয়ের বৈষম্য বেশি। সরকার আইনশৃঙ্খলা ও দেশ রক্ষায় কাজ করে। অপরদিকে 'B' রাষ্ট্রের নাগরিক শিমুল একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং তার বোন সিমলা একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। উক্ত দেশে জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার পরিচালনা করে।

ক. অধ্যাপক এল. রবিন্স প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি লেখ। ১

খ. দুষ্প্রাপ্যতার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'A' রাষ্ট্রে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত 'B' রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থাকে তুমি কি উন্নত বলে মনে কর? মতামত দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০২ **উদ্দীপক-১ :** 'P' বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষাসফরে যাওয়ার জন্য শিক্ষকের পরামর্শ চাইলে শিক্ষক তাদেরকে সুন্দরবন ভ্রমণে যাওয়ার কথা বলেন। শিক্ষক আরও বলেন, তোমরা সেখানে ভ্রমণ করলে বাংলাদেশের মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

উদ্দীপক-২ : (i) কবির প্রতিভা; (ii) সাংগঠনিক ক্ষমতা; (iii) শারীরিক যোগ্যতা ও (iv) ক্রীড়াবিদের দক্ষতা।

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. মধ্যবর্তী দ্রব্য চূড়ান্ত উৎপাদনে নিঃশেষ হয়ে যায়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এ শিক্ষক বাংলাদেশের কোন সম্পদের ইঙ্গিত দিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত বিষয়সমূহকে অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ বলা যাবে কি মতামত দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যে সব দ্রব্য মানুষের প্রয়োজন মেটায়, তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে।

খ চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মধ্যবর্তী দ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

যে সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না করে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাকে মধ্যবর্তী দ্রব্য বলে। চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। ফলে মধ্যবর্তী দ্রব্য চূড়ান্ত উৎপাদনে নিঃশেষ হয়ে যায়। যেমন– কাঁচামাল, রসগোল্লা তৈরির জন্য ব্যবহৃত দুধ ও চিনি মধ্যবর্তী দ্রব্য।

গ উদ্দীপক-১ এ শিক্ষক বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বাংলাদেশের সর্বত্র বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি দেখতে পাওয়া যায়। গৃহপালিত পশু-পাখির মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি প্রধান। এছাড়া সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে রয়েছে বাঘ, হাতি, হরিণ প্রভৃতি মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি। আমাদের নদ-নদী, বিল, হাওর, পুকুর ইত্যাদি জলাশয় এবং বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায়। এ ধরনের সম্পদ আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

উদ্দীপক-১ এ শিক্ষক সুন্দরবন ভ্রমণে যাওয়ার কথা বলেন। সেখানে ভ্রমণ করলে বাংলাদেশের মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে। যা এদেশের প্রাণিজ সম্পদকে নির্দেশ করে।

ঘ ছক-২ এ উল্লিখিত সম্পদগুলোকে অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ বলা যায় না।

মানুষের বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা ও দক্ষতাকে মানবিক সম্পদ বলা হয়। যেমন- শারীরিক যোগ্যতা, প্রতিভা, উদ্যোগ, দক্ষতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা ইত্যাদি। তবে অর্থনীতিতে এগুলোকে সম্পদ বলা যায় না। কারণ এগুলোতে সম্পদের চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা নেই।

উদ্দীপক-২ এর (i) কবির প্রতিভা, (ii) সাংগঠনিক ক্ষমতা, (iii) শারীরিক যোগ্যতা ও (iv) ক্রীড়াবিদের দক্ষতা মানবিক সম্পদ হলেও অর্থনীতিতে তা সম্পদ নয়। কারণ কোনো বস্তুকে সম্পদ হতে হলে এর হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা থাকতে হয়। মানুষের প্রতিভা, উদ্যোগ ও সাংগঠনিক ক্ষমতা হস্তান্তরযোগ্য নয়। আবার কোনো ব্যক্তি গান গাইতে পারে এটি তার প্রতিভা। কেউ আবার যন্ত্রপাতি মেরামত করতে পারে এটি তার দক্ষতা। তবে এ দক্ষতাগুলোর বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই। তাই এগুলোকে মানবিক সম্পদ বলা হলেও অর্থনৈতিক সম্পদ বলা যাবে না।

প্রশ্ন ▶ ০৩ নীলার আম কেনার সূচিটি নিম্নরূপ :

আম (একক)	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৪	৪
২য়	৭	৩
৩য়	৯	২
৪র্থ	১০	১
৫ম	১০	০
৬ষ্ঠ	৯	– ১

ক. ভোগ কাকে বলে? ১
খ. চাহিদা বিধি বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উল্লিখিত সূচিটি কোন বিধিকে নির্দেশ করে? চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কোন কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে নীলার ক্ষেত্রে উক্ত বিধিটি কার্যকর হবে না বলে তুমি মনে কর? মতামত ব্যক্ত কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে।

খ কোনো দ্রব্যের দামের সাথে তার চাহিদার পরিমাণের বিপরীত সম্পর্ক যে বিধির সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা বিধি বলে।

ভোক্তার আয়, রুচি ও অভ্যাস, ক্রেতার সংখ্যা, বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম ও চাহিদার পরিমাণের সাথে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। এরূপ বিপরীত সম্পর্কই হলো চাহিদা বিধি।

গ উল্লিখিত সূচিটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি প্রকাশ করেছে।

একই জিনিস বারবার ভোগ করলে অতিরিক্ত এককের উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। অর্থাৎ ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে, তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমে যেতে থাকে। ভোগের মোট পরিমাণ বাড়ার ফলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যাওয়ার এ প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে।

প্রদত্ত সূচিতে দেখা যায়, ১ম একক দ্রব্য থেকে প্রান্তিক উপযোগ হয় ৪ টাকা। এভাবে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ একক দ্রব্য থেকে প্রান্তিক উপযোগ হয় যথাক্রমে ৩, ২, ১, ০ ও −১ টাকা। এখানে দেখা যাচ্ছে, ভোগ বাড়ার সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। ৬ষ্ঠ একক ভোগের ক্ষেত্রে তা ঋণাত্মকও হচ্ছে। সুতরাং, উক্ত সূচিতে ভোগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ কমার প্রবণতা রয়েছে। এভাবে সূচিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির পূর্বশর্তগুলো অনুপস্থিত থাকলে এই বিধিটি কার্যকর হবে না।

ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে, তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমে যেতে থাকে। ভোগের একক বাড়ার ফলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যাওয়ার এ প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কতগুলো শর্তের উপর নির্ভরশীল। এই শর্তগুলোর ব্যতিক্রম ঘটলে বিধিটি কার্যকর হয় না।

উদ্দীপকের সূচিটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির সাথে সম্পর্কিত। এ বিধিটি কার্যকর হওয়ার জন্য কিছু শর্ত মেনে চলে। তা হলো– ১. ভোক্তা হবে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন; ২. ভোক্তা চাইলে দ্রব্যের উপযোগ অর্থ দিয়ে পরিমাপ করতে পারে; ৩. দ্রব্যের দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হবে; ৪. দ্রব্যটি ভোগ করার সময় ভোক্তার আয়, রুচি এবং পছন্দের পরিবর্তন হবে না; ৫. নির্দিষ্ট সময় বিবেচ্য। যখন এ শর্তগুলোর ব্যতিক্রম ঘটবে তখন আর বিধিটি কার্যকর হবে না।

প্রশ্ন ▶ ০৪ **ঘটনা-১ :** 'ক' জেলার বাসিন্দা লাবনি একজন ফুলচাষী। তার এলাকায় ফুলের চাহিদা কম থাকায় সে তার উৎপাদিত ফুল পার্শ্ববর্তী জেলা শহরে এনে বিক্রি করে বেশ লাভবান হয়।

ঘটনা-২ : রাজু তার এলাকায় একটি মৎস্য খামারে মাছের পোনা উৎপাদন করেন। তার খামারে দশজন লোক কাজ করে এবং তিনি কর্মীদের দায়িত্ব বণ্টন করে দেন, কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। তিনি অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জন করেন।

ক. শ্রম কাকে বলে? ১
খ. অপ্রকাশ্য ব্যয় ফার্মের হিসাবের বইয়ে লেখা হয় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঘটনা-১ এ লাবনির কাজটি অর্থনীতিতে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজুর গৃহীত উদ্যোগের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে।

খ অপ্রকাশ্য ব্যয় বলতে উদ্যোক্তার নিজের শ্রমের মূল্য ও অন্যান্য ব্যয়, স্বনিয়োজিত খরচ ইত্যাদি প্রকাশ করে।

উদ্যোক্তার নিজের বাড়িতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারখানা স্থাপন, অফিস বানানো ইত্যাদির ব্যয় ফার্মের হিসাব বইয়ে থাকে না। যেমন- ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের বেতন পৃথকভাবে হিসাব না করে মুনাফাকে তার সেবার পারিশ্রমিক হিসেবে গণনা করে। এক্ষেত্রে মালিকের যেকোনো রকমের ভাতাদি অপ্রকাশ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য হয়।

গ ঘটনা-১ এ লাবনির কাজটি অর্থনীতিতে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করেছে।

কোনো দ্রব্যকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করার মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন- গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের দাম গ্রামাঞ্চলে কম কিন্তু শহরাঞ্চলে বেশি। তাই এসব দ্রব্যাদি গ্রাম থেকে শহরে এনে বিক্রি করলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এভাবে দ্রব্যাদি স্থানান্তরের ফলে যে উপযোগের সৃষ্টি হয় সেটি স্থানগত উপযোগ।

ঘটনা-১ এ জেলার বাসিন্দা লাবনি একজন ফুলচাষী। তার এলাকায় ফুলের চাহিদা কম থাকায় সে তার উৎপাদিত ফুল পার্শ্ববর্তী জেলাশহরে এনে বিক্রি করে লাভবান হয়। এতে স্থানগত উপযোগ বৃদ্ধি পায়। তাই বলা যায়, লাবনির কাজটিতে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজুর গৃহীত উদ্যোগের গুরুত্ব অপরিসীম।

সংগঠক বা উদ্যোক্তা নিজের কর্মসংস্থানের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন; মূলত সংগঠকগণ কঠোর পরিশ্রম, সততা, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্য তথা তাদের

সংগঠনের পরিধি বৃদ্ধি করে; ফলে তাদের প্রতিষ্ঠানে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। উদ্যোক্তাগণ তাদের প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

উদ্দীপকের রাজু একজন সফল উদ্যোক্তা। তার মৎস্য খামারে দশজন লোক কাজ করে এবং তিনি কর্মীদের দায়িত্ব বণ্টন করে দেন, কাজের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। তিনি অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জন করেছেন। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে রাজুর মতো উদ্যোক্তাগণ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বেকারত্ব হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। তিনি নিজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই বলা যায়, দেশের উন্নয়নে রাজুর গৃহীত উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ **উদ্দীপক-১ :** মি: কমল 'P' দ্রব্যটির একমাত্র উৎপাদক। দ্রব্যটির সমজাতীয় কোনো দ্রব্য বাজারে পাওয়া যায় না। ফলে তিনি খুব সহজে তার ইচ্ছামতো দাম ও জোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

উদ্দীপক-২ : মালেক একজন সবজি বিক্রেতা। সে প্রতিদিন সকালে সবজি নিয়ে বাজারে যায়। খুব অল্প সময়ে তার সবজি বিক্রি হয়ে যায়। অনেক সময় ক্রেতা চাইলেও সে বাড়তি সবজি সরবরাহ করতে পারে না।

ক. অর্থনীতিতে বাজার কাকে বলে? ১

খ. তৈরি পোশাককে আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্য বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এ নির্দেশিত বাজারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এর বাজারে চাহিদা ও দাম বাড়লে জোগানের পরিবর্তন কি সম্ভব? মতামত দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৬ 'X' ব্যাংক জনগণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে, আমানত গ্রহণ করে এবং ঋণ প্রদান করে। 'Y' ব্যাংক সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং পরামর্শ দিয়ে তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ক. সমবায় ব্যাংক কাকে বলে? ১

খ. অর্থকে বিনিময়ের সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক মাধ্যম বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' দ্বারা কোন ব্যাংককে নির্দেশ করা হয়েছে? উক্ত ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'X' ব্যাংক কীভাবে 'Y' ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত? বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংক সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ প্রদান করে তাকে সমবায় ব্যাংক বলে।

খ অর্থ সবার নিকট গ্রহণযোগ্য বলে অর্থের বিনিময়ে লেনদেন সম্পন্ন হয়। বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে আবার ক্রেতাও অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করে। এভাবে অর্থের দ্বারা যেকোনো সময় যেকোনো পরিমাণ পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। ফলে লেনদেন সহজ ও গতিশীল হয়। তাই বলা যায়, অর্থ বিনিময়ের সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক মাধ্যম।

গ উদ্দীপকে 'X' দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংককে নির্দেশ করা হয়েছে।

যে ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসাবে জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক তিন ধরনের আমানত সংগ্রহ করে। যথা— ১. চলতি আমানত, ২. সঞ্চয়ী আমানত ও ৩. স্থায়ী আমানত। বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ আমানতকারীর চাহিদা মিটানোর জন্য রেখে বাকি অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ই-পেমেন্ট, হুন্ডি ও ভ্রমণকারীর চেক ইত্যাদি সৃষ্টি করে। বিনিময়ের মাধ্যমসমূহের মধ্যে ব্যাংকের ইস্যুকৃত চেক বহুল ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যের সহায়তায় ব্যবসায়ীদের অর্থ জোগান দেওয়ার পাশাপাশি পরামর্শ দিয়ে থাকে। গ্রাহকদের প্রয়োজনে ব্যাংক এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিরাপদে ও দ্রুত অর্থ প্রেরণ করে। অর্থ প্রেরণের মাধ্যম চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পোস্টাল অর্ডার ইত্যাদি। বিদেশে কর্মরত সকল জনসাধারণ বৈদেশিক আয় সংগ্রহ করে এবং দেশীয় সংশ্লিষ্ট মালিককে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা হস্তান্তর করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে মূলধন গঠন করে। বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ঋণপত্র বিক্রয়ের অবলেখক হিসেবে কাজ করে।

ঘ উদ্দীপকে Y প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং X প্রতিষ্ঠানটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। আর্থিক কর্মকাণ্ডে এ দুটি প্রতিষ্ঠান একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো সকল ব্যাংক তথা বাণিজ্যিক ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য সকল ব্যাংক তথা বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে নতুন ব্যাংক ও শাখা অনুমোদন দেয়। তার অধীন তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নিয়ম-নীতি ও পরামর্শ প্রদান করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকিং রীতি অনুযায়ী মূলধনের নির্দিষ্ট একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন শর্তের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ পেয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের প্রদত্ত ঋণকে প্রয়োজন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যখন অন্য সকল উৎস হতে ঋণ পেতে ব্যর্থ হয়

তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের জমার বিপরীতে ঋণ দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তালিকাভুক্ত অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যকার দেনা-পাওনার নিষ্পত্তির জন্য নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকে নিয়োজিত কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মানোন্নয়নে কাজ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সুদের হার নির্ধারণ করে দেয়।

তাই বলা যায়, Y ও X ব্যাংক তথা কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ▶ ০৭ **প্রেক্ষাপট-১ :** মিঃ নাফিস ইতালির একটি বেসরকারি কোম্পানিতে দশ বছর যাবৎ আইটি অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি প্রতিমাসে তার আয়ের একটি অংশ দেশে পাঠান।

প্রেক্ষাপট-২ : (i) লাভ-ক্ষতি; (ii) মাধ্যমিক দ্রব্য; (iii) দান-অনুদান; (iv) সরকারি ঋণের সুদ ও (v) অবৈধ আয়।

ক. নিট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১

খ. প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রেক্ষাপট-১ এ নাফিসের প্রেরিত অর্থ বাংলাদেশে কোন ধরনের আয়ে যুক্ত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রেক্ষাপট-২ এর বিষয়গুলো চিহ্নিত করে GDP পরিমাপে উক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হলে কোন সমস্যা হবে কী? তোমার মতামত দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় পূরণের ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে, তাকে নিট জাতীয় আয় বলে।

খ প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। যেমন নতুন আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও দক্ষতার উন্নতি, নতুন মালামালের আবিষ্কার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষি খাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজির উৎপাদনও বেড়েছে। প্রযুক্তি মূলত উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে একই সমান উৎপাদন উপকরণ দিয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

গ প্রেক্ষাপট-১ এ নাফিসের প্রেরিত অর্থ রেমিট্যান্স হিসেবে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত একটি আর্থিক বছরে) কোনো দেশের নাগরিক কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় বলে। GNI হিসাব করার সময় মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) সঙ্গে নিট উপাদান আয় যোগ করতে হয়। নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকরা বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশী নাগরিকরা আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগফলকে বোঝায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মিঃ নাফিস বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ বিদেশে কর্মরত আছেন। তিনি প্রতিমাসে তার আয়ের বেশ কিছু অংশ দেশে পাঠিয়ে দেন। ঐ অর্থ রেমিটেন্স হিসেবে এ দেশের জাতীয় আয়ের সাথে যুক্ত হয়। সুতরাং বলা যায়, এদেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় জনাব নাফিসের পাঠানো অর্থ রেমিটেন্স হিসেবে যোগ হয়।

ঘ প্রেক্ষাপট-২ এর বিষয়গুলো GDP-এর হিসাব বহির্ভূত বিধায় GDP পরিমাপে উক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করলে সমস্যা হবে।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টিকে GDP বলে।

প্রেক্ষাপট-২ এ লাভক্ষতি, মাধ্যমিক দ্রব্য, দান-অনুদান, সরকারি ঋণের সুদ, অবৈধ আয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। যা GDP বহির্ভূত বিষয়। সময়ের পরিবর্তনে জাতীয় সম্পদের বা উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে লাভ-ক্ষতি হতে পারে। এ লাভ-ক্ষতি জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। জাতীয় আয় গণনার সময় চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচিত হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচনা করলে দ্বৈত গণনা সমস্যা দেখা দিবে। দান ও অনুদান মুক্তহস্তে প্রদান করা হয় এবং এর বিনিময়ে কোনো কিছু পাওয়ার আশা করা যায় না বিধায় জাতীয় আয়ে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। সরকারি ঋণের বিপরীতে সুদ হস্তান্তর পাওনা হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে তা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না। অবৈধ আয় জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না কেননা অবৈধ আয় দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী কাজ। এ আয় অন্তর্ভুক্ত হলে প্রকৃত জাতীয় আয় পাওয়া যাবে না।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা হয়, GDP পরিমাপে উক্ত বিষয়গুলো কখনো অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদি অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে GDP পরিমাপে সমস্যা হবে। অর্থাৎ প্রকৃত জাতীয় আয় পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **প্রেক্ষাপট-১ :** 'N' দেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। জনগণের মাথাপিছু আয় কম, বাণিজ্য ঘাটতি বিদ্যমান এবং দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে।

প্রেক্ষাপট-২ : সাজু মিয়া একজন কৃষক। তার অল্প জমি আছে। সে নিজেই তার জমি চাষ করে। তার ছেলে মবিন শহর থেকে এসে বাবাকে কাজে সাহায্য করে। সাজু মিয়া লক্ষ করল তার উৎপাদন আগের তুলনায় বাড়েনি।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? ১

খ. মানবসম্পদ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যপট-১ এ উল্লিখিত 'N' নামক দেশটি উন্নয়নের মাপকাঠিতে কোন শ্রেণিভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যপট-২ এ উল্লিখিত মবিন কোন ধরনের বেকারত্বের স্বীকার তা চিহ্নিত করে নিরসনের উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ নিচের ছকটি লক্ষ কর :

ছক-১	ছক-২
পাট	পাট শিল্প
তুলা	পোশাক শিল্প
আখ	চিনি শিল্প

ক. সেবাখাত কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশ সরকার মৎস্য খাতকে পৃথক খাতের মর্যাদা প্রদান করেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছক-১ এর খাতগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতকে নির্দেশ করে? বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ খাতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক-১ ও ছক-২ এর খাতগুলো পরস্পর নির্ভরশীল– মূল্যায়ন কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১০ **উদ্দীপক-১ :** শীতের ছুটিতে পলাশ কক্সবাজার বেড়াতে যায়। রাতে সে একটি অভিজাত হোটেলে খাবার খেতে গিয়ে খাবারের বিলের সাথে তাকে আরও কিছু বাড়তি টাকা দিতে হয়। তিনি এর কারণ জানতে চাইলে বলা হয় এটি এক ধরনের কর।

উদ্দীপক-২ : 'M' দেশের বাজেটে সরকার শিক্ষা ও প্রযুক্তি, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, জনপ্রশাসন ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ দেয়।

ক. বাজেট কাকে বলে? ১

খ. ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ কমানোর জন্য কোন প্রকারের শুল্ক আরোপ করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এ পলাশ কোন ধরনের কর প্রদান করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর 'M' দেশের বাজেট উন্নয়নের জন্য সহায়ক? মতামত দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক অর্থবছরে) একটি দেশের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের একটি সুবিন্যস্ত হিসাবই হলো বাজেট।

খ ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ কমানোর জন্য আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আবগারি শুল্ক বলে। রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করার উদ্দেশ্যেও আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়। বাংলাদেশে প্রধানত চা, সিগারেট, চিনি, তামাক, কেরোসিন, ওষুধ, স্পিরিট, দিয়াশলাই প্রভৃতি ক্ষতিকর দ্রব্যের ওপর আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়।

গ উদ্দীপক-১ এ পলাশ মূল্য সংযোজন কর বা VAT প্রদান করেন।

উৎপাদন ক্ষেত্রে কাঁচামাল থেকে শুরু করে চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি স্তর বা ধাপ অতিক্রম করতে হয়। উৎপাদনের এরূপ বিভিন্ন স্তরে যে মূল্য সংযোজিত হয় তার ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে যে কর আরোপ করা হয় তাকে মূল্য সংযোজন কর (Value Added Tax-VAT) বলে। এটি একটি পরোক্ষ কর। আমদানিকৃত দ্রব্য ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্য এবং বিভিন্ন সেবা খাতের উপর ভ্যাট আরোপ করা হয়।

উদ্দীপক-১ এ শীতের ছুটিতে পলাশ কক্সবাজার বেড়াতে যায়। রাতে সে একটি অভিজাত হোটেলে খাবার খেতে গিয়ে খাবারের বিলের সাথে তাকে আরও কিছু বাড়তি টাকা দিতে হয়। এই অতিরিক্ত মূল্যই হলো মূল্য সংযোজন কর। যা সে চাইলেও ফাঁকি দিতে পারে না। আইনগতভাবে সে অতিরিক্ত মূল্য দিতে বাধ্য।

তাই বলা যায়, পলাশ মূল্য সংযোজন কর প্রদান করেন।

ঘ উদ্দীপক-২ এ 'M' দেশের বাজেটটি হলো ঘাটতি বাজেট। যা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য অধিক কার্যকর।

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। সরকার বাজেটের এ ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ, নতুন অর্থ সৃষ্টি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ, বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ/মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বৈষম্যও দেখা দিতে পারে।

উদ্দীপক-২ এ 'M' দেশের বাজেটটি লক্ষ করলে দেখা যায়, বাজেট = (মোট ব্যয় – মোট আয়) > ০। অর্থাৎ মোট ব্যয় > মোট আয়। এতে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি ধার্য করা হয়েছে। সুতরাং 'M' দেশের বাজেটটি একটি ঘাটতি বাজেট। উন্নয়নশীল দেশের জন্য এ ধরনের বাজেট অধিক কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ১১

উদ্দীপক-১ :

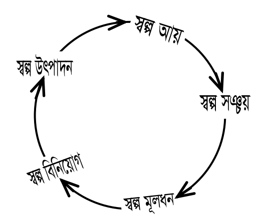

উদ্দীপক-২ : মুনির একজন বয়স্ক দরিদ্র লোক। তার কোনো সন্তান নেই এবং সে নিজের ভরণ-পোষণে অক্ষম। সরকার প্রদত্ত বয়স্ক ভাতা পেয়ে সে তার অসহায়ত্ব দূর করতে সক্ষম হয়।

ক. বেকারত্ব কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এর চক্রটি চিহ্নিতপূর্বক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনে উদ্দীপক-২ এ গৃহীত কর্মসূচি কি যথেষ্ট? মতামত দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।